।। পাঠপরিকল্পনা ।।

।। শ্রেণী—প্রথম ষাণ্মাসিক (under CBCS) ।।

।। সময়—জুলাই থেকে ডিসেম্বর।।

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিশদ উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ
১	বিষয়—বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস (১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) BNGA-A-CC-1-1-TH-T উদ্দেশ্য--বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভবের সময়কাল থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো।			১। একেবারে নিচে নির্দেশিত গ্রন্থগুলির প্রাসঙ্গিক অংশ পাঠ করতে হবে। ২। ১৩০২-১৮০০ খ্রিস্টাব্দে মধ্যে রচিত পাঠক্রমে
১.১ ক	**বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা।** মোটামুটি ভাবে নবম শতক থেকে বাংলা ভাষার নিজস্ব পথচলা আরম্ভ। বাংলা ভাষার উদ্ভব এবং বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে আলোচনা।	৪	শর্মিষ্ঠা সরকার	নির্দেশিত অংশ অনুযায়ী গ্রন্থগুলির সময় সারণী তৈরি করতে হবে।
১.১ খ	**বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ—প্রসঙ্গ ও বিতর্ক।** নবম থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যকে দুটি যুগে ভাগ করা যায়—আদি যুগ ও মধ্যযুগ। আবার চৈতন্যপ্রভাবের কথা স্মরণে রেখে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যযুগকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। এইরকম যুগবিভাগের কোনো তাৎপর্য আছে সে বিষয়ে আলোচনা।	৩	শর্মিষ্ঠা সরকার	
১.১ গ	**বাঙালির মনন ও সাহিত্যের আদি পর্বের গতিপ্রকৃতি ও নিদর্শনসমূহ।** বাঙালির মন ও মনন সম্পর্কে জানতে হলে অষ্টম থেকে দশম শতক পর্যন্ত বাঙালির দ্বারা রচিত সংস্কৃত ও অপভ্রংশ-অবহট্ঠ ভাষায় রচিত সাহিত্যের পরিচয়। সন্ধ্যাকর নন্দী-ধোয়ী-গোবর্ধন-উমাপতিধর-জয়দেব প্রমুখ কবিদের সাহিত্যকর্ম এবং কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়-সদুক্তিকর্ণামৃত-প্রাকৃতপৈঙ্গল ইত্যাদি কাব্যসংগ্রহের আলোচনা।	৪	শর্মিষ্ঠা সরকার	
১.১ ঘ	**চর্যাপদ।** চর্যাপদ বাংলাভাষায় লেখা প্রথম কাব্যসংকলন। **নবম থেকে দ্বাদশ শতকে**র মধ্যে সহজিয়া বৌদ্ধকবিরা এই গ্রন্থের কবিতাগুলি রচনা করেন। বাংলা ভাষায় ধর্মীয়সঙ্গীত রচনা এবং সংস্কৃতে রচিত চিত্রধর্মী শ্লোকের বদলে বাংলা গীতিধর্মী পদরচনা সূত্রপাত চর্যাপদ থেকে।	৩	শর্মিষ্ঠা সরকার	

১.১ ঙ	**শ্রীকৃষ্ণকীর্তন**—বাংলা সাহিত্যে প্রথম কৃষ্ণলীলা আখ্যান। নাটগীতিরূপে রচিত। এই পুঁথি আবিষ্কারের পর। কবি চন্ডীদাসের পরিচয় নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এই কাব্যে লৌকিক মানবিকতার ছাপ স্পষ্ট। (**১৫শ শতক**)	৩	**শর্মিষ্ঠা সরকার**	
১.২ ক	**অনুবাদ সাহিত্য** তুর্কি আক্রমণের পরবর্তীকালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল হওয়ার পরে বাংলায় পৌরাণিক সাহিত্যের অনুবাদ হতে থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে বাংলা সাহিত্যে কাহিনিকাব্য রচনার ধারা সৃষ্টি হয়। মুসলমান শাসকেরা এই ধারার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। **ভাগবত, রামায়ণ** ও **মহাভারত** অনুবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।	৫	**অমিতাভ রায়**	
১.২ খ	**বৈষ্ণব পদাবলী** বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ দিয়ে চৈতন্য-পূর্ব যুগে বৈষ্ণবনপদাবলীর সূচনা হয়েছিল। **বিদ্যাপতি** মিথিলার কবি । তিনি ব্রজবুলি ভাষায় পদরচনা করলেও বাঙালি পাঠক কবি ও পাঠকের উপর তাঁর গভীর প্রভাব। তাঁর কবিতা মূলত মানবিক প্রণয়কাব্য। **চণ্ডীদাসে**র কবিতা উচ্চাঙ্গের প্রণয়মূলক কবিতার নিদর্শন। কবি **জ্ঞানদাস (ষোড়শ শতক)** মূলত ভক্ত হলে তাঁর রচিত আক্ষেপানুরাগ ও রূপানুরাগের পদে ভাবগভীরতা চণ্ডীদাসকে স্মরণ করায়। **গোবিন্দদাসের (ষোড়শ শতক)** চিত্ররচনা, শব্দযোজনা ও প্রকাশভঙ্গীর কুশলতায় মধ্যযুগীয় কবিদের মধ্যে অনন্য।	৬	**অমিতাভ রায়**	
১.২ গ	**চৈতন্য-চরিত সাহিত্য** শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মান্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে **ষোড়শ শতক** থেকেই চরিতসাহিত্যের জন্ম হয়। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম জীবনীগ্রন্থ হলো **বৃন্দাবনদাস রচিত 'চৈতন্যভাগবত'** প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে তথ্য সংগৃহীত হওয়ায় জীবনীটি নির্ভরযোগ্য—দেশ কালের বিবরণও পাওয়া যায়। **কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'** বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। চৈতন্যের সন্ন্যাস পরবর্তী জীবন ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব এই কাব্যে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।	৫	**অমিতাভ রায়**	
১.৩ ক	**মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ** পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত চারশ বছর ধরে মঙ্গলকাব্য রচনার ধারাটি জীবিত ছিল। এইকাব্যগুলি মধ্যযুগের মৌলিক কাহিনি কাব্য। তুর্কি বিজয়ের পরে সামাজিক কারণে উচ্চবর্ণের পৌরাণিক সংস্কৃতি ও লোকায়ত সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটে। মঙ্গলকাব্য পৌরাণিক আদর্শে রচিত লৌকিক দেবদেবীদের পূজা প্রচারের কাহিনি। মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা তিনটি—মনসা, চণ্ডী ও ধর্ম। এছাড়া অন্নদামঙ্গল ও শিবায়ন ও রয়েছে।	৩	**দোলা দেবনাথ**	

১.৩ খ	**মনসামঙ্গল** আদিম কৌমসমাজের প্রজননশক্তির দেবতা, দ্রাবিড় সর্পদেবী ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী জাঙ্গুলী তারা প্রভৃতির মিশ্রণে মনসা দেবীর ধারণা গড়ে উঠেছিল। মনসাদেবী এবং চন্দ্র সওদাগরের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে মনসামঙ্গলের কাহিনি গড়ে উঠেছে। এই কাহিনির নাটকীয়তা এবং নায়কচরিত্রের আত্মমর্যাদাবোধ মধ্যযুগের অন্য কাব্যে দুর্লভ। গুরুত্বপূর্ণ মনসামঙ্গল কাব্যগুলি **পঞ্চদশ শতকে** রচিত হয়েছিল। মনসামঙ্গল কাব্যের কবিদের মধ্যে **নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপিলাই** উল্লেখযোগ্য।	৪	দোলা দেবনাথ	
১.৩ গ	**চণ্ডীমঙ্গল** পশুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পৌরাণিক দুর্গা ও তান্ত্রিক দেবীর মিশ্রণে মঙ্গলকাব্যের দেবী দুর্গার উদ্ভব। চণ্ডীমঙ্গলে দুটি কাহিনি আছে—ব্যাধ কালকেতুর কাহিনি (আখেটি খণ্ড) ও ধনপতি সওদাগরের কাহিনি। ধনপতির কাহিনিতে নায়কের সমুদ্রবাণিজ্য ও দাম্পত্যজীবনের চিত্র আছে। কালকেতুর কাহিনিতে দেবীর কৃপায় অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের উত্থান ও তার ফলে ভদ্র সমাজের প্রতিক্রিয়া চিহ্নিত হয়েছে। পূর্বেই এই কাহিনিধারার উদ্ভব ঘটলেও কাব্য পাওয়া হয়েছে **ষোড়শ শতক** থেকেই। এই ধারার **প্রধান দুই কবি দ্বিজ মাধব ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দ।** মুকুন্দ মধ্যযুগের আখ্যানকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি।	৪	দোলা দেবনাথ	
১.৩ ঘ	**ধর্মমঙ্গল** আদিম প্রস্তরোপাসনা, ডোমদের যুদ্ধদেবতা, লৌকিক সূর্যোপাসনা, বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি সব মিলিয়ে ধর্মদেবতার উদ্ভব। কিন্তু এই দেবতা অভিজাত সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। যুদ্ধপ্রধান এই কাব্যধারায় ডোম রমণীদের যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে এই ধারাটি পুষ্ট হয়ে ওঠে। এই ধারা **দুই প্রধান কবি রূপরাম চক্রবর্তী (১৭শ শতক) ও ঘনরাম চক্রবর্তী (১৮শ শতক)।**	৩	দোলা দেবনাথ	
১.৩ ঙ	**অন্নদামঙ্গল** **ভারতচন্দ্র রায় অষ্টাদশ শতকে** অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন । কাব্যটির তিনটি ভাগ—অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর ও অন্নপূর্ণামঙ্গল। শব্দযোজনা, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগে ভারতচন্দ্র শিল্পকুশলতার শীর্ষে উঠেছিলেন। এই কাব্যে ভক্তির বদলে রঙ্গব্যঙ্গ ও বুদ্ধিদীপ্ত ভাষাবিন্যাস সাহিত্য ধারায় যুগপরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।	৩	দোলা দেবনাথ	
১.৪ ক	**প্রণোয়োপাখ্যান** মধ্যযুগের কাব্য মূলত ধর্মপ্রভাবিত। কিন্তু সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মনিরপেক্ষ কাব্য রচিত হয়েছিল। তবে **পঞ্চদশ শতকে মুহম্মদ শাহ শগীর 'ইউসুফ জোলেখা'** নামে একটি প্রণয়কাব্য রচনা করেন। তবে এই কাব্যের শেষে ধর্মান্তরণকে উৎসাহ দেওয়ায় সমলোচকরা কাব্যটিকে ইসলামী কাব্য বলেই মনে করেন। **সপ্তদশ শতকে রচিত দৌলত কাজির 'সতী ময়না' ও সৈয়দ আলাওল রচিত পদ্মাবতী** বিশেষ উল্লেখযোগ্য।	৪	মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	

১.৫ ক	**শাক্তপদাবলী** বৈষ্ণবপদাবলী, তন্ত্রসাধনা, শিবদুর্গা বিষয়ে পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনি সব মিলিয়ে **অষ্টাদশ শতকে** শাক্তপদাবলীর উদ্ভব হয়। এই ধারার দুটি প্রধান শাখা **উমাসঙ্গীত ও শ্যামাসঙ্গীত**। এই ধারার দুজন শ্রেষ্ঠ কবি **রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য**।	**৩**	**মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা**	

গ্রন্থতালিকা

১। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (১-২)—সুকুমার সেন

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত(১-৫)—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস—ক্ষেত্র গুপ্ত

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা(১-২)—ভূদেব চৌধুরী

৫। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা(১)—গোপাল হালদার

ফলশ্রুতি

১। ছাত্রদের বাংলাসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হল।

২। মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পর্কে কৌতূহল জাগল।

৩। এই পাঠগুলি পরবর্তী ষাণ্মাসিগুলিতে চর্যাপদ, বৈষ্ণবসাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য পাঠের ভূমিকা হবে।

।। পাঠপরিকল্পনা।।

।। শ্রেণী—প্রথম ষাণ্মাসিক (under CBCS) ।।

।। সময়—জুলাই থেকে ডিসেম্বর ।।

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিষদ উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ
২	বিষয়—বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা (BNGA-A-CC-1-2-TH-TU) উদ্দেশ্য—বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্ব সম্পর্কে ছাত্রদের ধারণা সৃষ্টি করা।			১। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির প্রাসঙ্গিক অংশ পাঠ ।
২.১ ক	**ধ্বনি বর্ণ অক্ষর—সংজ্ঞার্থ ও পারস্পরিক সম্পর্ক** ধ্বনি যে কোনো ভাষার একক। মূল ধ্বনির দুটি শাখা—স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জন ধ্বনি। এছাড়া বিভিন্ন স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির যুক্তরূপও সব ভাষাতেই কম বেশি দেখা যায়। ধ্বনির লিখিত রূপ বা প্রতীক হলো বর্ণ। বর্ণ সভ্যতার বিকাশের একটি মাপকাঠি। অক্ষর হলো শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ বা সিলেবল। আবার কখনো কখনো ধ্বনিতত্ত্বে অক্ষর দিয়ে বর্ণকেও বোঝানো হয়।	৫	শর্মিষ্ঠা সরকার	
২.১ খ	**উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণ প্রকৃতি অনুযায়ী বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জনধনির পরিচয়।** শাসবায়ু নির্গত হওয়ার সময় দাঁত, ঠোঁট, জিভ দ্বারা মুখগহ্বরের বিভিন্ন স্থানে নানাভাবেবায়ুর নির্গমন পথে বাধা সৃষ্টি করে, অথবা বায়ুর নির্গমনপথকে নিয়ন্ত্রিত করে আমরা বিভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণ করি। ধ্বনি মুখগহ্বরের কোন স্থানে এবং কিভাবে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে তদনুযায়ী ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ করা হয়।	৬	শর্মিষ্ঠা সরকার	২। দুটি সারণির মাধ্যমে বাংলা স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণ প্রকৃতি নির্দেশ করতে হবে।
২.১ গ	**মৌলিক স্বরধনি ও স্বনিমের ধারণা** জিভের অবস্থান অনুযায়ী আটটি মৌলিক স্বরধ্বনি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই ধ্বনিগুলি বিশেষ কোনো ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। এগুলো সব ভাষার স্বরধ্বনি চেনার বিশেষ মান বা standerd। স্বনিম হলো শব্দের নিরিখে ভাষার একক। যদি কোনো ভাষার কোনো একটি শব্দের একটিমাত্র ধ্বনি বদলে দিয়ে তার অর্থের পরিবর্তন ঘটানো যায়, তাহলে যেদুটি ধ্বনি একটি অন্যটির বদলে ব্যবহৃত হলো তাদেরকে ধ্বনিমূল বা স্বনিম বলা হয় (phonem).	৩	অমিতাভ রায়	

২.১ ঘ	**বাংলা শব্দভাণ্ডার** বাংলা শব্দ ভাণ্ডারকে মূলত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বা মৌলিক, অন্য ভাষা থেকে গৃহীত বা **আগন্তুক,** বিভিন্ন ধরনের শব্দের মিশ্রণে বা সম্পূর্ণ নতুন বাংলা শব্দ বা **নবগঠিত।** মৌলিক শব্দের তিনটি শ্রেণী—তৎসম, অর্ধতৎসম এবং তদ্ভব। আগন্তুকের দুটি শ্রেণী—দেশজ ও বিদেশী।	৩	অমিতাভ রায়	৩। একটি সারণির মাধ্যমে উদাহরণসহ বাংলা শব্দভাণ্ডারের বিভিন্ন শ্রেণীগুলি নির্দেশ করা।
২.২ ক	**শব্দবিবর্তন, বাংলা ভাষার ধ্বনি পরিবিবর্তন রীতি ও প্রকৃতি** শব্দের উপাদান দুটি—ধ্বনি ও অর্থ। ভাষা যেহেতু বিবর্তনশীল, তাই শব্দের ধ্বনি ও অর্থ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। ধ্বনি পরিবর্তনের ধারা মূলত চারটি—**ধ্বনিলোপ,** নতুন **ধ্বনিযোজনা**, **ধ্বনির স্থানান্তর** ও **ধ্বনির রূপান্তর।** ধ্বনি পরিবর্তনের কারণগুলির মধ্যে রয়েছে উচ্চারণের সরলীকরণের চেষ্টা, অন্য ধ্বনির প্রভাব, জিহ্বার আড়ষ্টতা ইত্যাদি।	৬	দোলা দেবনাথ	৪। বাংলা ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের প্রতিটি নিয়মের অন্তত ১০টি করে উদাহরণ সংগ্রহ করতে হবে
২.২ খ	**বাংলা শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা** বাংলা শব্দের অর্থপরিবর্তন হয় তিনটি ধারায়—শব্দার্থসংকোচ, শব্দার্থপ্রসার ও শব্দার্থসংশ্লেষ। শব্দার্থ পরিবর্তনের অনেকগুলি কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সাদৃশ্য, সুভাষণ, আলংকারিক ব্যবহার ইত্যাদি। শব্দার্থ পরিবর্তনের মধ্যে বিশেষ ভাষাসম্প্রদায়ের প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতি ও বস্তু ব্যবহার এবং চিন্তাধারার প্রবণতা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।	৫	দোলা দেবনাথ	৫। বাংলা ভাষার শব্দার্থ পরিবর্তনের তিনটি ধারার ১০টি করে উদাহরণ সংগ্রহ করতে হবে।
২.২ গ	**বাংলা উপভাষা** বাংলাভাষার বয়স হাজার বছরেরও বেশি। ভারতের পূর্বদিকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সমগ্র বাংলাদেশ, আরও পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা, আসামের বরাক উপত্যকা ও ভারতের দক্ষিণ পূর্বে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ—এই সমগ্র অঞ্চলে বাংলাই প্রধান তথা সরকারি ভাষা। স্বাভাবিকভাবেই স্থানিক ও কালগত বিস্তার ও জনসংখ্যার প্রাচুর্যের কারণে বাংলায় পাঁচটি উপভাষা লক্ষ করা যায়। এই উপভাষাগুলি প্রত্যেকটি মুলত কতকগুলি আঞ্চলিক ভাষার সমষ্টি। প্রসঙ্গ ক্রমে এই পাঁচটি উপভাষা ও সাধারণভাবে উপভাষার উপর বিশ্বায়নের প্রভাব আলোচিত হবে।			
২.৩ ক	**বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক আলোচনা—বচন, লিঙ্গ, পুরুষ, বিভক্তি, কারক, ক্রিয়ার কাল, অব্যয়, প্রত্যয় ও সমাস।** উপরোক্ত বিষয়গুলি বাংলা ব্যাকরণের নামপদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, শব্দরূপ ও বাক্যে তার প্রয়োগ, ক্রিয়াপদের ব্যবহার ও নতুন শব্দ বানানোর কৌশল সম্পর্কে আলোচনা। পূর্বপঠিত বাংলা ব্যাকরণের	১০	মৌসুমি বন্দোপাধ্যায় সাহা।	৬। দুটি সারণির মাধ্যমে বাংলাভাষায় পুরুষ ও কারক-বিভক্তি ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখাও।

	অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ ও ভাষায় এদের প্রভাব নিয়ে অলোচনা করা হবে।			

গ্রন্থতালিকা—

১। ভাষার ইতিবৃত্ত—সুকুমার সেন

২। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাঙলা ভাষা—রামেশ্বর শ

৩। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ—নির্মল দাশ

৪। ভাষাবিদ্যা পরিচয়—পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

ফলশ্রুতি

১। ব্যাকরণ ও ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত হয়েছে।

২। ধ্বনিবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটলো।

৩। জনসাধারণের মুখের ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা সচেতন হল। আশা করা যায় এতে তাদের সাংস্কৃতিক সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাবে

।। পাঠপরিকল্পনা ।।

।। শ্রেণী—দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক (under CBCS)।।

।। সময়—জানুয়ারি থেকে জুন ।।

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ
১	বিষয়—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (উনিশ শতক) উদ্দেশ্য—ঔপনিবেশিক শাসনে ফলে আমাদের চিন্তা-চেতনা, জীবনচেতনায় যে পরিবর্তন এসেছিল সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করানো। BNG-A-CC-2-3-TH-TU			১। নিম্নে প্রদত্ত গ্রন্থতালিকাভুক্ত গ্রন্থগুলির প্রাসঙ্গিক অংশ পাঠ। ২। প্রবন্ধ, কথাসাহিত্য, কাব্য নাটক ও পত্রিকা শাখায় প্রকাশনার কালসহ
১.১ ক	**বাংলা কাব্যে আধুনিকতার সঞ্চার—প্রেক্ষাপট ও স্বরূপ** উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে কোম্পানির শাসনকাল চলেছে। শাসনব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন না হলেও, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার, সমাজসংস্কার, নব্য মানবকেন্দ্রিক জ্ঞানচর্চা, ধর্মান্দোলন প্রভৃতির তরঙ্গে বাংলাদেশ আন্দোলিত হয়েছে। তার প্রভাব পরেছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই পর্বে কিছুটা প্রাচীনের অনুবর্তন চলেছে ও আবার যুগসন্ধির লক্ষণও প্রকাশিত হয়েছে।	৩	দোলা দেবনাথ	সময় সারণি নির্মাণ। ৩। পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত প্রাবন্ধিক/কবি/ নাট্যকারদের রচনাংশ সংগ্রহ ও ক্লাসে পাঠ করা।
১.১ খ	**ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়** এঁরা দুজনেই যুগসন্ধিক্ষণের কবি। ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা কাব্যে কিছুক্ষেত্র নূতনত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন—গেয় পদের বদলে পাঠ্যকবিতার প্রবর্তন—বিষয়বস্তুতে সমাজচেতনা, দেশাত্মবোধ ও মানবিক বিষয়ের অবতারণা। তবে তাঁর প্রকাশরীতিতে প্রাচীন ধারাই বর্তমান ছিল। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধায় (১৮৫৮-৯০)কাহিনীকাব্য রচনা করেছেন। কাব্যগঠন, বর্ণনাভঙ্গি ও ভাষারীতিতে তিনি পূর্বযুগের চিহ্নবাহী। তাঁর কাব্যে স্বদেশপ্রেমের সুর শোনা যায়।	২	দোলা দেবনাথ	
১.১ গ	**মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন** মধুসূদন ইউরোপীয় কাব্যের প্রকরণকে আত্মস্থ করে বাংলাকাব্যকে নবজন্ম দান করলেন। মধুসূদন রচিত মেঘনাদবধকাব্য (১৮৬১) বাংলা সাহিত্যের একমাত্র মহাকাব্য। তিনি বাংলা কাব্যরীতিতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও সনেট প্রবর্তন করেন।	৩	দোলা দেবনাথ	

	হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র মধূসূদন প্রবর্তিত মহাকাব্যের ধারা অনুসরণ করলেও বিশেষ সাফল্য লাভ করেন নি। এঁদের রচনায় স্বদেশপ্রেম ও বিচ্ছিন্নভাবে লিরিকের প্রবণতা স্থান পেয়েছেন।			
১.১ ঘ	**বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী** বিহারীলাল চক্রবর্তী সারদামঙ্গল কাব্যে(১৮৭৯) রোমাণ্টিক আত্মনিষ্ঠ গীতিকবিতার (লিরিক) ধারাটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রথম দিকের মহিলা কবিদের অন্যতম। উনিশ শতকের শেষ দিক উনিশ শতকের প্রথম দুই দশক তিনি কাব্যরচনা করেছিলে। তাঁর কবিতায় সমকালীন নারীজীবনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অকৃত্তিম অনুভব শিথিল রচনাভঙ্গির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। নূতন নূতন ছন্দোরীতির প্রবর্তনা, অসাধারণ শিল্পরূপ, সুগভীর দার্শনিকতা, উনিশ শতকের মানবিক ভাবধারার সঙ্গে বিশ শতকের ভাবনাকে যুক্ত করা, এবং সমসাময়িক লেখকদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করা—সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র যুগ। ১৮৭৮ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চাকে ৮টি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা হবে।	৫	**দোলা দেবনাথ**	
১.২ ক	**আধুনিক বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ** **১৭৯৫** সালে হেরাসিম লেবেদফ ও গোলোকনাথ দাসের যৌথ প্রচেষ্টায় ইংরাজি নাটক দ্য ডিসগাইসের অনুবাদ **কাল্পনিক সঙবদল** বাংলা ভাষার **প্রথম নাটক। ১৮৫২** সালে প্রকাশিত **তারাচরণ শিকদার রচিত ভদ্রার্জুন** ও **জি সি গুপ্ত রচিত কীর্তিবিলাস** বাংলায় রচিত **প্রথম মৌলিক নাটক**। **রামনারায়ণ তর্করত্ন** সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ , ও সামাজিক নাটক রচনা করেন। প্রাক-মধুসূদন বাংলা নাটকে যাত্রারীতির বদলে সংস্কৃত ও ইংরাজি নাটকের প্রভাব দেখা যায়।	২	**অমিতাভ রায়**	
১.২ খ	**মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র** মধুসূদন বাংলা নাটকে আধুনিকতা নিয়ে আসেন। তাঁর প্রথম দুটি নাটকে (**শর্মিষ্ঠা/১৮৫৯ ও পদ্মাবতী/১৮৬০**) সংস্কৃত প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে দুটি প্রহসন ও কৃষ্ণকুমারী নাটকে তিনি পাশ্চাত্য নাট্য আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ট্রাজেডী এবং ব্যঙ্গাত্মক রচনা দুটি ক্ষেত্রেই সার্থকতা লাভ করেন। দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক নীলদর্পণ (১৮৬০) আর্থ-সামাজিক সমস্যা নিয়ে লেখা প্রথম বাংলা নাটক। এটি সমকালে আলোড়ন তুলেছিল। এছাড়া তিনি অনেকগুলি প্রহসন কমেডি রচনা করেন। কৌতুক রসে তিনি সার্থকতা লাভ করেছিলেন	৪	**অমিতাভ রায়**	

১.২ গ	**অমৃতলাল বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** অমৃতলালা বসু প্রহসন রচনায় সার্থকতা পেয়েছিলেন। তিনি নাটকে প্রগতিশীল ভাবধারার বিরোধীতা করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ একাধারে পরিচালক-অভিনেতা-নাট্যকার ছিলেন। তিনি রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে বিভিন্ন শাখায় নাটক রচনা করেন। তবে ঐতিহাসিক এবং ভক্তিরসের নাটকে তিনি সার্থকতা অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথ নানাধরনের নাটক রচনা করেছিলেন। তিনিই বাংলাসাহিত্যে প্রথম সংকেতনাট্য রচনাকরেন। রুচিপূর্ণ কৌতুকনাট্য রচনাতেও তিনি অনন্য।	৫	**অমিতাভ রায়**	
১.৩ ক	**নকশা ও কথাগদ্য থেকে উপন্যাস—বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ** বাংলাগদ্যের বিকাশ ঘটার পরেই উপন্যাসের আবির্ভাব। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ও ইংরাজি নাটকের অনুবাদ করে কথাসাহিত্যের উদবোধন করেন এবং উপন্যাসের উপযুক্ত ভাষাও অনেকটা গড়ে দিয়েছিলেন। উপন্যাসের উদ্ভবে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নকশা, হানা ক্যাথারিন ম্যুলেন্সের পারিবারিক চিত্র**(ফুলমণি ও করুণার বিবরণ/১৮৫২)** প্যারীচাঁদের মিত্রের সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচিত **অঙ্গুরীয় বিনিময় (১৮৫৭)** ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য রচিত **দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ** (১৮৫৬) ইত্যাদি গ্রন্থের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।	২	**শর্মিষ্ঠা সরকার**	
১.৩ খ	**ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ** বাংলা উপন্যাসের উদ্ভবের পথে প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **নববাবুবিলাস (১৮২৩)**। এটি একটা ব্যঙ্গাত্মক রচনা। প্যার্যীচাঁদ মিত্রের **আলালের ঘরের দুলাল-এ(১৮৫৮)** নকশাধর্মী রচনারীতির সঙ্গে মিশে রয়েছে উপন্যাসের লক্ষণ। এই গ্রন্থে প্যারীচাঁদ সাধুভাষার কাঠামোয় মৌখিক ভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ **হুতোম প্যাঁচার নকশায় (১৮৬১-১৮৬২)** পুরোপুরি কথ্য গদ্যে সমকালীন কলকাতার জীবনযাত্রা ত্রুটি ও অসঙ্গতির উপর ব্যঙ্গের কশাঘাত করেছেন।	৩	**শর্মিষ্ঠা সরকার**	
১.৩ গ	**বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,** বঙ্কিমচন্দ্রের **দুর্গেশনন্দিনী(১৮৬৫)** বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। তিনি সামাজিক ও ইতিহাসাশ্রিত দুধরনের উপন্যাসই রচনা করেন। তাঁর উপন্যাসের গঠনরীতিতে নাট্যধর্ম ও কাব্যরস দু'য়ের মিশ্রণ দেখা যায়। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পারিবারিক জীবন নিয়ে জনরঞ্জিনী(popular) উপন্যাস **স্বর্ণলতা**(১৮৭৪) রচনা করেন।	৩	**শর্মিষ্ঠা সরকার**	

১.৩ ঘ	**রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী** রমেশচন্দ্র দত্ত (**১৮৭৪-১৮৮৬**) সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে রচিত **মিবাররাজ** ও **বিদ্রোহ** বিশেষ উল্লেখযোগ্য।	২	**শর্মিষ্ঠা সরকার**	
১.৩ ঙ	**বাংলা ছোটোগল্পের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট ও রবীন্দ্রনাথ** বাংলা ছোটোগল্প রূপসিদ্ধি রবীন্দ্রনাথের রচনায়। তিনি ১৮৯১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত ছোটোগল্প রচনা করেন । তাঁর ছোটগল্প **গল্পগুচ্ছ**-এর তিনটি খণ্ডে ও **তিনসঙ্গী**তে সঙ্কলিত হয়েছে। তাঁর ছোটোগল্পে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক এবং মানবমনের জটিলতা প্রকাশিত হয়েছে।	৪	**শর্মিষ্ঠা সরকার**	
১.৪ ক	**বাংলা সাময়িক পত্রের উদ্ভব ও বিকাশ** খ্রিস্টান মিশন, মুদ্রা যন্ত্র ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মত পথম যুগের বাঙলা সংবাদ পত্রও একেবারে প্রথম যুগের বাংলা গদ্যের নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেল। ১৮১৮ সালে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায়, শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত **দিগদর্শন বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র।** এর উদ্দিষ্ট পাঠক ছিল ছাত্ররা। বাঙালির দ্বারা প্রকাশিত প্রথম বাংলা পত্রিকা গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্পাদিত **'বাঙ্গাল গেজেটি'।** সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ রামমোহন রায় সম্পাদিত **সমাচার দর্পণ** ও **সংবাদকৌমুদী** ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।	৩	**শর্মিষ্ঠা সরকার**	
১.৪ খ	**সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাসিক পত্রিকা, সোমপ্রকাশ, বঙ্গদর্শন, ভারতী** ১৮৩১ সালে প্রথমে দৈনিক ও ১৮৩৯ সাল থেকে ভারতীয় ভাষার প্রথম দৈনিকপত্র হিসাবে **ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদপ্রভাকর** প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা করা হত। ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত **তত্ত্ববোধিনী** পত্রিকাতে মানববিদ্যার নানাশাখার আলোচনা করা হত। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত **মাসিক পত্রিকার** উদ্দিষ্ট পাঠক ছিল মূলত মহিলারা। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত **বঙ্গদর্শন** ও দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত **ভারতী** সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপত্রগুলির অন্যতম।	৪	**শর্মিষ্ঠা সরকার**	

১.৫ ক	**বাংলা সাহিত্যে গদ্য রীতি গৃহীত হওয়ার পটভূমি** মধ্যযুগে পয়ারছন্দ গদ্যের অভাব পূর্ণ করেছিল। বৈষ্ণব কড়চা নিবন্ধেও সামান্য গদ্যের নিদর্শন মেলে। ষোড়শ শতকে কোচবিহারের মহারাজার লেখা একটি পত্রে বাংলা গদ্যের নিদর্শন মেলে। তবে পরবর্তী বাংলা গদ্যের ে◌র বিশেশ প্রভাব নেই।	২	মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	
১.৫ খ	**বাংলা গদ্যের চর্চা ও বিকাশে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা** পোর্তুগিজ মিশনের আনুকূল্যে অষ্টাদশ শতকে একাধিক বাংলা গদ্য রচনা করেন। ইংরেজ মিশনও শ্রীরামপুরে প্রেস স্থাপন করে প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ প্রকাশ ও বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করে। কোম্পানীর কর্মচারীদের দেশী ভাষা শেখানোর জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০) স্থাপিত হয়। উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠানে ১৫টি বাংলা বই প্রকাশিত হয়। কলেজের লেখকবৃন্দের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ছিলেন শ্রেষ্ঠ।	২	মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	
১.৫ গ	**বাংলা গদ্যের বিকাশে বিভিন্ন সাময়িক পত্রের অবদান** ১৮১৮ সাল থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সমাজসংস্কারবিষয়ক বিতর্কমূলক প্রবন্ধ এবং কবিতা গল্প ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্যের প্রকাশভঙ্গী ক্রমে পুষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। দ্র. **১.৪ খ**	২	মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	
১.৫ ঘ	**বাংলা গদ্যের বিকাশে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ ও মীর মশাররফ হোসেনের অবদান** **রামমোহন রায়** বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থ, উপনিষদের অনুবাদ, ও সহমরণ পুস্তিকা রচনা করে **অপরিণত বাংলা গদ্যে ভাবপ্রকাশের সম্ভবনা** আবিষ্কার করেন। **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর** তাঁর রচিত অনুবাদমূলক আখ্যানগুলিতে বাংলা ভাষার **বিশিষ্ট পদবিন্যাস** ও গদ্যের মধ্যে **ছন্দোপ্রবাহ** যোজনা করেন। পরবর্তী সাহিত্যিকগণ তাঁর ভাষাই অনুসরণ করেন।**প্যারীচাঁদ মিত্র** ভাষাকে **সর্বসাধারণের বোধগম্য** করে তোলার চেষ্টা করেন। **কালীপ্রসন্ন সিংহ** একই সঙ্গে **বিদ্যাসাগরী সাধুভাষায় জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ** ও চলিত ভাষায় **বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গপ্রধান নকশা** রচনা করেন রচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধসাহিত্যে একইসঙ্গে বৈচিত্র্য ও সাহিত্যরস যোজনা করেন। তিনিই বাংলাগদ্যে **গীতিরসসিক্ত ব্যক্তিগত প্রবন্ধের** ধারা আরম্ভ করেন। **মীর মোশাররফ হোসেন বঙ্কিমের ভাষারীতি অনুসরণ** করে ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স রচনা করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রবন্ধের ভাষায় চলিতভাষায় তৎসম শব্দ এবং	১০	মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	

	কথ্যশব্দের মিশ্রণে অপূর্ব গতিময় কৌতুকমিশ্রিত ভাবগম্ভীর ভাষাশৈলী সৃষ্টি করেছিলেন।			

গ্রন্থতালিকা

১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩-৪ খন্ড)—সুকুমার সেন

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৬-৮)—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (৩-৮)—ভূদেব চৌধুরি

৪। বাংলা সাহিত্যে গদ্য—সুকুমার সেন

৫।বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড)—সন্দীপ দত্ত

ফলশ্রুতি

১। উনিশ শতকের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ হল।

২। উনিশ শতকে বাঙালির সংস্কৃতি ও রাজনীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ।

৩। কবিতা ও কথাসাহিত্যের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ।

৪। প্রসঙ্গত বিভিন্নধরণের সাহিত্যরূপ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভ।

পাঠপরিকল্পনা ।।

।। শ্রেণী—দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক (under CBCS) ।।

।। সময়—জানুয়ারি থেকে জুন

বিষয়ক্রম

বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিশদ উল্লেখ।

পাঠের সংখ্যা

শিক্ষক

ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ

BNGA-A-CC-2-4-TH-TU

- মডিউল -১

বিষয়-কবিতা

অধ্যাপিকা দোলা দেবনাথ

বাংলা কবিতার জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে আধুনিক সময় পর্যন্ত কবিতার ধারা সম্পর্কে ছাত্র- ছাত্রীদের অবহিত করার প্রয়াস। তাই, লুই পা, বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, রামপ্রসাদ সেন, লালন ফকির, মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শামসুর রহমান, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং জয় গোস্বামীর কবিতা গৃহীত হয়েছে এখানে। স্বাভাবিকভাবেই মহাকাব্য বা মঙ্গলকাব্য স্থান পায় নি এই অংশে। তবে, কবিগানের নিদর্শন থাকলে মনে হয় ভালো হতো। শাক্ত পদাবলীর ক্ষেত্রেও রামপ্রসাদের সঙ্গে কমলাকান্তের পদ থাকলে ভালো হতো।

উদ্দেশ্য- বাংলা কবিতার ধারা কোন পথে প্রবাহিত হয়েছে সে সম্পর্কে ছাত্র- ছাত্রীদের সুস্পষ্ট ধারণা যেন হয়। কবিতার রসাস্বাদনে যেন তারা আগ্রহী হয়।

- মডিউল -২

বিষয়- কথাসাহিত্য

২.ক

অধ্যাপক অমিতাভ রায়

কপালকুণ্ডলা - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্ন যে লেখকের সঙ্গে জড়িত সেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "কপালকুণ্ডলা" শুধু যে সেই সময়ে জনপ্রিয় ছিল তা নয়- একালের পাঠকেরও হৃদয় স্পর্শ করতে সক্ষম লেখকের এই অসাধারণ সৃষ্টি।

উদ্দেশ্য- "দুর্গেশনন্দিনী"-র পরে প্রকাশিত হয় " কপালকুণ্ডলা"। বাংলা রোম্যান্সধর্মী উপন্যাসের ধারায় "কপালকুণ্ডলা" মাইলস্টোন হয়ে রয়েছে। স্বভাবতই এই উপন্যাস সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

২.খ

অধ্যাপক অমিতাভ রায়

বলা হয়, বাংলা গল্পের ভগীরথ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর পরবর্তী গল্পকারদের মধ্যে শরৎচন্দ্র, পরশুরাম, সতীনাথ ভাদুড়ী এবং সমরেশ বসুর গল্প এই অংশে গৃহীত হয়েছে। তবে, এই অংশে আরও কিছু গল্পকারের গল্প থাকলে ভালো হতো। এঁদের বেছে নেওয়ার কারণ কিছুটা অস্পষ্ট।

উদ্দেশ্য- বাংলা গল্পের ধারা সম্পর্কে ছাত্র- ছাত্রীদের অবহিত করা এবং বিভিন্ন ধরণের গল্পের নিদর্শন তুলে ধরা।

- মডিউল -৩

বিষয়- নাটক ও গদ্যপ্রবন্ধ

৩. ক

অধ্যাপক অমিতাভ রায়

দীনবন্ধু মিত্রের কালজয়ী নাটক "নীলদর্পণ" রয়েছে এই অংশে।

উদ্দেশ্য- বাংলা নাটকের ধারায় দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" এবং বিজন ভট্টাচার্যের "নবান্ন" নাটক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। "নীলদর্পণ" নাটকের অভিনয়ের মধ্যে দিয়েই বাংলা জাতীয় নাট্যশালার সূচনা। এই নাটক বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছিল। "নীলদর্পণ" নাটক সম্পর্কে জানা একাধিক কারণে খুবই প্রয়োজনীয় সংশয় নেই।

৩. খ

অধ্যাপিকা মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা

এই অংশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সোফিয়া খাতুনের প্রবন্ধ পড়তে হবে ছাত্র-ছাত্রীদের। এই চারটি প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র যে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে আগ্রহবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

উদ্দেশ্য- প্রবন্ধের পাঠক কম। কিন্তু, বাংলা প্রবন্ধের ধারা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। ছাত্র- ছাত্রীদের ঔৎসুক্য বজায় রেখে বাংলা প্রবন্ধ সম্পর্কে তাদের অবহিত করা খুবই প্রয়োজনীয়।

।। পাঠপরিকল্পনা ।।

। শ্রেণী—তৃতীয় ষাণ্মাসিক (under CBCS) ।

।। সময়—জুলাই থেকে ডিসেম্বর

বিষয়ক্রম

বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিশদ উল্লেখ।

পাঠের সংখ্যা

অধ্যাপক

ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ

BNGA-A-CC-3-5-TH-TU

মডিউল -১ (ক্লাস সংখ্যা -২৩)

বিষয়-কাব্যকবিতা ও নাটক

১. ক (ক্লাস সংখ্যা -১৫)

অধ্যাপিকা দোলা দেবনাথ

বিশ শতকের বাংলা কবিতা সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত করার জন্য এই শতকের উল্লেখযোগ্য কবিদের কাব্যচর্চা এই অংশে তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে কবিতা সিংহের কবিতা সম্পর্কে এই অংশে ছাত্র- ছাত্রীদের অবহিত করার প্রয়াস। তাই, এই দুজন কবি ব্যতীত এই অংশে আলোচিত হয়েছেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আলোচিত হয়েছেন এখানে।

উদ্দেশ্য- বিশ শতকে বাংলা কবিতার ধারা কোন পথে প্রবাহিত হয়েছে সে সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্পষ্ট ধারণা যেন হয়। কবিতার রসাস্বাদনে যেন তারা আগ্রহী হয়।

১. খ (ক্লাস সংখ্যা -৮)

অধ্যাপক অমিতাভ রায়

বিষয়- নাটক

বিশ শতকে বাংলা নাটকের ধারা সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্পষ্ট ধারণা যাতে হয় সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, মন্মথ রায়, উৎপল দত্ত এবং বাদল সরকারের নাটক আলোচিত হয়েছে এই অংশে। তবে,শম্ভু মিত্র সম্পর্কে এই অংশে ছাত্র-ছাত্রীদের জানানো প্রয়োজন ছিল বলেই মনে হয়। নাহলে নব নাট্য আন্দোলন উপেক্ষিত থেকে যাবে। সেই সঙ্গে, মহিলা নাট্যকারদের সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনার অবকাশ থাকলে ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হতো।

উদ্দেশ্য- বিশ শতকের বাংলা নাটকের ধারা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এই দশকের গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকারদের সম্পর্কে যেমন জানা যাবে, তেমনি নাটকের বিভিন্ন রূপ এবং বিভিন্ন নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাবে এই দশকের নাট্যচর্চা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে।

মডিউল ২ (ক্লাস সংখ্যা -২৩)

বিষয়- কথাসাহিত্য

অধ্যাপিকা শর্মিষ্ঠা সরকার

বাংলা ছোটগল্পের সূচনালগ্ন যে লেখকের সঙ্গে জড়িত সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে বাংলাদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এই অংশে আলোচিত হয়েছেন। বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য অনেক গল্পকারের লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই এই দশকের গল্পধারায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, পরশুরাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ত্রয়ী

বন্দ্যোপাধ্যায়- মানিক, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর- সতীনাথ ভাদুড়ী, সুবোধ ঘোষ, সোমেন চন্দ, সমরেশ বসু এবং আশাপূর্ণা দেবীর গল্প সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এই অংশে।

উদ্দেশ্য- বিশ শতকের বাংলা গল্পের ধারা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এই অংশে বিভিন্ন গল্পকারদের সম্পর্কে অবহিত হবে ছাত্র-ছাত্রীরা এবং বাংলা গল্পের ধারা ও স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাবে।

মডিউল-৩ (ক্লাস সংখ্যা -২৩)

বিষয় - গদ্যপ্রবন্ধ ও সাময়িকপত্র

৩. ক (ক্লাস সংখ্যা -১৩)

অধ্যাপিকা মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা

বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধের ধারায় উল্লেখযোগ্য নামগুলি হল- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু, গোপাল হালদার এবং সৈয়দ মুজতবা আলী। এই প্রাবন্ধিকেরাই চর্চিত হয়েছেন আলোচ্য অংশে।

উদ্দেশ্য- প্রবন্ধ কখনোই খুব বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছাতে পারে না। অনেকেই প্রবন্ধ সম্পর্কে অনাগ্রহী। কিন্তু, বাংলা সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে প্রবন্ধ সম্পর্কে আগ্রহী হয়- প্রবন্ধপাঠে মনোনিবেশ করে সেটা দেখা খুবই দরকার। বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধের ধারা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। সে সম্পর্কে ছাত্র- ছাত্রীদের অবহিত করাই এই অংশের উদ্দেশ্য।

৩. খ (ক্লাস সংখ্যা -১০)

অধ্যাপিকা মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা

সেই ঈশ্বর গুপ্তের সময় থেকেই বাংলা সাময়িকপত্রের অবদান অপরিসীম। বাংলার সমাজজীবনে যেমন সাময়িকপত্রের গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি বাংলা সাহিত্য তথা সংস্কৃতির বিকাশেও সাময়িকপত্রের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বিশ শতকে অনেক বাংলা সাময়িকপত্রই

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই অংশে রয়েছে ভারতী, সবুজপত্র, নারায়ণ, কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, শনিবারের চিঠি, পরিচয়, কবিতা এবং কৃত্তিবাস সাময়িকপত্র।

উদ্দেশ্য- বাংলা সাহিত্যের বিকাশে সাময়িকপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হবে ছাত্র-ছাত্রীরা। জানতে পারবে বিভিন্ন সাহিত্য আন্দোলনে সাময়িকপত্র কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই সময়কার সাময়িকপত্র পাঠেও আগ্রহী হবে তারা।

ফলশ্রুতিঃ

বিশ শতকে বাংলা কবিতার ধারা কোন পথে প্রবাহিত হয়েছে সে সম্পর্কে ছাত্র- ছাত্রীদের সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হলো। কবিতার রসাস্বাদনে যেন তারা আগ্রহী হতে পারলো।

নাটকের বিভিন্ন রূপ এবং বিভিন্ন নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া গেলো এই দশকের নাট্যচর্চা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হলো।

বিশ শতকের বাংলা গল্পের ধারা সম্পর্কে এবং গল্পকারদের সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীরা অবহিত হলো এবং বাংলা গল্পের ধারা ও স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পেলো।

বাংলা সাহিত্যের বিকাশে সাময়িকপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হলো ছাত্র-ছাত্রীরা। জানতে পারলো বিভিন্ন সাহিত্য আন্দোলনে সাময়িকপত্র কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই সময়কার সাময়িকপত্র পাঠেও আগ্রহী হলো তারা।

গ্রন্থপঞ্জি

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (৩-৪ খণ্ড)- ভূদেব চৌধুরী

২। রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা – উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

৩। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

।। পাঠপরিকল্পনা ।।

।। শ্রেণী—তৃতীয় ষাণ্মাসিক (under CBCS) ।।

।। সময়—জুলাই থেকে ডিসেম্বর।

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত অংশের বিশদ আলোচনা	পাঠ সংখ্যা	শিক্ষকের নাম	শিক্ষার্থীদের প্রতি নির্দেশ
	বিষয়—ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞান (BNG-A-CC-3-6-TH-TU) উদ্দেশ্য—প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা হিসেবে বাংলাভাষার উদ্ভব ও বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ের সাহিত্যিক নিদর্শনের সহায়তায় পর্যায়গুলির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়া।			১। গ্রন্থতালিকায় নির্দেশিত গ্রন্থগুলি থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ পাঠ করতে হবে। ২। পৃথিবীর মানচিত্রে ইন্দো ইয়ুরোপীয়
২.১ ক	**ভাষা** ভাষা মানবমস্তিষ্কে গ্রথিত প্রকৃতিদত্ত এমন একটি ব্যবস্থা বা system যা মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে প্রতিমুহূর্তে ব্যবহৃত হয়। ভাষা মানুষের পরিচিতির অঙ্গ, সংস্কৃতির ভিত্তি। এই অংশে ভাষার বিজ্ঞান সম্মত সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হবে।	২	সবকটি মডিউলই	ভাষাবংশের অন্তর্গত ভাষার প্রাধান্য রয়েছে এমন দেশগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে।
২.১ খ	**ভাষাপরিবার** ভাষাবিজ্ঞানে পৃথিবীর সমস্ত ভাষাকে শব্দার্থ ও উচ্চারণগত সাদৃশ্য এবং ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কতগুলো দলে ভাগ করা হয়েছে। সেইসব ভাষাগোষ্ঠী এবং বাংলাভাষা উদ্ভবের সূত্রে ইন্দোইয়ুরোপীয় ভাষাবংশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হবে।	৩	পড়াবেন মৌসুমী	
২.১ গ	**বাংলা ভাষার উদ্ভবের গতিরেখা** ইন্দো-ইরাণীয় শাখা থেকে আদি ও মধ্য ভারতীয় পর্যায় অতিক্রম কর ও নব্য ভারতীয় পর্যায়ে এসে দশম শতক থেকে বাংলা এবং অন্যান্য আধুনিক উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় ভাষাগুলি জন্মলাভ করে।	৪	বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	
২.২ ক	**প্রাচীন বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ** চর্যাপদ বাংলাভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ। এই গ্রন্থের অন্তর্গত পদের ভাষা অনুযায়ী প্রাচীন বাংলার (দশম-দ্বাদশ শতক) শব্দতত্ত্ব রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা।	২		

২.২ খ	**আদি-মধ্য বাংলার ভাষা তাত্ত্বিক লক্ষণ** বড়ু চণ্ডিদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থটির খোঁজ পাওয়ার পর আদি ও মধ্যযুগের মধ্যবর্তী বাংলা ভাষার (ত্রয়োদশ-চতুর্দশ) সম্পর্কে জানা গেছে। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত বাংলাভাষাকে আদি-মধ্য যুগের বাংলা বলা হয়।	২		
২.৩ ক	**অন্ত-মধ্য বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ** পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা ভাষার অন্ত-মধ্য পর্যায়। এই সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ, জীবনীকাব্য ও পদাবলী ইত্যাদি রচিত হয়েছে। এই কাব্যগুলির মধ্যে ভারতচন্দ্র রায় রচিত অন্নদামঙ্গল ভাষা কাব্যশৈলী বিষয়ে বহুপ্রশংসিত। এই কাব্য অবলম্বনে সমকালীন বাংলা ভাষার বিশেষত্বগুলি আলোচিত হবে।	২		
২.৩ খ	**আধুনিক বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ** উনিশ শতকের পূর্বে কেবলমাত্র কাব্যেই সাহিত্যে চর্চা হত। উনিশ শতক থেকে বাংলা সাহিত্যে গদ্যের আবির্ভাব হল। গদ্যে সাহিত্যচর্চারও দুটি শাখা আছে মৌখিক ভাষা নির্ভর চলিত গদ্য ও সাধুগদ্য। স্বামী বিবেকানন্দের লিখনশৈলীতে তৎসমশব্দবহুল ভাষা ও মৌখিক ভাষার অপূর্ব ভারসাম্য লক্ষ করা যায়। স্বামি বিবেকানন্দ রচিত পরিব্রাজক অবলম্বনে আধুনিক বাংলা গদ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা হবে	২		

গ্রন্থতালিকা—

১। ভাষার ইতিবৃত্ত—সুকুমার সেন

২। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাঙলা ভাষা—রামেশ্বর শ

৩। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ—নির্মল দাশ

৪। ভাষাবিদ্যা পরিচয়—পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

৫। বাংলাভাষার ভূমিকা—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৬। পৃথিবীর মানচিত্র

ফলশ্রুতি

১। ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে ইতিহাসের যোগ সম্পর্কে ধারণালাভ

২। বাংলা ভাষার বিবর্তন ও বিস্তার সম্পর্কে ধারণা।

পাঠ পরিকল্পনা

শ্রেণী তৃতীয় সেমেষ্টার (under CBCS) সাম্মানিক বাংলা, CC- 7

সময় – জুলাই থেকে ডিসেম্বর

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিশদ উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ
১।	বিষয় – কথা সাহিত্য উদ্দেশ্য – বিভিন্ন উপন্যাস ও ছোটোগল্প পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আধুনিক সময়ের জটিলতা ও বিভিন্ন দিককে চেনানোর চেষ্টা			
১- ১ ক ১ – ২ খ	উপন্যাস – যোগাযোগ – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এই উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক মানসিকতার স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের জটিলতা ও টানাপড়েন দেখান হয়েছে। অথবা উপন্যাস – দেনাপাওনা – শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত এই উপন্যাসে আপন বিবাহিত পরিত্যক্ত স্ত্রী, অধুনা ভৈরবী ষোড়শীর সংস্পর্শে লম্পট অত্যাচারী জীবানন্দের আমূল পরিবর্তন দেখানো হয়েছে ।	২৩	ডঃ অমিতাভ রায়	
২- ১ ক ২- ২ খ	উপন্যাস – পদ্মানদীর মাঝি – মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এই উপন্যাসে পদ্মা নদীর তীরবর্তী মাঝিদের জীবন ও তার নানা দিক দেখানো হয়েছে। অথবা উপন্যাস – অরণ্যের অধিকার – মহাশ্বেতা দেবীর লেখা এই উপন্যাসে বীরসা মুন্ডার নেতৃত্বে মুন্ডা বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে।	২৩	ডঃ দোলা দেবনাথ	

৩- ১ ক	ছোটোগল্প - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটোগল্প নিশীথে- এটি অতিপ্রাকৃত রসের মনস্তত্তাত্বিক ছোটোগল্প। একরাত্রি – এটি একটি রোম্যান্টিক প্রেমের গল্প সুভা – প্রকৃতির সঙ্গে মূক মানবের গভীর যোগ দেখানো হয়েছে এই গল্পে। অতিথি – বাঁধন ছাড়া মানব মনের রহস্য এই গল্পের বিষয়। ল্যাবরেটরী – আধুনিক জীবনের প্রেমের জটিলতা এখানে আবর্তিত হয়েছে একটি ল্যাবরেটরী কে কেন্দ্র করে।	২ ২ ২ ২ ৩	ডঃ শর্মিষ্ঠা সরকার	
৩ – ২ খ	ছোটোগল্প – একালের ছোটোগল্প সঞ্চয়ন পয়মুখম – জগদীশ গুপ্তের লেখা এই গল্পে আধুনিক জীবনের জটিলতা দেখানো হয়েছে । মহানগর – প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা এই গল্পে আধুনিক জীবনের জটিলতা দেখানো হয়েছে । ফসিল – সুবোধ ঘোষের লেখা এই গল্পে আধুনিক জীবনের জটিলতা দেখানো হয়েছে । এখন প্রেম – তপোবিজয় ঘোষের লেখা এই গল্পে আধুনিক জীবনের প্রেমের জটিলতা দেখানো হয়েছে প্লাবনকাল – সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখা এই গল্পে আধুনিক জীবনের জটিলতা দেখানো হয়েছে ।	৩ ২ ৩ ২ ২	ডঃ শর্মিষ্ঠা সরকার	

ফলশ্রুতি – ছাত্রছাত্রীদের এই সাহিত্য কর্মগুলি পাঠের মাধ্যমে আধুনিক সময়ের জটিল জীবন জিজ্ঞাসা , নীতি ও নীতিহীনতার দ্বন্দ্ব, প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান, ইত্যাদি বিষয়ে কিছুটা ধারণা হল।

পাঠ পরিকল্পনা

শ্রেণি : তৃতীয় ষাণ্মাসিক (CBCS)

সময় : JULY-DECEMBER

পত্র : BNGA-SEC-A-3 & BNGG-SEC-A-3

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিশদ উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক
১. ১	বঙ্গদেশে মুদ্রণ শিল্পের সূচনা ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হবে। বাংলার প্রকাশনা জগৎ, তার ব্যাপ্তি ও তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হবে	১	অভিজিৎ পাল
১. ২	পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত বাংলা বইয়ের প্রাথমিক স্বরূপ পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপি নির্মাণের সঠিক কিছু পদ্ধতি রয়েছে যেগুলি সাধারণভাবে লেখকরা মেনে পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। মধ্যযুগের সময় পর্বে পাণ্ডুলিপির যে ধারণা ছিল তা আধুনিক সময় এসে অনেকখানি বদলেছে। উভয় প্রকার পাণ্ডুলিপি কীভাবে তৈরি হয় তা এখানে আলোচিত হবে।	১	অভিজিৎ পাল
১. ৩	বাংলা যুক্তাক্ষরের ধারণা বাংলা যুক্তাক্ষরের প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হবে। রাজা রামমোহন রায় তাঁর গৌড়ীয় ব্যাকরণে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর বর্ণপরিচয়ে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সহজ পাঠে বাংলা বানান ও যুক্তাক্ষরের সংস্কার করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি বাংলা বানানবিধি প্রণয়ন করে। বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমির বানানবিধিই মান্য ও প্রচলিত। তৎসম, তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশি, বিদেশি বানানের মান্য রূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।	১	অভিজিৎ পাল
১. ৪	সংগ্রহ-সম্পাদনা ও সংকলনের ধারণা বই নির্মাণের ক্ষেত্রে সংগ্রহ, সম্পাদনা ও সংকলনের গুরুত্ব ও তার প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হবে। সংগ্রহ, সম্পাদনা ও সংকলনের মধ্যে প্রাথমিক পার্থক্যগুলি চিহ্নিত করা হবে। কোন কোন দিক থেকে সামান্যতম ত্রুটি তৈরি হলে সম্পাদনা বা সংকলন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা আলোচিত হবে।	১	অভিজিৎ পাল

১. ৫	কভার ও টাইটেল পেজ বইয়ের কভার পেজ বা প্রচ্ছদ বইয়ের গুণগত মান, চাহিদা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। বাংলা বইয়ে প্রচ্ছদ শিল্পীরা বইয়ের বিষয়বস্তু অনুসারে প্রচ্ছদ নির্মাণ করেন। বইয়ের নামাঙ্কনেও থাকে চমৎকারিত্ব। টাইটেল পেজে মূলত গ্রন্থনাম লেখকের নাম ও প্রকাশনার নাম উল্লেখ করা হয়। আগেকার দিনে লেখকের নামের সঙ্গে তাঁর পদও টাইটেল পেজে দেখা যেত।	১	অভিজিৎ পাল
১. ৬	গ্রন্থ ও পত্রিকার পঞ্জিকরণ গ্রন্থ ও পত্রিকার আইনি পঞ্জীকরণ করানো হয়। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশনা জগৎকে এই সুযোগ করে দিয়েছে। গ্রন্থ আইএসবিএন দিয়ে ও পত্রিকা আইএসএসএন দিয়ে পঞ্জীকরণ করা হয়। এর ফলে তথ্য চুরির সম্ভাবনা কমে এবং লেখকের কপিরাইট বজায় থাকে।	১	অভিজিৎ পাল
২. ১	প্রকাশনায় ব্যবহৃত সফটওয়্যার আধুনিক গ্রন্থশিল্পের অন্যতম সহায়ক সফটওয়্যার। অল্প সময়ের মধ্যে একটি নির্ভুল বই তৈরির কাজে সহায়তা করে সফটওয়্যার। প্রতিটি সফটওয়্যারের কয়েকটি সুবিধা ও অসুবিধা আছে। কিন্তু সুবিধার সংখ্যাই বেশি।	১	অভিজিৎ পাল
২. ২	এম. এস. ওয়ার্ড এই সফটওয়্যারটি সহজলভ্য ও অপেক্ষাকৃত সুলভ। ব্যক্তিগত স্তরে পাণ্ডুলিপি নির্মাণ ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ খুব দ্রুত সম্পন্ন করা যায়। এই অংশে আলোচিত হবে বিভিন্ন টুলের ব্যবহার। আলোচিত হবে এই সফটওয়্যারের সুবিধা ও অসুবিধা।	৩	অভিজিৎ পাল
২. ৩	পেজ মেকার এই সফটওয়্যারটি বাংলা প্রকাশনা জগতে সহজলভ্য ও অপেক্ষাকৃত সুলভ। সবচেয়ে বেশি সময় ধরে এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করা হচ্ছে বাংলার প্রকাশনা জগতে। বাণিজ্যিক স্তরে প্রুফ নির্মাণ ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ খুব দ্রুত সম্পন্ন করা যায়। এই অংশে আলোচিত হবে এই সফটওয়্যারের বিভিন্ন টুলের ব্যবহার। আলোচিত হবে এই সফটওয়্যারের সুবিধা ও অসুবিধা।	২	অভিজিৎ পাল
২. ৪	কোরেল ড্র	২	অভিজিৎ পাল

	এই সফটওয়্যারটি বাংলা প্রকাশনা জগতে এখন সহজলভ্য ও অপেক্ষাকৃত কম সুলভ। অল্প কিছু সময় ধরে এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করা হচ্ছে বাংলার প্রকাশনা জগতে। এই সফটওয়্যারেও বাণিজ্যিক স্তরে প্রুফ নির্মাণ ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ খুব দ্রুত সম্পন্ন করা যায়। এই অংশে আলোচিত হবে এই সফটওয়্যারের বিভিন্ন টুলের ব্যবহার। আলোচিত হবে এই সফটওয়্যারের সুবিধা ও অসুবিধা।		
২. ৫	ইনডিজাইন এই সফটওয়্যারটি বাংলা প্রকাশনা জগতে এখন সুলভ ও বহুল ব্যবহৃত। অল্প কিছু সময় ধরে এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করা হচ্ছে বাংলার প্রকাশনা জগতে। কিন্তু যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এই সফটওয়্যারেও বাণিজ্যিক স্তরে প্রুফ নির্মাণ ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ খুব দ্রুত সম্পন্ন করা যায়। এই অংশে আলোচিত হবে এই সফটওয়্যারের বিভিন্ন টুলের ব্যবহার। আলোচিত হবে এই সফটওয়্যারের সুবিধা ও অসুবিধা।	৩	অভিজিৎ পাল
৩. ১	প্রুফ সংশোধন বইয়ের পাণ্ডুলিপি থেকে গ্রন্থরূপ পাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে প্রুফ সংশোধন করা হয়। প্রুফ সংশোধন যারা করেন তাদেরকে বলা হয় প্রুফ রিডার। সাধারণত তিন থেকে চারটি পর্যায়ে প্রুফ রিডিং করা হয়। প্রুফ রিডিংয়ের সময় প্রুফ রিডারকে অনেকগুলি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এছাড়াও প্রুফ রিডিং সংক্রান্ত সম্যক ধারণা দেওয়া হবে।	১	অভিজিৎ পাল
৩. ২	চিহ্নের ব্যবহার প্রকাশনা জগতে প্রুফ রিডিং করার সময় নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট চিহ্নের ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। এই অংশটি প্রুফ রিডিং এর একটি আবশ্যিক শর্ত। তাই প্রতিটি চিহ্নের ব্যবহার পৃথকভাবে শিখতে হয়।	৪	অভিজিৎ পাল
৩. ৩	ছাপার প্রযুক্তি ছাপার প্রযুক্তি সময়ের সময়ে বদলেছে। প্রথমে ধাতু বা কাঠে তৈরি ব্লকে ছাপার প্রযুক্তি সীমাবদ্ধ ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লাইনো প্রিন্টিং এসে ছাপার প্রযুক্তিকে অগ্রগতি দিয়েছে । তারপরে কম্পিউটারের হরফ এসে পড়লে ছাপার প্রযুক্তি	২	অভিজিৎ পাল

	আরও সহজ হয়েছে। শুধু অক্ষর ছাপাই নয়, ছবি ছাপার ক্ষেত্রেও এই বিবর্তন সমানভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে। ছাপার প্রযুক্তির প্রত্যেকটি পর্যায়েতে কিছু সুবিধে ও অসুবিধা রয়েছে, সেই বিষয়েও আলোচনা করা হবে।		
৩. ৪	স্টিচিং ও বাইন্ডিং বই ছাপার পর নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বই স্টিচিং ও বাইন্ডিং করা হয়। হাতে সেলাই, ফোড় সেলাই, পিন সেলাই, পেস্টিং সহ বিভিন্ন স্টিচিং পদ্ধতি বাংলা প্রকাশনা শিল্পে প্রচলিত রয়েছে। এই প্রত্যেকটি পদ্ধতির কিছু সুযোগ-সুবিতে ও অসুবিধে রয়েছে। বাংলা বই মূলত হার্ড বাইন্ডিং ও সফ্ট বাইন্ডিং এই দুই প্রকারের হয়ে থাকে। হার্ড বাইন্ডিং করা বই বেশি দিন ধরে সংরক্ষণ করা সহজ হয়।	২	অভিজিৎ পাল
৩. ৫	মার্কেটিং একটি বই প্রস্তুত হলে তার মার্কেটিং করা হয়। বই প্রকাশকদের কাছে একটি পণ্য। অফলাইন এবং অনলাইন উভয় ধরনের মার্কেটিং-এর বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করা হবে।	২	অভিজিৎ পাল

উদ্দেশ্য : বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংক্রান্ত সাধারণ ধারণা অর্জন করবে শিক্ষার্থীরা।

ফলশ্রুতি : বাংলা বই তৈরির প্রতিটি পর্যায় সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের ধারণা তৈরি হলো। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রযুক্তি কীভাবে ছাপাখানার কাজে সাহায্য করেছে তার সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারল। বাংলা বইয়ের প্রচার ও প্রসার এবং বইয়ের বাণিজ্যিকীকরণের ক্ষেত্রে প্রকাশনা জগতের কাজ সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরি হলো।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. যখন ছাপাখানা এলো — শ্রীপান্থ।
২. মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই — স্বপন চক্রবর্তী।
৩. দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন — চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪. গবেষণাপত্র : অনুসন্ধান ও রচনা — জগমোহন মুখোপাধ্যায়।
৫. Mastering Microsoft office — Bapi Ashraf
৬. Dynamic memory computer course — Devendra Singh Minhas

পাঠ পরিকল্পনা

শ্রেণী চতুর্থ সেমেষ্টার (under CBCS) সাম্মানিক বাংলা, CC- 8

সময় – জানুয়ারী থেকে জুন

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিশদ উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ
১ ।	বিষয় – প্রাগাধুনিক সাহিত্য উদ্দেশ্য – পূর্ববর্তী সেমেস্টারে মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস পাঠের পর এখানে মধ্যযুগের সাহিত্যের কিছু কিছু নির্বাচিত অংশের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো এবং বাঙালীর সমাজ ও ধর্ম সংস্কৃতির বিবর্তনের গতিরেখাটিকে অনুধাবন করানো ।			
১ – ১	বৈষ্ণব পদাবলী – রাধা কৃষ্ণের প্রেম লীলা বিষয়ক চোদ্দটি পদ এখানে পাঠ্য । এগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে আলচনা করা হবে। প্রথম ক্লাসে থাকবে ভূমিকা।	১		
১ -১ ক	গৌরচন্দ্রিকা , গৌরাঙ্গ বিষয়ক ও বাল্যলীলার পদ । এখানে পাঠ্য তিনটি পদে কৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং চৈতন্যের ভাবজীবন লীলা বর্ণিত হয়েছে।	৫		
১ -১ খ	পূর্বরাগ ও অনুরাগ পর্যায়ের পদ । এখানে পাঠ্য চারটি পদে রাধা কৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণিত হয়েছে।	৬		
১ -১ গ	অভিসার পর্যায়ের পদ । এখানে দুটি পদে কৃষ্ণের প্রতি রাধার অভিসার যাত্রার বর্ণনা রয়েছে ।	৩		
১ -১ ঘ	প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ, নিবেদন ও মাথুর এই তিন পর্যায়ের তিনটি পদে প্রেমের বৈচিত্র্য, নিবেদনের গভীরতা ও বিরহের বেদনা	৬		

	বর্ণিত হয়েছে।			
১ – ১ঙ	ভাব সম্মিলন ও প্রার্থনা এই দুই পর্যায়ের দুটি পদে মানসলোকে মিলন ও ঈশ্বরের চরণে আশ্রয়ের আকূতি বর্ণিত হয়েছে।	৪		
২ - ১	চন্ডীমঙ্গল (প্রথম খন্ড) কবি কঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তীর কালকেতু ফুল্লরার উপাখ্যানে তৎকালীন সমেজের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ।	২০		
৩ -১	শাক্ত পদাবলী – পাঠ্য চোদ্দটি পদে বাঙালীর মাতৃ সাধনার ধারাটি বর্ণিত হয়েছে। প্রথম ক্লাসে থাকবে ভূমিকা।	১		
৩ – ১ ক	প্রথম আটটি পদ আগমণী ও বিজয়া পর্যায়ের পদ। এই পদগুলিতে জগজ্জননীকে কন্যা রূপে কল্পনা করে পদ রচনা করেছেন পদকর্তারা। তিনি গিরিরাজ ও মেনকার কন্যা উমা, শিবের পত্নী। বছরে একবার তিনি পিতৃগৃহে আসেন তিনদিনের জন্য। মাতা ও কন্যার মিলনে , প্রতিবেশীদের আনন্দে গিরিপুর আনন্দময় হয়ে ওঠে। কিন্তু সে কেবল তিনদিনের জন্য। তারপর আবার আসে বিচ্ছেদের বেদনা। বাঙালীর পরিবার জীবনের সঙ্গে এই পদগুলির বিশেষ যোগ আছে।	২০		
৩ – ১খ	শেষের ছয়টি পদে জগজ্জননীকে মাতৃ রূপে কল্পনা করে পদ রচনা করেছেন পদকর্তারা। সন্তানরূপে মায়ের সঙ্গে মান অভিমান করেছেন, আবার শেষ পর্যন্ত মায়ের চরণে আশ্রয় চেয়েছেন।	১০		

ফলশ্রুতি – ছাত্রছাত্রীদের এই সাহিত্য কর্মগুলি পাঠের মাধ্যমে মধ্যযুগীয় সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে, মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক, জীবিকা, রীতিনীতি , সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান, ইত্যাদি বিষয়ে কিছুটা ধারণা হল।

পাঠ পরিকল্পনা

শ্রেণী চতুর্থ সেমেষ্টার (under CBCS) সাম্মানিক বাংলা, CC- 9

সময় – জানুয়ারী থেকে জুন

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিশদ উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ
	বিষয় – ছন্দ, অলংকার ও কাব্যতত্ত্ব উদ্দেশ্য – সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের ছন্দ, অলংকার ও কাব্যতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।এই কোর্সের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের কাব্য কবিতা পাঠকে গভীরতর করা।			
মডিউল ১	ছন্দ – এখানে ছন্দের বিভিন্ন দিক বিষয় হিসেবে রয়েছে । এই বিষয়গুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে আচনা করা হবে। প্রথম ক্লাসে থাকবে ভূমিকা।	২৩	ডঃ দোলা দেবনাথ	
১ ক	কবিতা ও ছন্দ	১		
১ খ	ছন্দের পরিভাষা সমূহ	৬		
১ গ	বাংলা ছন্দের ত্রিধারা	৩		
১ ঘ	বাংলা ছন্দের কয়েকটি অন্যান্য রূপবন্ধ	৬		
১ ঙ	ছন্দলিপি প্রণয়ন	৭		
মডিউল২	অলংকার – এখানে অলংকারের বিভিন্ন প্রকার ভেদ সম্পর্কে উদাহরণ সহ আলোচনা করা হবে।	২৩	ডঃ শর্মিষ্ঠা সরকার	

২ ক	সাধারণ আলোচনা – কবিতা ও অলংকার	১		
২ খ	শব্দালংকার উদাহরণসহ চার প্রকার শব্দালংকারের আলোচনা	৬		
২ গ	অর্থালংকার উদাহরণসহ দশ প্রকার অর্থালংকারের আলোচনা	১০		
২ ঘ	অলংকার নির্ণয় পাঠ্য অলংকারগুলি নির্ণয় করতে শেখা	৬		
মডিউল৩	কাব্যতত্ত্ব – কাকে বলে ? সাধারণ আলোচনা	১৫	ডঃ মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	
৩ ক	ধ্বনি	৭		
৩ খ	রস	৮		
৩ গ	অনুকরণতত্ত্ব	৮		

ফলশ্রুতি – এই কোর্স ছন্দ অলংকার ও কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাব্য কবিতা পাঠকে গভীরতর করলো ।

।। পাঠপরিকল্পনা ।।

।। শ্রেণী—চতুর্থ ষাণ্মাসিক (under CBCS)।।

।। সময়—জানুয়ারি থেকে জুন ।।

BNG-A-CC-4-10-TH-TU

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ
১	বিষয়—প্রবন্ধ সাহিত্য উদ্দেশ্য—ভাষার উপর দখল তৈরি করা এবং কোনো বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করা। নিজস্ব বিশ্লেষণ শক্তি বাড়ানো এবং ভাষায় তা প্রকাশ করার দক্ষতা অর্জন করানো প্রবন্ধ পাঠের উদ্দেশ্য।	*	*	পাঠ্য ভালো করে পড়তে হবে। প্রবন্ধের মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লিখতে হবে।
১. ক	**কমলাকান্তের দপ্তর** বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদর্শনের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় ঘটানো এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন না করলে মানুষ ক্রমশ একা হয়ে যায়, দরিদ্র সমাজের প্রতি মমত্ববোধের দর্শন তৈরি করে বিড়াল প্রবন্ধ। পতঙ্গ শেখায় ইন্দ্রিয়কে যথাযথ ব্যবহারের শিক্ষা।	১১	শর্মিষ্ঠা সরকার	গুরুত্বপূর্ণ পঙক্তির তাতপর্য নিজের ভাষায় বিশ্লেষণ করতে হবে।
১. খ	**একালের প্রবন্ধ সঞ্চায়ন** বিভিন্ন প্রাবন্ধিকের সঙ্গে পরিচয় করানো এই পাঠের উদ্দেশ্য। সঙ্গে বিভিন্ন প্রাবন্ধিকের ভাষার বৈচিত্র এবং দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রবন্ধগুলি পাঠের সময়।	১২	দোলা দেবনাথ	
২. ক	**সাহিত্য – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ভাষা চিন্তন আর সাহিত্য সম্পর্কে তাত্বিক ধারণা তৈরি করানো এই অংশের পাঠের উদ্দেশ্য। সাহিত্য পাঠের তাৎপর্য কি, সাহিত্যকে কিভাবে বিচার করতে হয়, সাহিত্যের দৃষ্টিতে সৌন্দর্য বোধ কিভাবে বিশ্লেষিত হয় এইসকল ধারণা তৈরি হয় এই অংশের প্রবন্ধ পাঠের মধ্যে।	১১	অমিতাভ রায়	
২. খ	**একালের সমালোচনা সঞ্চয়ন** সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীর গঠনমূলক ইতিবাচক সমালোচনা করতে জানতে হয়। যেকোনো সাহিত্য বা সংস্কৃতির ইতিবাচক	১২	মৌসুমি ব্যানার্জি সাহা	

	সমালোচনা করার যে কৌশল যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বাঞ্ছনীয় তার শিক্ষা অর্জন করা হয় এই অংশের পাঠ্য থেকে।			
৩.	**ছিন্নপত্র- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** পত্রসাহিত্য সম্পর্কে ধারণা লাভ এই অংশের উদ্দেশ্য। পত্র লেখাও যে সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে, সমকালীন হয়েও চিরকালীন হয়ে উঠতে পারে, ব্যক্তিগত হয়েও নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠতে পারে সেই জ্ঞান লাভ হয় এই অংশের পাঠ্যে।	২৩	**অমিতাভ রায়**	

গ্রন্থতালিকা

১। সমালোচনা সাহিত্য পরিচয়- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

২। চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র- ভবতোষ দত্ত

৩। রবীন্দ্রচর্যা- দেবীপদ ভট্টাচার্য

৪। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা (১,২ খণ্ড)-অধীর দে

ফলশ্রুতি

১। প্রবন্ধ পড়তে শিখলো।

২। কোনো বিষয়কে গভীরভাবে বুঝতে এবং বিশ্লেষণ করতে শিখলো।

৩। চিন্তাশক্তির মধ্যে যুক্তিবোধ তৈরি হলো।

৪। জীবনদর্শন সমাজদর্শন সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা তৈরি হলো।

৫। চিঠিপত্র যে ধ্রুপদী হতে পারে এবং সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে সেই সম্পর্কে বোধ তৈরি হলো।

পাঠ পরিকল্পনা

শ্রেণি : চতুর্থ ষাণ্মাসিক (CBCS)

সময় : JANUARY-JUNE

পত্র : BNGA-SEC-B-4 & BNGG-SEC-B-4

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিশদ উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক
১. ১	গল্প রচনা গল্প রচনা একটি সৃজনশীল কাজ। বিভিন্ন ধরনের গল্প লেখার কৌশল এই পর্বে শেখানো হবে। গল্প লেখার ক্ষেত্রে কীভাবে গল্পের শেষ পর্যন্ত পাঠকের কৌতুহল ধরে রাখতে হয় সেই বোধ তৈরি করা হবে। কোন কোন বিষয় ব্যবহার করে একটি গল্পকে আরো চমৎকার করে উপস্থাপন করা যায় তা শেখানো হবে। সঠিক জায়গায় সঠিক ভাষা ও শব্দের প্রয়োগ কিভাবে গল্পকে চিত্তাকর্ষক করে তোলে তার বোধ তৈরি করা হবে।	৫	অভিজিৎ পাল
১. ২	প্রবন্ধ রচনা প্রবন্ধ রচনা একটি সৃজনশীল কাজ। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ লেখার কৌশল এই পর্বে শেখানো হবে। প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে কীভাবে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রবন্ধের শেষ পর্যন্ত পাঠকের কৌতুহল বা আগ্রহ ধরে রাখতে হয় সেই বোধ তৈরি করা হবে। কোন কোন বিষয় ব্যবহার করে একটি প্রবন্ধকে আরো চমৎকার করে উপস্থাপন করা যায় তা শেখানো হবে। সঠিক জায়গায় সঠিক ভাষা ও শব্দের প্রয়োগ কীভাবে প্রবন্ধকে চিত্তাকর্ষক করে তোলে তার বোধ তৈরি করা হবে।	৬	অভিজিৎ পাল
২. ১	বাংলা বানান সংক্রান্ত ধারণা যেকোনো ভাষাশিক্ষার অন্যতম প্রাথমিক শর্ত তার বানান সম্পর্কে বোধ তৈরি হওয়া। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে শব্দের	৫	অভিজিৎ পাল

	ব্যুৎপত্তিগত ধারণা তৈরি হওয়া জরুরী। তৎসম, অর্ধ-তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে বাংলা বানান ভুল হওয়া সম্ভাবনা কমে। একইভাবে দেশি ও বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে সঠিক ধারণা না থাকলে বানান সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় না। যে কোনো ভাষায় সঠিক বানান ভাষার প্রয়োগ বা লেখ্যরূপের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন ধরনের বাংলা বানানের রীতিনীতি, সূত্র ও কৌশল এই পর্বে শেখানো হবে।		
২. ২	পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি ভারতীয় বাংলা ভাষার বানানের জন্য নির্দিষ্ট একটি কাঠামো তৈরি করেছে। তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব ও দেশি, বিদেশি শব্দের বাংলা বানানের রূপটি কেমন হবে তা বাংলা আকাডেমি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এই সূত্র ও নীতিমালা অনুসারে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে বাংলা বানান সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরি হয় সেই প্রচেষ্টা করা হবে। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা পুরনো বানান-পদ্ধতি ত্যাগ করে নতুন বানান বিধি অনুসারে পাঠ নিতে ও লিখতে পারবে।	৬	অভিজিৎ পাল
৩. ১	আইপিএ আন্তর্জাতিক ফোনেটিক বর্ণমালা অনুসারে কোন বাংলা ধ্বনির উচ্চারণের সঠিক লেখ্যরূপ কোনটি তা শেখানো হবে। প্রতিটি ধ্বনির লিখ্য রূপ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক ধারণা তৈরি হলে ক্রমশ প্রথমে ফোনেটিক বর্ণমালা অনুসারে শব্দ গঠন ও পরে বাক্য নির্মাণ-বিন্যাস এবং ছোট-বড় অনুচ্ছেদের ফোনেটিক রূপান্তর শেখানো হবে।	৫	অভিজিৎ পাল
৩. ২	রোমীয় বর্ণমালা রোমান বর্ণমালা অনুসারে কোন বাংলা বর্ণের সঠিক লেখ্য রূপ কোনটি তা ছাত্র-ছাত্রীদের শেখানো হবে। প্রতিটি বর্ণের লেখ্য রূপ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক ধারণা তৈরি হলে প্রথমে রোমান বর্ণমালা অনুসারে শব্দ তৈরি পরে বাক্য-	৬	অভিজিৎ পাল

	বিন্যাস এবং আরও পরে ছোট-বড় অনুচ্ছেদের রোমান লিপিতে রূপান্তর করণ শেখানো হবে।		

উদ্দেশ্য : যে সব সাহিত্যরূপ পড়ুয়ারা পড়েছে তা কিভাবে তৈরি হয়ে ওঠে তার কলা কৌশলগুলি সম্পর্কে এখানে একটি ধারণা তৈরি করানো হবে। তার সঙ্গে বানান এবং আইপিএ ও রোমিও লিপি সংক্রান্ত ব্যবহারিক জ্ঞানও দেওয়া হবে।

ফলশ্রুতি : ছাত্রছাত্রীরা গল্প ও প্রবন্ধ লেখার দক্ষতা অর্জন করল। তাদের রোমান লিপি ও আন্তর্জাতিক বর্ণমালার জ্ঞান অর্জন হলো। বাংলা বানানের বিবর্তন ও বর্তমান সময়ে প্রচলিত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি বিষয়ে তাদের ধারণা তৈরি হলো।

সহায়ক গ্রন্থ

১. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা — রামেশ্বর শ

২. কি লিখি কেন লিখি — নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

৩. বাংলা বানানবিধি — পরেশচন্দ্র মজুমদার

৪. বাংলা বানান সংস্কার, সমস্যা ও সম্ভাবনা — পবিত্র সরকার

৫. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বানান অভিধান

৬. সংসদ বাংলা অভিধান

৭. প্রবন্ধ সঞ্চয়ন — সত্যবতী গিরি

পাঠ পরিকল্পনা

শ্রেণী পঞ্চম সেমেষ্টার (under CBCS) সাম্মানিক বাংলা, CC- 11

সময় – জুলাই থেকে ডিসেম্বর

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিশদ উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ
	বিষয় – সাহিত্যের রূপ ও রীতি উদ্দেশ্য – সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের সাহিত্যের বিভিন্ন সংরূপ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই কোর্সের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের সাহিত্যের বিভিন্ন সংরূপের রূপ ও আঙ্গিক সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এবং পাশাপাশি সাহিত্যের বিবর্তন সম্পর্কে ধারণা লাভ ।			
মডিউল ১	কাব্য কবিতা ও নাটক - কবিতা ও নাটকের বিবিধ রূপভেদ আলোচনা।	২৩		
১ ক	কবিতার সাত প্রকার রূপভেদ সম্পর্কে আলোচনা।	১০	ডঃ শর্মিষ্ঠা সরকার	
১ খ	নাটকের নয় প্রকার রূপভেদ সম্পর্কে আলোচনা	১৩	ডঃ অমিতাভ রায়	
মডিউল২	উপন্যাস ও ছোটগল্প - উপন্যাসের বিবিধ রূপভেদ ও ছোটগল্পের গঠন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা	২৩	ডঃ দোলা দেবনাথ	
২ ক	উপন্যাসের গঠন বৈশিষ্ট্য	৩		
২ খ	আট প্রকার উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ দান	১৬		

২ গ	ছোটগল্পের প্রকৃতি	১		
২ ঘ	ছোটগল্প ও রূপকথা	১		
২ ঙ	অনুগল্প	১		
২ চ	উপন্যাস ও ছোটগল্পের তুলনা	১		
মডিউল৩	প্রবন্ধ, সমালোচনা ও অন্যান্য সংরূপ – প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্য সাহিত্যের বিবিধ রূপ সম্পর্কে আলোচনা।	২৩	ডঃ মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	
৩ ক	চার প্রকার প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা	৮		
৩ খ	সমালোচনা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা	৩		
৩ গ	গদ্য সাহিত্যের আরও সাত প্রকার রূপ সম্পর্কে আলোচনা।	১২		

ফলশ্রুতি - এই কোর্স ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্যের রূপরীতি ও সাহিত্যের বিবর্তন সম্পর্কে অবহিত করল।

।। পাঠপরিকল্পনা ।।

।। শ্রেণী—পঞ্চম ষাণ্মাসিক (under CBCS)

।। সময়—জুলাই থেকে ডিসেম্বর

বিষয়ক্রম

বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিশদ উল্লেখ।

পাঠের সংখ্যা

শিক্ষক

ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ

BNGA-A-CC-5-12-TH-TU

মডিউল ১

অধ্যাপিকা শর্মিষ্ঠা সরকার (শ্রেণি সংখ্যা-২৩)

বিষয়- এই অংশে একটি প্রহসন এবং একটি সাংকেতিক নাটক রয়েছে।

- বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ- মধুসূদন দত্ত (৮ টি ক্লাস)
- মুক্তধারা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৫ টি ক্লাস)

উদ্দেশ্য- প্রথম বাংলা শিল্পসম্মত ট্র্যাজেডি রচনার কৃতিত্ব প্রাপ্য মধুসূদন দত্তর। এর আগে বাংলা নাটকের অভিনয় দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। একটি সার্থক প্রহসনের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়াস এখানে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাংকেতিক নাটক এবং রূপক নাটক রচনার পথিকৃৎ। আন্তর্জাতিক স্তরে তাঁর এই জাতীয় নাটক যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। এই দুটি অসাধারণ প্রহসন এবং নাটক ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বাংলা নাটকের ধারা সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করবে। নাটকের রূপভেদ সম্পর্কেও ছাত্র-ছাত্রীরা আগ্রহী হবে।

মডিউল -২

অধ্যাপক অমিতাভ রায় (শ্রেণি সংখ্যা-২৩)

বিষয়- এই অংশে দুটি নাটক রয়েছে।

- কারাগার- মন্মথ রায় (৮ টি ক্লাস)

- টিনের তলোয়ার- উৎপল দত্ত (১৫ টি ক্লাস)

উদ্দেশ্য- দুটি নাটকেই স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। তবে, সরাসরি নয়। "কারাগার" নাটকের বিষয়বস্তু পুরাণ থেকে গৃহীত হলেও তৎকালীন ভারতবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে "টিনের তলোয়ার" নাটকেও দেখা যাবে সেই সময়ের নাট্যব্যক্তিত্ব যাঁরা তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে উৎপল তাঁদের মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা স্বাধীনতালাভের জন্য যে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা - তা প্রকাশ করেছেন।
এখানে নাটকের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে আর একটি নাটক। ছাত্র-ছাত্রীদের মনের মধ্যে দেশপ্রেম যেমন জেগে উঠবে, তেমনি রাজনৈতিক নাটক সম্পর্কেও তারা আগ্রহী হয়ে উঠবে।

মডিউল -৩

অধ্যাপিকা মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা এবং অধ্যাপিকা দোলা দেবনাথ

বিষয়- রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস (শ্রেণি সংখ্যা-২৩)

লেবেডেফ থেকে শুরু করে নবনাট্য আন্দোলন পর্যন্ত বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস এখানে স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শ্যামবাজার থিয়েটার, বেলগাছিয়া নাট্যশালা, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার (শ্যামবাজার নাট্যসমাজ), ন্যাশনাল থিয়েটার (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব), নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল এবং গণনাট্য আন্দোলন।

উদ্দেশ্য- অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে বাংলা নাটকের অভিনয়। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস সম্পর্কে জানা এযুগের নাট্যরসিক বাঙালির অবশ্যকর্তব্য। বাংলা নাটকের ধারা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। বাংলা নাটক অভিনয়ের ইতিহাসের সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। বিভিন্ন নাট্য আন্দোলন সম্পর্কেও জানা প্রয়োজন। জানা প্রয়োজন কীভাবে বাংলা নাটক স্বাধীনতা সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার পরেও বাংলা নাটকের প্রতিবাদী ভূমিকা হারিয়ে যায় নি। বাংলা নাটক এবং রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস সম্পর্কে ছাত্র- ছাত্রীদের অবহিত করা খুবই প্রয়োজনীয় -এই অংশের উদ্দেশ্যও সেটাই।

ফলশ্রুতিঃ চারটি আধুনিক ধ্রুপদী নাটকের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় ঘটলো, রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস জানলো। তার ফলে বাংলার নাটক এবং থিয়েটারের সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট হলো।

।। পাঠপরিকল্পনা ।।

।। শ্রেণী—পঞ্চম ষাণ্মাসিক (under CBCS) ।।

।। সময়—জুলাই থেকে ডিসেম্বর।।

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত অংশগুলির বিশদ আলোচনা	পাঠ সংখ্যা	শিক্ষকের নাম	ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ
	বিষয়—বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস (BNGA-A-DSE-A-5-2-TH-TU) উদ্দেশ্য—বাংলা ভাষার উদ্ভবের সময়কাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত পর্যন্ত বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক বিকাশের গতিরেখার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিচয় ঘটানোই এই বিষয় পাঠের উদ্দেশ্য			১। নিম্নোদ্ধৃত গ্রন্থতালিকার প্রাসঙ্গিক অংশ পড়তে হবে।
১.১	**বাংলা ও বাঙালি জাতির ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়** বাংলা ভৌগোলিকভাবে ও নৃতাত্ত্বিক ভাবে নানাধরণের বৈশিষ্ট্যের সংযোগ বিন্দু। বাঙলার উত্তরে হিমালয় ও তরাই অঞ্চল, পূর্বে পাতকই পর্বত, পশ্চিমে ছোটোনাগপুর মালভূমি দক্ষিণে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ব-দ্বীপ অঞ্চল ও বঙ্গোপসাগর আর মধ্যবঙ্গে গঙ্গাবিধৌত উর্বর গঙ্গা সমভূমি। বাংলার নৃতাত্ত্বিক গঠনেও উত্তরে ও পূর্বের মোঙ্গলয়েড বা কিরাত জাতি, দক্ষিণ-পশ্চিমের অস্ট্রিক বা শবরজাতি, দ্রাবিড় জাতি ও সেই সঙ্গে আর্যজাতির প্রভাব রয়েছে।	৪	অমিতাভ রায়	২। ভারতের ম্যাপে বঙ্গভাষী অঞ্চল ও পাঠে নির্দেশিত ভৌগোলিক অঞ্চল চিহ্নত করো।
১.২	**বাংলার সমাজ কাঠামো ও অর্থনৈতিক ভিত্তি** অন্য ভারতীয় সমাজের মতো বাঙালি সমাজও বর্ণবিন্যাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। শূদ্রবর্ণের মানুষ কখনও কখনও সামাজিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহণ করলেও বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সমাজে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য বজায় ছিল। বাংলার অর্থনীতি প্রধানত কৃষিনির্ভর। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সমুদ্রপথে বহির্বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠত ছিল। ঔপনিবেশিক যুগে শোষণের কারণে বাংলা অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হয়।	৪	অমিতাভ রায়	৩। বাঙ্গালি জাতির বর্ণবিন্যাস একটি সারণীর মাধ্যমে দেখাও।

১.৩	**বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস** মহাভারতের কাল থেকে বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক কালে বাংলা নন্দ-মৌর্য-গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। এরপর বাংলা স্বাধীন রাজা হন শশাঙ্ক। তারপর বাংলা শাসন করে পাল ও সেন বংশ। সেনবংশকে সরিয়ে বাংলা দখল করে তুর্কি শাসকএরা। দেড়শ বছরের অন্ধকার যুগের পরে পঞ্চদশ শতকে ইলিয়াসশাহী বংশ বাংলায় শান্তিস্থাপন করে। অষ্টাদশ শতকে পলাশি যুদ্ধের পর থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বাংলা ব্রিটিশ অধিকারে ছিল।	৪	অমিতাভ রায়	৪। দশম শতক স্বাধীনতা পর্যন্ত বাঙলার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলি ধারাবাহিকভাবে নির্দেশ করো।
১৪	**বাংলার ধর্ম** বাংলায় প্রথমে স্থানীয় অনার্য অধিবাসীদের নিজস্ব ধর্ম ও আর্যদের প্রবর্তিত পৌরাণিক হিন্দু ছিল। ক্রমে এখানে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মও জনপ্রিয় হয়েছিল। তুর্কি আক্রমণের পর বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা কমে ও ইসলামের প্রচার ঘটে। আর্য-অনার্য ধর্মাচার মিলিয়ে এক নতুন ধরনের হিন্দুধর্ম গড়ে ওঠে। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মের পাশাপাশি শাক্তধর্ম এবং লৌকিক দেবতাদের পূজা বাংলায় চিরকালই বজায় থাকে।	৪	অমিতাভ রায়	
১.৫	**চৈতন্য-সংস্কৃতি** ষোড়শ-শতকে চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মান্দোলন বাংলার সংস্কৃতিতে নবজাগরণ সৃষ্টি করেছিল। চৈতন্যপ্রভাবে বৈষ্ণব সাহিত্য নানাধারায় বিকশিত হয়। অন্য সাহিত্য শাখাগুলিতেও রচনার রচনার প্রাচুর্য ও উৎকর্ষ দেখা যায়। ইসলামি সাহিত্যের বিকাশ ঘটে।	৪	অমিতাভ রায়	
১.৬	**বাঙ্গালির সাংস্কৃতিক স্বরূপ** বাঙ্গালির সংস্কৃতিতে প্রাচীন পৌরাণিক সংস্কৃতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের প্রভাবের পাশাপাশি স্থানীয় অনার্য সংস্কৃতির প্রভাব চিরকালই বজায় ছিল। সুলতানি ও মোঘল শাসকদের সময় অল্প পরিমাণ ইসলামি সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছিল। ঔপনিবেশিক যুগে উচ্চবর্গীয় মানুষের জীবনে প্রবল পাশ্চাত্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্য ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গসংস্কৃতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।	৪	দোলা দেবনাথ	
২.১ ক	**ঔপনিবেশিক আধুনিকতার অভিঘাত—শিক্ষায়** শিক্ষা মাতৃভাষায় ভারতীয় ধারাকে অনুসরণ করবে, না কি বিষয় ও মাধ্যমের পরিবর্তন ঘটিয়ে ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তিত হবে এ নিয়ে বিতর্ক চলে। অবশেষে ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ হয়। অনেক বিতর্কের পর স্ত্রীশিক্ষাও স্বীকৃতি পায়।	৩	দোলা দেবনাথ	

২.১ খ	ঔপনিবেশিক **আধুনিকতার অভিঘাত—ধর্ম সংস্কারে** আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষার ফলে শিক্ষিত মানুষের মননে যুক্তিবোধ, স্বাজাত্যবোধ, প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হলো। ব্রাহ্মধর্ম, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠায় তারই প্রতিফলন দেখা যায়।	২	দোলা দেবনাথ	
২.১ গ	**ঔপনিবেশিক আধুনিকতার অভিঘাত—মুক্ত চিন্তায়** যুক্তিবোধ ও মানবিকতাবোধের গুরুত্বের প্রভাব পড়ল সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবাবিবাহের স্বীকৃতি, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিরোধিতা, সহবাসসম্মতি আইন বলবৎ ইত্যাদি ঘটনায়।	৩	দোলা দেবনাথ	
২.২ ক	**কৃষক আন্দোলন** ১৭৭১ উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জমিদারদের অত্যাচার বিরুদ্ধে জঙ্গলমহল, পাবনা ঢাকা প্রভৃতি বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষক আন্দোলন হয়েছিল।	২	দোলা দেবনাথ	
২.২ খ	**নীলবিদ্রোহ** ১৮৫৯-৬০ থেকে জোর করে ধানজমিতে নীলচাষ করানোর বিরুদ্ধে চাষীরা বিদ্রোহ করেছিল। এই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে বাংলায় প্রথম আর্থ-সামাজিক বিষয়ে নাটক লেখা হয় ।	২	দোলা দেবনাথ	
২.২ গ	**ফকির আন্দোলন** ১৭৭০-৭৭ পর্যন্ত, উত্তরবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে সন্ন্যাসী ও ফকিররা ইংরাজের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন সংঘটিত করেছিল।	২	দোলা দেবনাথ	
২.৩ ক	**ধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত সভা-সমিতি** ধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত সমিতিগুলির মধ্যে আত্মীয়সভা/ব্রাহ্মসভা/ব্রাহ্মসমাজ (১৮২৭) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সংস্থা ভারতের শিক্ষিত সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল। এছাড়া রামকৃষ্ণ মিশনের নেতৃত্বে নব্যহিন্দু আন্দোলনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।	২	মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	
২.৩ খ	**সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত সভা-সমিতি** ব্রাহ্মসমাজ সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এছাড়া ডিরোজিওর ছাত্রদের জ্ঞানান্বেষণ সভা, নবগোপাল মিত্রের হিন্দুসভাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।	৩	মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	

২.৩ গ	**শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত সভা-সমিতি** শিক্ষাসংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে হিন্দু কলেজ, বেথুন কলেজ প্রভৃতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।	২	মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	
৩.১	**বঙ্গভঙ্গ ও বয়কট-স্বদেশি আন্দোলন** ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন প্রশাসনিক সুবিধার অজুহাত দেখিয়ে মুসলমানপ্রধান এলাকাকে পৃথক করে দিয়ে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব করেন। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি বিলিতি দ্রব্য বর্জন করতে ও স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার করে বঙ্গভংগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।	৩	মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	
৩.২	**প্রান্তবর্গ/দলিত জনগোষ্ঠীর জাগরণ** অষ্টাদশ শতক থেকেই সারা বাংলায় দলিতবর্গের মধ্যে ছোটো ছোটো ধর্মসম্প্রদায় গড়ে ওঠে। এদের আদর্শ ছিল সৎ ও সরল ব্যক্তিজীবন, ভক্তিবাদ, সামাজিক সাম্য ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল বিরোধিতা ও দেবতার বদলে গুরুর উপরে নির্ভরতা। ধর্মভিত্তিক লোকসঙ্গীতের বিকাশে এই সম্প্রদায়গুলির অসামান্য দান রয়েছে।	৫	মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	
৩.৩	**বাঙালি মুসলমানের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার সন্ধান** মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব সলিমুল্লা মুসলিম লিগ গঠন করেন। মুসলিম লিগের অন্যতম দাবি ছিল ভারতের মুসলমান প্রধান অঞ্চল নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠন (১৯৪০/লাহোর প্রস্তাব)	২	শর্মিষ্ঠা সরকার	
৩.৪ ক	**দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা** মুসলিম লিগের দাবি অনুযায়ী ১৯৪৭ আগস্টে ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমে একটা বড় অংশে পাকিস্তান নামে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হয়। জাতিদাঙ্গার ফলে পূর্ব-পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে অগণিত হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে এসে বসবাস করতে থাকেন। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে প্রবল আর্থ-সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। আবার অন্যদিকে এই উদ্বাস্তু জনগণের মধ্য থেকে অনেক প্রতিভাবান মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করেছেন।	৪	শর্মিষ্ঠা সরকার	
৩.৪ খ	**ভাষা অন্দোলন** স্বাধীনতার পর পাকিস্তান সরকার উর্দুকে জাতীয় ভাষা ঘোষণা করে এবং পূর্বপাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) প্রধান ভাষা বাংলাকে আরবি হরফে লেখার প্রস্তাব দেয়। এর প্রতিবাদে আন্দোলন হয়েছিল। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ার ঢাকা	২	শর্মিষ্ঠা	

	বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে পাঁচজন শহিদ হন।		**সরকার**	
৩.৫ ক	**খাদ্য আন্দোলন** ১৯৫৯ সালে অস্বাভাবিক খাদ্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনগুলি আন্দোলন করেছিলেন। এই কর্মকাণ্ডে প্রায় ৩৯ জন প্রাণ দেন ও বহুলোক গ্রেপ্তার হয়। অবশেষে সরকার বামপন্থীদের দাবি মেনে নেয়।	**২**	**শর্মিষ্ঠা** **সরকার**	
৩.৫ খ	**নকশাল আন্দোলন** এটি একটি মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির (১৯৬৭) নেতৃত্বে সংঘটিত কৃষক আন্দোলন। এই আন্দোলন ষাটের পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ি থেকে আরম্ভ হয়ে ক্রমে ছত্তিশ গড় ও অন্ধ্রপ্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে ক্রমে সন্ত্রাসবাদের আকার নেয়। সাতের দশকের বাংলা সাহিত্যে এর প্রভাব গভীর।	**২**	**শর্মিষ্ঠা** **সরকার**	

গ্রন্থতালিকা

১। বাঙালির ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়

২। বাংলা দেশের ইতিহাস—রমেশচন্দ্র মজুমদার

৩। বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। বাঙ্গালীর সংস্কৃতি—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৫। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী

৬। ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজচিত্র—চিত্তব্রত পালিত

৭। দেশবিভাগ : পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী—ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

৮। সাহিত্য সমাজ ইতিহাস—পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ।

ফলশ্রুতি

১। সমকালীন ঘটনাবলী কিভাবে সাহিত্যকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীরা সচেতন হল।

২। আলোচ্য পত্রের তথ্যাবলী সাহিত্য সমালোচনায় ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবে।

।। পাঠপরিকল্পনা ।।

।। শ্রেণী—পঞ্চম ষাণ্মাসিক (under CBCS) ।।

।। সময়—জুলাই থেকে ডিসেম্বর।।

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের উল্লেখ	পাঠ সংখ্যা	শিক্ষকের নাম	ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ
	বিষয়—বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য BNGA-A-DSE-B-5-1-TH-TU উদ্দেশ্য—বিদ্যায়তনিক শৃঙ্খলায় নির্বাচিত শিশুসাহিত্যের অধ্যয়ন।			
১.১ ক	**শিশুসাহিত্যের সংজ্ঞা ও বিস্তার** অপ্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের উদ্দেশে রচিত সাহিত্যকর্মই শিশুসাহিত্য। বয়স্ক সাহিত্যের মত শিশুসাহিত্যও গল্প, নাটক কবিতা প্রবন্ধ ইত্যাদি কাল্পনিক ও বাস্তবনির্ভর—বিভিন্ন ধারায় বিকশিত হয়েছে। শিশুসাহিত্য রচয়িতা যেহেতু প্রাপ্তবয়স্ক তাই শিশুসাহিত্যের আপাতসারল্যের আড়ালে অনেকক্ষেত্রেই জীবনের সমস্যা স্থান পায়। তাছাড়া শিশুসাহিত্যের মাধ্যমে বয়স্কদের দ্বারা শিশুদের মনোজগত নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও থাকে।	২	মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	১। নিম্নোদ্ধৃত গ্রন্থতালকার গ্রন্থগুলি পাঠ করতে হবে। ২। পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত লেখকদের রচিত অন্যান্য সমজাতীয় গ্রন্থপাঠ।
১.১ খ	**বাংলা শিশুসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস** বাংলাভাষায় শিশুসাহিত্যের চর্চা আরম্ভ হয় ঔপনিবেশিক যুগে। প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র দিগদর্শনের উদ্দিষ্ট পাঠক ছিল ‘যুবলোক’ বা কিশোরগণ। যারা বাংলায় প্রাপ্তবয়স্কের জন্য সাহিত্য রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই শিশুসাহিত্য রচনা করেন । তাই এই শাখাটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ।	২	মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	
১.২	**ঠাকুরমার ঝুলি—দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার** **পাঠ্যসমূহ—কিরণমালা, সাতভাই চম্পা, সুখু আর দুখু** বিশ শতকের গোড়ায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর বাঙালির জাতিসত্ত্বার সন্ধানের অংশ হিসাবে লোক্সাহিত্যের সন্ধান আরম্ভ হয়। সেই প্রেরণাতেই পূর্ববঙ্গের লোককথার সঙ্কলন হিসাবে ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ প্রকাশিত হয়।	৪	মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	
১.২ ক	**রূপকথা কাকে বলে** রূপকথা মহিলাদের দ্বারা বাহিত ও কথিত কল্পিত রাজপরিবারে কাহিনি। এতে নায়ক/নায়িকার অভিযান ও	১	মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	

	সাফল্য বর্ণিত হয়। রূপকথার শেষে ন্যায়ের জয় ও অন্যায়ের পরাজয় হয়।			
১.২ খ	**পাঠ্যরূপকথার গঠন সম্পর্কে আলোচনা।** কাহিনির বিভিন্ন মোটিফ নিয়ে আলোচনা করা হবে	২	মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	পাঠ্য রূপকথার মোটিফগুলির তালিকা বানাও ও মোটিফের পুনরাবৃত্তি নির্দেশ করো।
১.২ গ	**রূপকথায় বর্ণিত সমাজচিত্র।** রূপকথায় আদিম সমাজ ও মধ্যযুগীয় সমাজ কিভাবে মিশে আছে এবং রূপকথার জগতে নারীর ভূমিকা আলোচিত হবে।	২	মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	
১.২ ঘ	**রূপকথা সম্পর্কে পরিবেশবাদ ভিত্তিক আলোচনা।** আদিম মানুষের জীবন প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। তাই রূপকথার জগতে প্রকৃতির স্থান গুরুৎযপূর্ণ	২	মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	
২	**ক্ষীরের পুতুল—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ক্ষীরের পুতুল ব্রতকথার কাহিনির উপর নির্ভর করে রূপকথার আদলে রচিত একটি শিষ্টসাহিত্য। এই গ্রন্থের ভাষাশৈলী ও বর্ণনায় বিশিষ্টতা প্রধানত আলোচিত হবে।	৩	মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	
৩.১ ক	**সুকুমার রায় সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা** সুকুমার রায় বিশ শতকের প্রথমার্ধে একজন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিক। তিনি প্রধানত ছড়ার শৈলীতে তির্যক ভঙ্গীতে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। মূলত অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সাহিত্যসৃষ্টি করলে কৌতুকস্নিগ্ধ প্রসন্নতা ও শব্দার্থের বৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতনতা তাঁর ও বহুস্তরিক বিষয়বস্তু ও সুগভীর দার্শনিকতার কারণে তাঁর রচনা প্রাপ্তবয়স্কদের কাছেও আকর্ষণীয়।	২	শর্মিষ্ঠা সরকার	
৩.২	**পাঠক্রমে নির্দেশিত কবিতা নিয়ে আলোচনা।**	৬	শর্মিষ্ঠা সরকার	
৪.১	**অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা।** অন্নদাশঙ্কর রায় বাংলাসাহিত্যে প্রধানত কুশলী কথাসাহিত্যিক রূপেই পরিচিত। কিন্তু তিনি ছোটদের জন্য অসাধারণ সমাজসচেতন ছড়াও রচনা করেছেন।	২	শর্মিষ্ঠা সরকার	
৪.২	**পাঠক্রমে নির্দেশিত ছড়া সম্পর্কে আলোচনা।**	৬	শর্মিষ্ঠা সরকার	

৫.১	**সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা** চলচ্চিত্র পরিচালক হওয়ার পাশপাশি সত্যজিৎ রায় একজন সফল কথাসাহিত্যিকও বটে। তিনিই প্রথম বাংলা কিশোর পাঠকদের জন্য ডিটেকটিভ গল্প রচনাকরেন।	২	অমিতাভ রায়	
৫.২	**বাদশাহী আংটি** গোয়েন্দা ফেলুদা ভাই তপেশকে নিয়ে লখনৌ বেড়াতে যায়। সেখানে ফেলুদা কিভাবে হারিয়ে যাওয়া বাদশাহি আংটি উদ্ধার করে সেটিই গল্পের বিষয়।	৬	অমিতাভ রায়	
৫.৩	**উপন্যাসটির রচনাকৌশল** উপন্যাসটি উপন্যাসটির বর্ণনা এবং কাহিনিগঠনের কৌশলে দক্ষ চিত্রনাট্যকারের পরিচয় পাওয়া যায়। এটি কিশোর উপন্যাসরূপে সাফল্য লাভ করেছে।	৬	অমিতাভ রায়	
৬.১	**সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা** সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের কাছে কবি ও কথাসাহিত্যিকরূপে জনপ্রিয়। ছোটোদের জন্য রচিত উপন্যাসগুলিতেও তিনি সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।	২	দোলা দেবনাথ	
৬.২	**সবুজদ্বীপের রাজা** আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে একের পর এক বিদেশি পর্যটক নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে খোঁজখবর করার জন্য ভারত সরকারের গোপন মিশনে পাঠানো হল রাজা রায়চৌধুরিকে। সঙ্গে তার ভাইপো সন্তু। তাদের ঘিরে নানা রহস্যময় ঘটনা	৬	দোলা দেবনাথ	
৬.৩	**রহস্যোপন্যাস রূপে কাহিনিটির সার্থকতা বিচার**	৪	দোলা দেবনাথ	

গ্রন্থতালিকা

১।বাংলার শিশুসাহিত্য—বুদ্ধদেব বসু

২। শতাব্দীর শিশুসাহিত্য—খগেন্দ্রনাথ মিত্র

ফলশ্রুতি

১। শিশুসাহিত্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটল

২। শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের সম্পর্কের বিভিন্ন সামাজিক মাত্রা সম্পর্কে শিক্ষার্থী ধারণা জন্মালো।

পাঠপরিকল্পনা ।।

।। শ্রেণী—ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক (under CBCS) ।।

।। সময়—জানুয়ারি থেকে জুন

বিষয়ক্রম

বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিশদ উল্লেখ।

পাঠের সংখ্যা

শিক্ষক

ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ

BNGA-A-CC-6-13-TH-TU

মডিউল -১

অধ্যাপিকা দোলা দেবনাথ (পাঠ সংখ্যা ২৩)

বিষয়- এই অংশে মধুসূদন দত্তর "বীরাঙ্গনাকাব্য" পাঠ্য। যদিও পড়তে হবে ছয়টি পত্রকবিতা।

১. দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা
২.সোমের প্রতি তারা
৩.দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিনী
৪.দশরথের প্রতি কেকয়ী
৫.লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পনখা
৬.নীলধ্বজের প্রতি জনা

উদ্দেশ্য- ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সংস্পর্শে এসে আমাদের কাব্যে যে নবযুগের সঞ্চার হয়েছিল তা এই অংশে অনুধাবন করতে পারবে ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রাচীন নায়িকাদের আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসায় নবরূপে উপস্থাপিত করেছেন মধুকবি।

মডিউল -২

অধ্যাপিকা শর্মিষ্ঠা সরকার (পাঠ সংখ্যা ২৩)

২. ক

বিষয়- সোনার তরী- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মোট চারটি কবিতা রয়েছে এই অংশে-

১. সোনার তরী
২. বৈষ্ণব কবিতা
৩. বসুন্ধরা
৪. নিরুদ্দেশ যাত্রা

উদ্দেশ্য- বাংলা কবিতার জন্যই নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিহারীলাল যে বাংলা কবিতায় নতুন সুর এনেছেন তা অনুভব করেই বিহারীলালকে ভোরের পাখি আখ্যা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর, তাঁর নিজের কবিতা পাশ্চাত্যের সাহিত্যরসিক পাঠকেরও মন জয় করেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবদেবতা সম্পর্কিত ভাবনার বহিঃপ্রকাশও এই কাব্যগ্রন্থে। ছাত্র-ছাত্রীদের "সোনার তরী" পাঠ যে অতি প্রয়োজনীয় - সে বিষয়ে কোনও সংশয় নেই।

২. খ

অধ্যাপিকা শর্মিষ্ঠা সরকার

বিষয়- সঞ্চিতা - কাজী নজরুল ইসলাম

চারটি কবিতা রয়েছে এই অংশে।

১. বিদ্রোহী
২. অভিশাপ
৩. দারিদ্র্য
৪. নারী

উদ্দেশ্য- কবি বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতায় তিন কবির স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের কবিতার কথাই তিনি বলেছেন। নজরুলের কবিতায় যে নতুন সুর - যে বিদ্রোহী ভাবনা- যে সাম্যের অনুভব প্রকাশ পেয়েছে তা ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

মডিউল -৩

অধ্যাপক অমিতাভ রায় (পাঠ সংখ্যা ২৩)

বিষয়- একালের কবিতা সঞ্চয়ন

একালের কবিতাকে দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। দুটি অংশেই পাঁচটি করে কবিতা রয়েছে।

ক-
রাত্রি- জীবনানন্দ দাশ
সোহংবাদ- সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
সংগতি- অমিয় চক্রবর্তী
রবীন্দ্রনাথের প্রতি- বুদ্ধদেব বসু
প্রচ্ছন্ন স্বদেশ- বিষ্ণু দে

খ-
বধূ- সুভাষ মুখোপাধ্যায়
বোধন- সুকান্ত ভট্টাচার্য
বৃক্ষ- কবিতা সিংহ
স্মৃতির শহরে- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
আমার নাম ভারতবর্ষ - অমিতাভ দাশগুপ্ত

স্পষ্টতই সময়ের ব্যবধানই এই দুটি অংশে বিভক্ত করার কারণ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কবিতার অবয়ব এবং রচনাশৈলী পরিবর্তিত হয়।

উদ্দেশ্য- আধুনিক কবিতা সম্পর্কে পাঠকের অভিযোগ প্রায়শই শোনা যায় যে, আধুনিক কবিতা জটিল। একালের কবিতা বুঝতে গেলে কবিতা সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা আবশ্যক। কবিতায় দীক্ষিত পাঠকই অনুভব করতে পারবে কবিতার স্বরূপ। কবিতার রসোপলব্ধির জন্যই প্রয়োজন কবিতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা। এই অংশে দুটি পর্বে একালের বাংলা কবিতার সঙ্গে ছাত্র- ছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বাংলা কবিতার প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

ফলশ্রুতিঃ ছাত্রছাত্রীরা এই অংশে মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ নজরুল এবং আধুনিক কবিদের কবিতার সঙ্গে পরিচিত হলো। কবিতা পড়ার, অনুভব করার এবং বিশ্লেষণ করার শক্তি তৈরি হলো।

।। পাঠপরিকল্পনা ।।

।। শ্রেণী—ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক (under CBCS)

।। সময়—জানুয়ারি থেকে জুন ।।

BNG-A-CC-6-14-TH-TU

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ
১	বিষয়— বাংলা বাদে অন্য ভাষার সাহিত্যের ইতিহাস। উদ্দেশ্য—পৃথিবীর কোনো ভাষাই স্বয়ং সম্পুর্ণ নয়, ইতিহাস নিরপেক্ষ হতে পারে না। ১.বাংলা সাহিত্যকে ভালভাবে জানতে হলে এর পূর্বসূরি হিসেবে সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় প্রয়োজন। ২. ইংরেজরা বঙ্গদেশে দুইশত বছর রাজত্ব করায় তাদের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির প্রভাব বাংলা ভাষা সংস্কৃতিকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করেছে। অতয়েব বাংলা সাহিত্যে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবকে বুঝতে হলে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস পড়তে হবে। ৩. প্রতিবেশী সাহিত্য অর্থাৎ হিন্দি সাহিত্য। বাংলার পাশেই উত্তরের হিন্দিবলয়। যেখানে কর্মসুত্রে বাঙ্গালির যাওয়া আসা অব্যাহত। সুতরাং তাদের সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া একান্তই প্রয়োজন।	*	*	১। নিম্নে প্রদত্ত গ্রন্থতালিকাভুক্ত গ্রন্থগুলির প্রাসঙ্গিক অংশ পাঠ। ২। প্রবন্ধ, কথাসাহিত্য, কাব্য নাটক সবগুলির নাম লেখকের নাম প্রকাশ কালের তালিকা তৈরি করবে। ৩। না দেখে লেখা অভ্যেস করতে হবে।
১. ক	**সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস** ভারতীয় ভাষায় প্রথম উচ্চ সাহিত্য সৃষ্টি হয় সংস্কৃত সাহিত্যে। মুলত কবিতা আর নাটক এই ভাষার সম্পদ। কালিদাসের মতো সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী সাহিত্যিক এর কাব্য আর নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস পড়তে পড়তে ছাত্ররা তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবে।	২৩	**মৌসুমি ব্যানার্জি সাহা**	

	একই ভাবে ভবভূতি, বাণভট্ট, শূদ্রক, জয়দেবের সাহিত্যর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটবে। এবং বাংলা সাহিত্যের অতীত ঐতিহ্যর সঙ্গে তার একটা যোগসুত্র নির্মান করতে পারবে।			
২.	**ইংরেজি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস** দুশো বছরের ইংরেজ শাসন এবং তাদের শিক্ষা বিস্তারের ফলে বাংলায় যে নবজাগরণ হলো তার জন্য প্রধান অবদান ইংরেজি সাহিত্যের। শেক্সপিয়র, শেলি কিটস ভারজিনিয়া উলফ প্রমুখ বিশ্বজয়ী সাহিত্যিকদের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে ছাত্রদের, এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইংরেজি সাহিত্যের যে প্রভাব তার সঙ্গে একটা তুলনামূলক বিচার করতে শিখবে ছাত্ররা।	২৩	**দোলা দেবনাথ**	
৩ ক	**প্রতিবেশী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ হিন্দি সাহিত্য নির্ভর** ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র, মুন্সী প্রেমচাঁদ, মহাদেবী বর্মা, সূর্যকান্ত ত্রিপাঠি নিরালা, ফনীশ্বরনাথ রেণু এইসকল বিখ্যাত হিন্দি সাহিত্যিকের সাহিত্যের সঙ্গে ছাত্ররা পরিচিত হবে এবং বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে তার একটা তুলনামূলক আলোচনা করতে শিখবে।	২৫ ৫*৫	**শর্মিষ্ঠা সরকার এবং অমিতাভ রায়**	

গ্রন্থতালিকা

১।। সংস্কৃত সাহিত্য পরিক্রমা- করুণাসিন্ধু দাস

২। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস – শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। আধুনিক হিন্দি সাহিত্যঃ গতি ও প্রকৃতি – বিপ্লব চক্রবর্তী

ফলশ্রুতি

১। দেশীয় সাহিত্য এবং ইংরেজি সাহিত্যের মুল স্তম্ভগুলির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিতি ঘটলো। যে পরিচয় বাংলা সাহিত্যকে চিনতে বুঝতে সাহায্য করবে। দেশীয় সাহিত্যের মধ্যে যেমন সংস্কৃত সাহিত্য আছে তেমনই আছে হিন্দি সাহিত্য।

পাঠ পরিকল্পনা

শ্রেণী ষষ্ঠ সেমেষ্টার (under CBCS) সাম্মানিক বাংলা, DSE- A 3

সময় – জানুয়ারী থেকে জুন

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিশদ উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ
	বিষয় – বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য, কল্পবিজ্ঞান আশ্রয়ী রচনা এবং অলৌকিক কাহিনি উদ্দেশ্য – আকর্ষণীয় এইসব ধরনের কাহিনি পাঠের মধ্য দিয়ে কিশোর মনে সাহিত্য পাঠের আগ্রহ তৈরি হয়। এই আগ্রহকে পাঠ শৃঙ্খলায় অধ্যয়নে পরিণত করাই এই পত্রের উদ্দেশ্য			
মডিউল ১	শজারুর কাঁটা – শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়		ডঃ মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	
	এই গোয়েন্দা কাহিনিতে খুনের রহস্যভেদের পাশাপাশি একটি মিষ্টি প্রেমের কাহিনিও রয়েছে।	২৩		
মডিউল২	শঙ্কু সমগ্র – সত্যজিৎ রায়		ডঃ দোলা দেবনাথ	
	সত্যজিৎ রায় সৃষ্ট বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কুর আটটি গল্প এখানে পাঠ্য।	২৩		

মডিউল৩	সব ভুতুড়ে – লীলা মজুমদার.		ডঃ অমিতাভ রায়	
	এখানে মজার মজার সব অলৌকিক কাহিনি রয়েছে যা কিশোর মনের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে, কিছুটা পরিমাণে নীতি শিক্ষাও দেয় ।	.২৩		

ফলশ্রুতি – এই গল্প উপন্যাসগুলি পাঠের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মনে আনন্দের পাঠ অধ্যয়নের পাঠ হয়ে উঠল।

পাঠ পরিকল্পনা

শ্রেণি : ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক (CBCS)

সময় : JANUARY-JUNE

পত্র : BNGA-DSE-B-6 & BNGG-DSE-B-6

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিশদ উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক
১. ১	লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের সাধারণ পরিচয় প্রত্যেক সভ্যতার মূলধারার ঐতহ্যবাহী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রায় সমান্তরালে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হয়। আবার বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণ রাজা, স্থানীয় প্রশাসক বা ধর্মের প্রভাবে মূলধারার সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে গেছে। এই বিষয়টি বহুরৈখিক। ছাত্রছাত্রীদের এই পর্বে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের একটি প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হবে।	২	মৌসুমি ব্যানার্জি সাহা
১. ২	টাইপ মোটিফ ইনডেক্স যে কোনও দেশের জনগোষ্ঠীর লোককথার প্রাণভোমরা ও লোকসমাজের সামাজিক জীবন এবং সমাজভাবনার পরিচয় পাওয়া যাবে লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স পদ্ধতির বিশ্লেষণের মাধ্যমে। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর লোককথার মেজাজ ও চরিত্র বিচার করলে দেখা যাবে, এক-একটি লোককথা এক-একটি টাইপ বা বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। আর প্রতিটি লোককথার এক বা একাধিক 'মূল বিষয়' থাকে। এটিই হল মোটিফ। একটি লোককথার খণ্ড খণ্ড কাহিনি-অংশ সমগ্র কাহিনিকে অখণ্ড সূত্রে গড়ে তোলে। লোককথার কাঠামো পরিবর্তিত কিংবা বিবর্তিত হলেও টাইপ ও মোটিফের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। এখানেই এই দুই পদ্ধতির বিশ্বজনীনতা। টাইপ ও মোটিফ পদ্ধতির মাধ্যমেই বিশ্বের সমস্ত লোকসমাজের মধ্যে মানসিক ও মানবিক সেতুবন্ধনের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। এমন মানবিক পরম্পরা লোকসংস্কৃতির অন্য পদ্ধতিগুলির মধ্যে নেই।	৪	মৌসুমি ব্যানার্জি সাহা

১. ৩	বাংলার ব্রত ও পার্বণ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা বাংলার লোকায়ত ধর্ম ও সংস্কার থেকে অসংখ্য ব্রত ও পার্বণ জন্ম নিয়েছে। অঞ্চলভেদে তার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুইই তৈরি হয়েছে। ব্রত ও পার্বণ সাধারণত সমবেত অনুষ্ঠান। এই পর্বে বাংলার বিভিন্ন ব্রত ও পার্বণ উল্লেখ করে তার সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ও প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হবে।	২	মৌসুমি ব্যানার্জি সাহা
১. ৪	পুণ্যিপুকুর ব্রত পুণ্যিপুকুর ব্রত বাংলার হিন্দুসমাজের অশাস্ত্রীয় বা মেয়েলি ব্রতগুলির অন্তর্গত একটি কুমারীব্রত। গ্রামীণ বাংলার বাঙালি হিন্দুঘরের পাঁচ থেকে নয় বছর বয়সী কুমারী মেয়েরা চৈত্র মাসের সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ মাসের শেষদিন (সংক্রান্তি) পর্যন্ত একমাসব্যাপী এই ব্রত পালন করে।	১	মৌসুমি ব্যানার্জি সাহা
১. ৫	মাঘমন্ডল ব্রত মাঘমণ্ডল ব্রত বাংলার হিন্দুসমাজের অশাস্ত্রীয় বা মেয়েলি ব্রতগুলির অন্তর্গত একটি ব্রত। গ্রামীণ বাংলার বাঙালি হিন্দুঘরের কুমারী মেয়েরা মাঘ মাসের পয়লা থেকে সারা মাঘ মাস ধরে একমাসব্যাপী এই ব্রত পালন করে। ব্রতের উদ্দেশ্য হল উপযুক্ত স্বামী ও পুত্র লাভ।	১	মৌসুমি ব্যানার্জি সাহা
১. ৬	সেঁজুতি ব্রত গ্রামীণ বাংলার বাঙালি হিন্দুঘরের পাঁচ থেকে নয় বছর বয়সী কুমারী মেয়েরা কার্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ মাসের শেষদিন (সংক্রান্তি) পর্যন্ত একমাসব্যাপী প্রতি সন্ধ্যায় বাড়ির আঙিনায় আলপনা দিয়ে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে সেঁজুতি ব্রত পালন করে।	১	মৌসুমি ব্যানার্জি সাহা
২. ১	লোক ছড়া ছড়া মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত ঝংকারময় পদ্য। এটি সাধারণত স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এটি সাহিত্যের একটি প্রাচীন শাখা। যিনি ছড়া লেখেন তাকে ছড়াকার বলা হয়। ‘ছেলেভুলানো ছড়া’, ‘ঘুম পাড়ানি ছড়া’ ইত্যাদি ছড়া দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত। প্রাচীন যুগে ‘ছড়া’ সাহিত্যের মর্যাদা না পেলেও বর্তমানে সে তার প্রাপ্য সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও এখনও অনেকেই ছড়াসাহিত্যকে	২	অমিতাভ রায়

	শিশুসাহিত্যেরই একটি শাখা মনে করেন কিংবা সাহিত্যের মূলধারায় ছড়াকে স্বীকৃতি দিতে চান না। এই পর্বে ছাত্রছাত্রীদের বাংলার লোকছড়ার সঙ্গে সার্বিক পরিচয় হবে।		
২. ২	লোকনৃত্যের সাধারণ ধারণা লোকনৃত্য কোনো জনগোষ্ঠীর জীবনঘনিষ্ঠ নৃত্য। এ নৃত্য বিশেষ কোনো নরগোষ্ঠী, অঞ্চল বা উপজাতীয় সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে উদ্ভূত ও বিকশিত। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহ, সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় সংস্কারের একটা গভীর সম্পর্ক থাকে। বাংলাদেশে সুদূর অতীত থেকে নৌকা বাওয়া, মাছ ধরা, ফসল কাটা, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে লোকনৃত্যের উদ্ভব ও চর্চা হয়ে আসছে। এই পর্বে ছাত্রছাত্রীদের বাংলার লোকনৃত্যের প্রাথমিক ধারণা হবে।	২	দোলা দেবনাথ
২. ৩	ছৌ নাচ পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমায় প্রচলিত ছৌ নাচের ধারাটি পুরুলিয়া ছৌ নামে পরিচিত। এই ধারার স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। পুরুলিয়া ছৌ-এর সৌন্দর্য ও পারিপাট্য এটিকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছে। ১৯৯৫ সালে নতুন দিল্লিতে আয়োজিত প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ট্যাবলোর থিমই ছিল ছৌ নাচ। ছৌ মূলত উৎসব নৃত্য।	২	দোলা দেবনাথ
২. ৪	রায়বেশে রায়বেশে শুধুমাত্র পুরুষদের দ্বারা পরিবেশন করা ভারতীয় লোক যুদ্ধের নৃত্যের একটি ঘরানা। এই ধারার নৃত্যটি একসময় পশ্চিমবঙ্গে খুব জনপ্রিয় ছিল। বর্তমানে এটি বেশিরভাগ বীরভূম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলায় সঞ্চালিত হয়।গুরুসদয় দত্ত রায়বেঁশেকে পুনরায় সবার সামনে নিয়ে আসেন। গুরুসদয় দত্তের পর লোকায়ত শিল্পী সংসদ একে পুনরায় জীবিত করে।	২	দোলা দেবনাথ
২. ৫	গম্ভীরা গম্ভীরা বাংলার লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীতের অন্যতম একটি ধারা। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা ও বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাতে গম্ভীরার প্রচলন রয়েছে। গম্ভীরা	২	দোলা দেবনাথ

	দলবদ্ধভাবে গাওয়া হয়। এটি বর্ণনামূলক গান। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা অঞ্চলে গম্ভীরার মুখোশ পরে গম্ভীরা গানের তালে গম্ভীরা নৃত্য পরিবেশন করা হয়। বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা অঞ্চলের গম্ভীরার মুখ্য চরিত্রে নানা-নাতি খুব জনপ্রিয়।		
২. ৬	ধাঁধা ধাঁধা হলো একটি খেলা, সমস্যা বা খেলনা যা একজন ব্যক্তির চাতুর্য বা জ্ঞান পরীক্ষা করে। একটি ধাঁধার মধ্যে, ধাঁধাটির সঠিক বা মজাদার সমাধানে পৌঁছানোর জন্য সমাধানকারী যৌক্তিক উপায়ে টুকরোগুলিকে একত্রিত করবে (বা তাদের আলাদা করবে) বলে আশা করা হয়। ধাঁধা বিভিন্ন ধরনের রয়েছে, যেমন শব্দের ধাঁধা (শব্দজব্দ), শব্দ-অনুসন্ধান ধাঁধা, সংখ্যার ধাঁধা, সম্পর্কীয় ধাঁধা এবং যুক্তির ধাঁধা। ধাঁধার কেতাবি অধ্যয়নকে বলা হয় রহস্যবিদ্যা।	১	দোলা দেবনাথ
৩. ১	বাংলা প্রবাদ প্রবাদ প্রতিটি ভাষার অমূল্য সম্পদ। বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতি তথা সামগ্রিক জীবনাচরণে প্রবাদ প্রবচন সমৃদ্ধ একটি ধারা হিসেবে বিবেচিত। প্রবাদ প্রবচনের মাধ্যমে বাঙালির জীবন, ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার, বিশ্বাস ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবাদ ও প্রবচন প্রায় একই অর্থে এবং পাশাপাশি ব্যবহৃত হলেও এর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।	২	শর্মিষ্ঠা সরকার
৩. ২	বাংলা লোকসংগীত : সাধারণ পরিচয় বাংলার লোকসংগীতগুলি সাধারণত বাঙালির পেশা ও সাধনার ফসল। উচ্চ সংগীতের ব্যাকরণ ও রাগ-রাগিনীর বোধ না থাকার পরেও সাধারণ লোকজীবনের অন্তর্ভুক্ত মানুষ নিজেদের মনের আনন্দ, বেদনা, উৎসাহ ও আর্তি দিয়ে গড়ে তোলেন লোকসংগীত। এই অংশে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন লোকসংগীতের কথা ছাত্রছাত্রীদের বলা হবে। লোকসংগীত কীভাবে মূল ধারার সংগীতকেও প্রভাবিত করে তা শেখানো হবে।	১	শর্মিষ্ঠা সরকার
৩. ৩	বাউল বাউল একটি বিশেষ ধরনের গোষ্ঠী ও লোকাচার সঙ্গীত পরিবেশক, যারা গানের মধ্যে দিয়ে সহজসাধন, সুফিবাদ,	২	শর্মিষ্ঠা সরকার

	দেহতত্ত্ব প্রভৃতি মতাদর্শ প্রচার করে থাকে। বাউল সাধক বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে। মূলত বাউল সংগীত একধরনের বাংলা সহজিয়া সাধন সংগীত ছিল।		
৩. ৪	ভাটিয়ালি ভাটিয়ালি গান বাংলাদেশ এবং ভারতের ভাটি অঞ্চলের জনপ্রিয় গান। বাংলাদেশে বিশেষ করে নদ-নদী পূর্ণ ময়মনসিংহ অঞ্চলের ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর-পূর্ব দিকের অঞ্চলগুলোতে ভাটিয়ালী গানের মূল সৃষ্টি, চর্চাস্থল এবং সেখানেই এই লোকসঙ্গীতের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বাউলদের মতে ভাটিয়ালী গান হলো তাদের প্রকৃতিতত্ত্ব ভাগের গান।	২	শর্মিষ্ঠা সরকার
৩. ৫	ভাওয়াইয়া ভাওয়াইয়া গান মূলত বাংলাদেশের রংপুর এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে ও আসামের গোয়ালপাড়ায় প্রচলিত এক প্রকার পল্লীগীতি। এসকল গানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ গানগুলোতে স্থানীয় সংস্কৃতি, জনপদের জীবনযাত্রা, তাদের কর্মক্ষেত্র, পারিবারিক ঘটনাবলী ইত্যাদির সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে।	২	শর্মিষ্ঠা সরকার
৩. ৬	লোককথা সাধারণভাবে বলা হয় লোক থা হলো এক ধরনের কাল্পনিক গল্পকথা যেগুলি অতীত বা ঐতিহাসিক ঘটনার অনুকরণে গড়ে ওঠে। লোককথায় ঐতিহ্যবাহী লৌকিক সাহিত্যের প্রতিফলন ঘটে যার দ্বারা প্রাকৃতিক বা আধ্যাত্মিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যা দান করা হয়। কোন কালে বা কোন মানবসমাজে এই উদ্ভব ঘটেছিল তা জানা যায়। অনুমান করা হয় সভ্যতার ইতিহাসে গোষ্ঠী জীবন শুরু হওয়ার পর থেকেই লোকসমাজে লোককথা সৃষ্টি হয়। বঙ্গেও বিভিন্ন জেলায় তাদের নিজস্ব লোককথা রয়েছে।	২	শর্মিষ্ঠা সরকার

উদ্দেশ্য : বাঙালি এবং তার সংস্কৃতিকে জানতে হলে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের পাঠ নেওয়া খুবই জরুরী। বাংলার সমৃদ্ধ লোক-ঐতিহ্য থেকে নির্বাচিত কয়েকটি বিষয়ে পড়ুয়াদের ধারণা তৈরি হবে।

ফলশ্রুতি : আন্তর্জাতিক লোকসংস্কৃতির ধারণা পেল ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়া বাংলার লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার মধ্যে কয়েকটি লৌকিক ব্রত, গান, ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, নৃত্য ও কাহিনি সম্পর্কে তারা বিস্তারিত জানতে পারল।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বাংলার ব্রত — অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২. বাংলার লোকসাহিত্য — আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৩. লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ – পল্লব সেনগুপ্ত।

৪. বাংলা প্রবাদ — সুশীল কুমার দে ।

৫. বাংলার ধাঁধার ভূমিকা — নির্মলেন্দু ভৌমিক।

৬. বাংলা ছড়ার ভূমিকা — নির্মলেন্দু ভৌমিক।

৭. লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা— তুষার চট্টোপাধ্যায়।

৮. বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ — বরুন চক্রবর্তী।

৯. বাংলার লোককথা : টাইপ মোটিফ ও ইনডেক্স — দিব্যজ্যোতি মজুমদার

১০. বাউল ফকির কথা — সুধীর চক্রবর্তী।

১১. লোকসাহিত্য — মানুষ মজুমদার।

পাঠ পরিকল্পনা

শ্রেণি : ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক (CBCS)

সময় : JANUARY-JUNE

পত্র : BNGA-DSE-B-6 & BNGG-DSE-B-6

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিশদ উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক
১. ১	লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের সাধারণ পরিচয় প্রত্যেক সভ্যতার মূলধারার ঐতহ্যবাহী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রায় সমান্তরালে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হয়। আবার বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণ রাজা, স্থানীয় প্রশাসক বা ধর্মের প্রভাবে মূলধারার সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে গেছে। এই বিষয়টি বহুরৈখিক। ছাত্রছাত্রীদের এই পর্বে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের একটি প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হবে।	২	অভিজিৎ পাল
১. ২	টাইপ মোটিফ ইনডেক্স যে কোনও দেশের জনগোষ্ঠীর লোককথার প্রাণভোমরা ও লোকসমাজের সামাজিক জীবন এবং সমাজভাবনার পরিচয় পাওয়া যাবে লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স পদ্ধতির বিশ্লেষণের মাধ্যমে। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর লোককথার মেজাজ ও চরিত্র বিচার করলে দেখা যাবে, এক-একটি লোককথা এক-একটি টাইপ বা বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। আর প্রতিটি লোককথার এক বা একাধিক 'মূল বিষয়' থাকে। এটিই হল মোটিফ। একটি লোককথার খণ্ড খণ্ড কাহিনি-অংশ সমগ্র কাহিনিকে অখণ্ড সূত্রে গড়ে তোলে। লোককথার কাঠামো পরিবর্তিত কিংবা বিবর্তিত হলেও টাইপ ও মোটিফের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। এখানেই এই দুই পদ্ধতির বিশ্বজনীনতা। টাইপ ও মোটিফ পদ্ধতির মাধ্যমেই বিশ্বের সমস্ত লোকসমাজের মধ্যে মানসিক ও মানবিক সেতুবন্ধনের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। এমন মানবিক পরম্পরা লোকসংস্কৃতির অন্য পদ্ধতিগুলির মধ্যে নেই।	৪	অভিজিৎ পাল

১. ৩	বাংলার ব্রত ও পার্বণ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা বাংলার লোকায়ত ধর্ম ও সংস্কার থেকে অসংখ্য ব্রত ও পার্বণ জন্ম নিয়েছে। অঞ্চলভেদে তার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুইই তৈরি হয়েছে। ব্রত ও পার্বণ সাধারণত সমবেত অনুষ্ঠান। এই পর্বে বাংলার বিভিন্ন ব্রত ও পার্বণ উল্লেখ করে তার সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ও প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হবে।	২	অভিজিৎ পাল
১. ৪	পুণ্যিপুকুর ব্রত পুণ্যিপুকুর ব্রত বাংলার হিন্দুসমাজের অশাস্ত্রীয় বা মেয়েলি ব্রতগুলির অন্তর্গত একটি কুমারীব্রত। গ্রামীণ বাংলার বাঙালি হিন্দুঘরের পাঁচ থেকে নয় বছর বয়সী কুমারী মেয়েরা চৈত্র মাসের সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ মাসের শেষদিন (সংক্রান্তি) পর্যন্ত একমাসব্যাপী এই ব্রত পালন করে।	১	অভিজিৎ পাল
১. ৫	মাঘমন্ডল ব্রত মাঘমণ্ডল ব্রত বাংলার হিন্দুসমাজের অশাস্ত্রীয় বা মেয়েলি ব্রতগুলির অন্তর্গত একটি ব্রত। গ্রামীণ বাংলার বাঙালি হিন্দুঘরের কুমারী মেয়েরা মাঘ মাসের পয়লা থেকে সারা মাঘ মাস ধরে একমাসব্যাপী এই ব্রত পালন করে। ব্রতের উদ্দেশ্য হল উপযুক্ত স্বামী ও পুত্র লাভ।	১	অভিজিৎ পাল
১. ৬	সেঁজুতি ব্রত গ্রামীণ বাংলার বাঙালি হিন্দুঘরের পাঁচ থেকে নয় বছর বয়সী কুমারী মেয়েরা কার্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ মাসের শেষদিন (সংক্রান্তি) পর্যন্ত একমাসব্যাপী প্রতি সন্ধ্যায় বাড়ির আঙিনায় আলপনা দিয়ে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে সেঁজুতি ব্রত পালন করে।	১	অভিজিৎ পাল
২. ১	লোক ছড়া ছড়া মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত ঝংকারময় পদ্য। এটি সাধারণত স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এটি সাহিত্যের একটি প্রাচীন শাখা। যিনি ছড়া লেখেন তাকে ছড়াকার বলা হয়। ‘ছেলেভুলানো ছড়া’, ‘ঘুম পাড়ানি ছড়া’ ইত্যাদি ছড়া দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত। প্রাচীন যুগে ‘ছড়া’ সাহিত্যের মর্যাদা না পেলেও বর্তমানে সে তার প্রাপ্য সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও এখনও অনেকেই ছড়াসাহিত্যকে	২	সুমিতা কর্মকার

	শিশুসাহিত্যেরই একটি শাখা মনে করেন কিংবা সাহিত্যের মূলধারায় ছড়াকে স্বীকৃতি দিতে চান না। এই পর্বে ছাত্রছাত্রীদের বাংলার লোকছড়ার সঙ্গে সার্বিক পরিচয় হবে।		
২. ২	লোকনৃত্যের সাধারণ ধারণা লোকনৃত্য কোনো জনগোষ্ঠীর জীবনঘনিষ্ঠ নৃত্য। এ নৃত্য বিশেষ কোনো নরগোষ্ঠী, অঞ্চল বা উপজাতীয় সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে উদ্ভূত ও বিকশিত। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহ, সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় সংস্কারের একটা গভীর সম্পর্ক থাকে। বাংলাদেশে সুদূর অতীত থেকে নৌকা বাওয়া, মাছ ধরা, ফসল কাটা, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে লোকনৃত্যের উদ্ভব ও চর্চা হয়ে আসছে। এই পর্বে ছাত্রছাত্রীদের বাংলার লোকনৃত্যের প্রাথমিক ধারণা হবে।	২	সুমিতা কর্মকার
২. ৩	ছৌ নাচ পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমায় প্রচলিত ছৌ নাচের ধারাটি পুরুলিয়া ছৌ নামে পরিচিত। এই ধারার স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। পুরুলিয়া ছৌ-এর সৌন্দর্য ও পারিপাট্য এটিকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছে। ১৯৯৫ সালে নতুন দিল্লিতে আয়োজিত প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ট্যাবলোর থিমই ছিল ছৌ নাচ। ছৌ মূলত উৎসব নৃত্য।	২	সুমিতা কর্মকার
২. ৪	রায়বেশে রায়বেশে শুধুমাত্র পুরুষদের দ্বারা পরিবেশন করা ভারতীয় লোক যুদ্ধের নৃত্যের একটি ঘরানা। এই ধারার নৃত্যটি একসময় পশ্চিমবঙ্গে খুব জনপ্রিয় ছিল। বর্তমানে এটি বেশিরভাগ বীরভূম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলায় সঞ্চালিত হয়।গুরুসদয় দত্ত রায়বেঁশেকে পুনরায় সবার সামনে নিয়ে আসেন। গুরুসদয় দত্তের পর লোকায়ত শিল্পী সংসদ একে পুনরায় জীবিত করে।	২	সুমিতা কর্মকার
২. ৫	গম্ভীরা গম্ভীরা বাংলার লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীতের অন্যতম একটি ধারা। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা ও বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাতে গম্ভীরার প্রচলন রয়েছে। গম্ভীরা	২	সুমিতা কর্মকার

	দলবদ্ধভাবে গাওয়া হয়। এটি বর্ণনামূলক গান। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা অঞ্চলে গম্ভীরার মুখোশ পরে গম্ভীরা গানের তালে গম্ভীরা নৃত্য পরিবেশন করা হয়। বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা অঞ্চলের গম্ভীরার মুখ্য চরিত্রে নানা-নাতি খুব জনপ্রিয়।		
২. ৬	ধাঁধা ধাঁধা হলো একটি খেলা, সমস্যা বা খেলনা যা একজন ব্যক্তির চাতুর্য বা জ্ঞান পরীক্ষা করে। একটি ধাঁধার মধ্যে, ধাঁধাটির সঠিক বা মজাদার সমাধানে পৌঁছানোর জন্য সমাধানকারী যৌক্তিক উপায়ে টুকরোগুলিকে একত্রিত করবে (বা তাদের আলাদা করবে) বলে আশা করা হয়। ধাঁধা বিভিন্ন ধরনের রয়েছে, যেমন শব্দের ধাঁধা (শব্দজব্দ), শব্দ-অনুসন্ধান ধাঁধা, সংখ্যার ধাঁধা, সম্পর্কীয় ধাঁধা এবং যুক্তির ধাঁধা। ধাঁধার কেতাবি অধ্যয়নকে বলা হয় রহস্যবিদ্যা।	**১**	সুমিতা কর্মকার
৩. ১	বাংলা প্রবাদ প্রবাদ প্রতিটি ভাষার অমূল্য সম্পদ। বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতি তথা সামগ্রিক জীবনাচরণে প্রবাদ প্রবচন সমৃদ্ধ একটি ধারা হিসেবে বিবেচিত। প্রবাদ প্রবচনের মাধ্যমে বাঙালির জীবন, ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার, বিশ্বাস ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবাদ ও প্রবচন প্রায় একই অর্থে এবং পাশাপাশি ব্যবহৃত হলেও এর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।	**২**	সুমিতা কর্মকার
৩. ২	বাংলা লোকসংগীত : সাধারণ পরিচয় বাংলার লোকসংগীতগুলি সাধারণত বাঙালির পেশা ও সাধনার ফসল। উচ্চ সংগীতের ব্যাকরণ ও রাগ-রাগিনীর বোধ না থাকার পরেও সাধারণ লোকজীবনের অন্তর্ভুক্ত মানুষ নিজেদের মনের আনন্দ, বেদনা, উৎসাহ ও আর্তি দিয়ে গড়ে তোলেন লোকসংগীত। এই অংশে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন লোকসংগীতের কথা ছাত্রছাত্রীদের বলা হবে। লোকসংগীত কীভাবে মূল ধারার সংগীতকেও প্রভাবিত করে তা শেখানো হবে।	**১**	সুমিতা কর্মকার
৩. ৩	বাউল বাউল একটি বিশেষ ধরনের গোষ্ঠী ও লোকাচার সঙ্গীত পরিবেশক, যারা গানের মধ্যে দিয়ে সহজসাধন, সুফিবাদ,	**২**	সুমিতা কর্মকার

	দেহতত্ত্ব প্রভৃতি মতাদর্শ প্রচার করে থাকে। বাউল সাধক বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে। মূলত বাউল সংগীত একধরনের বাংলা সহজিয়া সাধন সংগীত ছিল।		
৩. ৪	ভাটিয়ালি ভাটিয়ালি গান বাংলাদেশ এবং ভারতের ভাটি অঞ্চলের জনপ্রিয় গান। বাংলাদেশে বিশেষ করে নদ-নদী পূর্ণ ময়মনসিংহ অঞ্চলের ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর-পূর্ব দিকের অঞ্চলগুলোতে ভাটিয়ালী গানের মূল সৃষ্টি, চর্চাস্থল এবং সেখানেই এই লোকসঙ্গীতের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বাউলদের মতে ভাটিয়ালী গান হলো তাদের প্রকৃতিতত্ত্ব ভাগের গান।	২	সুমিতা কর্মকার
৩. ৫	ভাওয়াইয়া ভাওয়াইয়া গান মূলত বাংলাদেশের রংপুর এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে ও আসামের গোয়ালপাড়ায় প্রচলিত এক প্রকার পল্লীগীতি। এসকল গানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ গানগুলোতে স্থানীয় সংস্কৃতি, জনপদের জীবনযাত্রা, তাদের কর্মক্ষেত্র, পারিবারিক ঘটনাবলী ইত্যাদির সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে।	২	সুমিতা কর্মকার
৩. ৬	লোককথা সাধারণভাবে বলা হয় লোক থা হলো এক ধরনের কাল্পনিক গল্পকথা যেগুলি অতীত বা ঐতিহাসিক ঘটনার অনুকরণে গড়ে ওঠে। লোককথায় ঐতিহ্যবাহী লৌকিক সাহিত্যের প্রতিফলন ঘটে যার দ্বারা প্রাকৃতিক বা আধ্যাত্মিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যা দান করা হয়। কোন কালে বা কোন মানবসমাজে এই উদ্ভব ঘটেছিল তা জানা যায়। অনুমান করা হয় সভ্যতার ইতিহাসে গোষ্ঠী জীবন শুরু হওয়ার পর থেকেই লোকসমাজে লোককথা সৃষ্টি হয়। বঙ্গেও বিভিন্ন জেলায় তাদের নিজস্ব লোককথা রয়েছে।	২	সুমিতা কর্মকার

উদ্দেশ্য : বাঙালি এবং তার সংস্কৃতিকে জানতে হলে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের পাঠ নেওয়া খুবই জরুরী। বাংলার সমৃদ্ধ লোক-ঐতিহ্য থেকে নির্বাচিত কয়েকটি বিষয়ে পড়ুয়াদের ধারণা তৈরি হবে।

ফলশ্রুতি : আন্তর্জাতিক লোকসংস্কৃতির ধারণা পেল ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়া বাংলার লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার মধ্যে কয়েকটি লৌকিক ব্রত, গান, ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, নৃত্য ও কাহিনি সম্পর্কে তারা বিস্তারিত জানতে পারল।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বাংলার ব্রত — অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২. বাংলার লোকসাহিত্য — আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৩. লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ – পল্লব সেনগুপ্ত।

৪. বাংলা প্রবাদ — সুশীল কুমার দে ।

৫. বাংলার ধাঁধার ভূমিকা — নির্মলেন্দু ভৌমিক।

৬. বাংলা ছড়ার ভূমিকা — নির্মলেন্দু ভৌমিক।

৭. লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা— তুষার চট্টোপাধ্যায়।

৮. বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ — বরুন চক্রবর্তী।

৯. বাংলার লোককথা : টাইপ মোটিফ ও ইনডেক্স — দিব্যজ্যোতি মজুমদার

১০. বাউল ফকির কথা — সুধীর চক্রবর্তী।

১১. লোকসাহিত্য — মানুষ মজুমদার।

।। পাঠপরিকল্পনা ।।

।। শ্রেণী—প্রথম ষাণ্মাসিক (under CBCS)।।

।। সময়—জুলাই থেকে ডিসেম্বর ।।

BNG-G-CC/GE-1-1-TH-TU

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ
	বিষয়—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ) **উদ্দেশ্য—**ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে আমাদের চিন্তা-চেতনা, জীবনচেতনায় যে পরিবর্তন এসেছিল সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করানো। আধুনিক সাহিত্যের কবিতা নাটক গদ্যসাহিত্য সম্পর্কে ছাত্রদের পরিচিত করানো।			১। নিম্নে প্রদত্ত গ্রন্থতালিকাভুক্ত গ্রন্থগুলির প্রাসঙ্গিক অংশ পাঠ।
১. ক	**নকশা ও কথাগদ্য থেকে উপন্যাস—বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ** বাংলাগদ্যের বিকাশ ঘটার পরেই উপন্যাসের আবির্ভাব। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ও ইংরাজি নাটকের অনুবাদ করে কথাসাহিত্যের উদবোধন করেন এবং উপন্যাসের উপযুক্ত ভাষাও অনেকটা গড়ে দিয়েছিলেন। উপন্যাসের উদ্ভবে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নকশা, হানা ক্যাথারিন ম্যুলেন্সের পারিবারিক চিত্র**(ফুলমণি ও করুণার বিবরণ/১৮৫২)** প্যারীচাঁদের মিত্রের সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচিত **অঙ্গুরীয় বিনিময় (১৮৫৭)** ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য রচিত **দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ** (১৮৫৬) ইত্যাদি গ্রন্থের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।	২৩	**মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা**	২। প্রবন্ধ, কথাসাহিত্য, কাব্য নাটক ও পত্রিকা শাখায় প্রকাশনার কালসহ সময় সারণি নির্মাণ। ৩। পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত প্রাবন্ধিক/কবি/ নাট্যকারদের রচনাংশ সংগ্রহ ও ক্লাসে পাঠ করা।

১.খ	**ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ লেখকের গদ্য প্রবন্ধ....** বাংলা উপন্যাসের উদ্ভবের পথে প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **নববাবুবিলাস (১৮২৩)**। এটি একটা ব্যঙ্গাত্মক রচনা। প্যারীচাঁদ মিত্রের **আলালের ঘরের দুলাল**-এ**(১৮৫৮)** নকশাধর্মী রচনারীতির সঙ্গে মিশে রয়েছে উপন্যাসের লক্ষণ। এই গ্রন্থে প্যারীচাঁদ সাধুভাষার কাঠামোয় মৌখিক ভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ **হুতোম প্যাঁচার নকশা**য় **(১৮৬১-১৮৬২)** পুরোপুরি কথ্য ভাষায় লেখা। এমনি করে অন্যান্য প্রাবন্ধিকের গদ্যের সঙ্গেও পরিচিত করানো হলো।		**মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা**	
২	আধুনিক যুগের বাংলা কবিতা সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত করানোর জন্য এই শতকের উল্লেখযোগ্য কবিদের কাব্যচর্চা এই অংশে তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সম্পর্কে এই অংশে ছাত্র- ছাত্রীদের অবহিত করার প্রয়াস রয়েছে। এই কজন কবি ব্যতীত এই অংশে আলোচিত হয়েছেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ কবিরা।	১৩	**দোলা দেবনাথ**	
২ ক	**বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,** বিহারীলাল চক্রবর্তী সারদামঙ্গল কাব্যে(১৮৭৯) রোমাণ্টিক আত্মনিষ্ঠ গীতিকবিতার (লিরিক) ধারাটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন।		**দোলা দেবনাথ**	

	নূতন নূতন ছন্দোরীতির প্রবর্তনা, অসাধারণ শিল্পরূপ, সুগভীর দার্শনিকতা, উনিশ শতকের মানবিক ভাবধারার সঙ্গে বিশ শতকের ভাবনাকে যুক্ত করা, এবং সমসাময়িক লেখকদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করা—সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র যুগ। ১৮৭৮ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চাকে ৮টি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা হবে। রবীন্দ্র-উত্তর কবিদের নিয়েও একই ভাবে আলোচনা করা হবে।			
২ খ	**আধুনিক বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ** **১৭৯৫** সালে হেরাসিম লেবেদফ ও গোলোকনাথ দাসের যৌথ প্রচেষ্টায় ইংরাজি নাটক দ্য ডিসগাইসের অনুবাদ **কাল্পনিক সঙবদল** বাংলা ভাষার **প্রথম নাটক। ১৮৫২** সালে প্রকাশিত **তারাচরণ শিকদার রচিত ভদ্রার্জুন** ও **জি সি গুপ্ত রচিত কীর্তিবিলাস** বাংলায় রচিত **প্রথম মৌলিক নাটক**। **রামনারায়ণ তর্করত্ন** সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ , ও সামাজিক নাটক রচনা করেন। প্রাক-মধুসূদন বাংলা নাটকে যাত্রারীতির বদলে সংস্কৃত ও ইংরাজি নাটকের প্রভাব দেখা যায়।	১০	**অমিতাভ রায়**	
২ গ	**মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র** মধুসূদন বাংলা নাটকে আধুনিকতা নিয়ে আসেন। তাঁর প্রথম দুটি নাটকে (**শর্মিষ্ঠা/১৮৫৯ ও পদ্মাবতী/১৮৬০**) সংস্কৃত প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে দুটি প্রহসন ও কৃষ্ণকুমারী নাটকে তিনি পাশ্চাত্য নাট্য আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ট্রাজেডী এবং ব্যঙ্গাত্মক রচনা দুটি ক্ষেত্রেই সার্থকতা লাভ করেন। দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক নীলদর্পণ (১৮৬০) আর্থ-সামাজিক সমস্যা নিয়ে লেখা প্রথম বাংলা নাটক। এটি সমকালে আলোড়ন তুলেছিল। এছাড়া তিনি অনেকগুলি প্রহসন কমেডি রচনা করেন। কৌতুক রসে তিনি সার্থকতা লাভ করেছিলেন		**অমিতাভ রায়**	

২ ঘ	**গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** অমৃতলালা বসু প্রহসন রচনায় সার্থকতা পেয়েছিলেন। তিনি নাটকে প্রগতিশীল ভাবধারার বিরোধীতা করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ একাধারে পরিচালক-অভিনেতা-নাট্যকার ছিলেন। তিনি রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে বিভিন্ন শাখায় নাটক রচনা করেন। তবে ঐতিহাসিক এবং ভক্তিরসের নাটকে তিনি সার্থকতা অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথ নানাধরনের নাটক রচনা করেছিলেন। তিনিই বাংলাসাহিত্যে প্রথম সংকেতনাট্য রচনাকরেন। রুচিপূর্ণ কৌতুকনাট্য রচনাতেও তিনি অনন্য।		**অমিতাভ রায়**	
৩. ক	**নকশা ও কথাগদ্য থেকে উপন্যাস—বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ** বাংলাগদ্যের বিকাশ ঘটার পরেই উপন্যাসের আবির্ভাব। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ও ইংরাজি নাটকের অনুবাদ করে কথাসাহিত্যের উদবোধন করেন এবং উপন্যাসের উপযুক্ত ভাষাও অনেকটা গড়ে দিয়েছিলেন। উপন্যাসের উদ্ভবে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নকশা, হানা ক্যাথারিন ম্যুলেন্সের পারিবারিক চিত্র**(ফুলমণি ও করুণার বিবরণ/১৮৫২)** প্যারীচাঁদের মিত্রের সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচিত **অঙ্গুরীয় বিনিময় (১৮৫৭)** ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য রচিত **দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ** (১৮৫৬) ইত্যাদি গ্রন্থের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।	২৩	**শর্মিষ্ঠা সরকার**	
৩. খ	**বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের উপন্যাস ও ছোটগল্প।** বঙ্কিমচন্দ্রের **দুর্গেশনন্দিনী(১৮৬৫)** বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। তিনি সামাজিক ও ইতিহাসাশ্রিত দুধরনের উপন্যাসই রচনা করেন। তাঁর উপন্যাসের গঠনরীতিতে নাট্যধর্ম ও কাব্যরস দু'য়ের মিশ্রণ দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল উপন্যাসই লিখেছিলেন কিন্তু অন্য দুজন উপন্যাস ছাড়া ছোটগল্পও লিখেছিলেন।		**শর্মিষ্ঠা সরকার**	

৩.গ	**বাংলা ছোটোগল্পের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট ও রবীন্দ্রনাথ** বাংলা ছোটোগল্প রূপসিদ্ধি রবীন্দ্রনাথের রচনায়। তিনি ১৮৯১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত ছোটোগল্প রচনা করেন । তাঁর ছোটগল্প **গল্পগুচ্ছ**-এর তিনটি খণ্ডে ও **তিনসঙ্গী**তে সঙ্কলিত হয়েছে। তাঁর ছোটোগল্পে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক এবং মানবমনের জটিলতা প্রকাশিত হয়েছে। এর পরবর্তি ছোটগল্পকারদের সম্পর্কেও অনুরূপ আলোচনা করা হলো।		**শর্মিষ্ঠা সরকার**	

গ্রন্থতালিকা

১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩-৪ খন্ড)—সুকুমার সেন

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৬-৮)—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (৩-৮)—ভূদেব চৌধুরি

৪। বাংলা সাহিত্যে গদ্য—সুকুমার সেন

ফলশ্রুতি

১। আধুনিক যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ হল।

২। আধুনিক যুগের গদ্য প্রবন্ধ কাব্য কবিতা নাটক সম্পর্কে ধারণা লাভ।

৩। আধুনিক যুগের কথাসাহিত্যের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ।

৪। প্রসঙ্গত বিভিন্নধরণের সাহিত্যরূপ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভ।

।। পাঠপরিকল্পনা ।।

।। শ্রেণী—প্রথম ষাণ্মাসিক (under CBCS)।।

।। সময়—জুলাই থেকে ডিসেম্বর ।।

BNG-G-CC/GE-1-1-TH-TU

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ
	বিষয়—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ) **উদ্দেশ্য—**ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে আমাদের চিন্তা-চেতনা, জীবনচেতনায় যে পরিবর্তন এসেছিল সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করানো। আধুনিক সাহিত্যের কবিতা নাটক গদ্যসাহিত্য সম্পর্কে ছাত্রদের পরিচিত করানো।			১। নিম্নে প্রদত্ত গ্রন্থতালিকাভুক্ত গ্রন্থগুলির প্রাসঙ্গিক অংশ পাঠ।
১. ক	**নকশা ও কথাগদ্য থেকে উপন্যাস—বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ** বাংলাগদ্যের বিকাশ ঘটার পরেই উপন্যাসের আবির্ভাব। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ও ইংরাজি নাটকের অনুবাদ করে কথাসাহিত্যের উদবোধন করেন এবং উপন্যাসের উপযুক্ত ভাষাও অনেকটা গড়ে দিয়েছিলেন। উপন্যাসের উদ্ভবে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নকশা, হানা ক্যাথারিন ম্যুলেন্সের পারিবারিক চিত্র**(ফুলমণি ও করুণার বিবরণ/১৮৫২)** প্যারীচাঁদের মিত্রের সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচিত **অঙ্গুরীয় বিনিময় (১৮৫৭)** ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য রচিত **দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ** (১৮৫৬) ইত্যাদি গ্রন্থের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।	২৩	**সুমিতা কর্মকার**	২। প্রবন্ধ, কথাসাহিত্য, কাব্য নাটক ও পত্রিকা শাখায় প্রকাশনার কালসহ সময় সারণি নির্মাণ। ৩। পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত প্রাবন্ধিক/কবি/ নাট্যকারদের রচনাংশ সংগ্রহ ও ক্লাসে পাঠ করা।

১.খ	**ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ লেখকের গদ্য প্রবন্ধ....** বাংলা উপন্যাসের উদ্ভবের পথে প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **নববাবুবিলাস (১৮২৩)**। এটি একটা ব্যঙ্গাত্মক রচনা। প্যারীচাঁদ মিত্রের **আলালের ঘরের দুলাল**-এ**(১৮৫৮)** নকশাধর্মী রচনারীতির সঙ্গে মিশে রয়েছে উপন্যাসের লক্ষণ। এই গ্রন্থে প্যারীচাঁদ সাধুভাষার কাঠামোয় মৌখিক ভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ **হুতোম প্যাঁচার নকশা**য় **(১৮৬১-১৮৬২)** পুরোপুরি কথ্য ভাষায় লেখা। এমনি করে অন্যান্য প্রাবন্ধিকের গদ্যের সঙ্গেও পরিচিত করানো হলো।		**সুমিতা কর্মকার**	
২	আধুনিক যুগের বাংলা কবিতা সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত করানোর জন্য এই শতকের উল্লেখযোগ্য কবিদের কাব্যচর্চা এই অংশে তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সম্পর্কে এই অংশে ছাত্র- ছাত্রীদের অবহিত করার প্রয়াস রয়েছে। এই কজন কবি ব্যতীত এই অংশে আলোচিত হয়েছেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ কবিরা।	১৩	**সুমিতা কর্মকার**	
২ ক	**বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,** বিহারীলাল চক্রবর্তী সারদামঙ্গল কাব্যে(১৮৭৯) রোমাণ্টিক আত্মনিষ্ঠ গীতিকবিতার (লিরিক) ধারাটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন।		**সুমিতা কর্মকার**	

	নূতন নূতন ছন্দোরীতির প্রবর্তনা, অসাধারণ শিল্পরূপ, সুগভীর দার্শনিকতা, উনিশ শতকের মানবিক ভাবধারার সঙ্গে বিশ শতকের ভাবনাকে যুক্ত করা, এবং সমসাময়িক লেখকদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করা—সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র যুগ। ১৮৭৮ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চাকে ৮টি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা হবে। রবীন্দ্র-উত্তর কবিদের নিয়েও একই ভাবে আলোচনা করা হবে।			
২ খ	**আধুনিক বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ** **১৭৯৫** সালে হেরাসিম লেবেদফ ও গোলোকনাথ দাসের যৌথ প্রচেষ্টায় ইংরাজি নাটক দ্য ডিসগাইসের অনুবাদ **কাল্পনিক সঙবদল** বাংলা ভাষার **প্রথম নাটক। ১৮৫২** সালে প্রকাশিত **তারাচরণ শিকদার রচিত ভদ্রার্জুন** ও **জি সি গুপ্ত রচিত কীর্তিবিলাস** বাংলায় রচিত **প্রথম মৌলিক নাটক**। **রামনারায়ণ তর্করত্ন** সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ , ও সামাজিক নাটক রচনা করেন। প্রাক-মধুসূদন বাংলা নাটকে যাত্রারীতির বদলে সংস্কৃত ও ইংরাজি নাটকের প্রভাব দেখা যায়।	১০	**অভিজিৎ পাল**	
২ গ	**মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র** মধুসূদন বাংলা নাটকে আধুনিকতা নিয়ে আসেন। তাঁর প্রথম দুটি নাটকে (**শর্মিষ্ঠা/১৮৫৯ ও পদ্মাবতী/১৮৬০**) সংস্কৃত প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে দুটি প্রহসন ও কৃষ্ণকুমারী নাটকে তিনি পাশ্চাত্য নাট্য আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ট্রাজেডী এবং ব্যঙ্গাত্মক রচনা দুটি ক্ষেত্রেই সার্থকতা লাভ করেন। দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক নীলদর্পণ (১৮৬০) আর্থ-সামাজিক সমস্যা নিয়ে লেখা প্রথম বাংলা নাটক। এটি সমকালে আলোড়ন তুলেছিল। এছাড়া তিনি অনেকগুলি প্রহসন কমেডি রচনা করেন। কৌতুক রসে তিনি সার্থকতা লাভ করেছিলেন		**অভিজিৎ পাল**	

২ ঘ	**গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** অমৃতলালা বসু প্রহসন রচনায় সার্থকতা পেয়েছিলেন। তিনি নাটকে প্রগতিশীল ভাবধারার বিরোধীতা করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ একাধারে পরিচালক-অভিনেতা-নাট্যকার ছিলেন। তিনি রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে বিভিন্ন শাখায় নাটক রচনা করেন। তবে ঐতিহাসিক এবং ভক্তিরসের নাটকে তিনি সার্থকতা অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথ নানাধরনের নাটক রচনা করেছিলেন। তিনিই বাংলাসাহিত্যে প্রথম সংকেতনাট্য রচনাকরেন। রুচিপূর্ণ কৌতুকনাট্য রচনাতেও তিনি অনন্য।		**অভিজিৎ পাল**	
৩. ক	**নকশা ও কথাগদ্য থেকে উপন্যাস—বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ** বাংলাগদ্যের বিকাশ ঘটার পরেই উপন্যাসের আবির্ভাব। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ও ইংরাজি নাটকের অনুবাদ করে কথাসাহিত্যের উদবোধন করেন এবং উপন্যাসের উপযুক্ত ভাষাও অনেকটা গড়ে দিয়েছিলেন। উপন্যাসের উদ্ভবে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নকশা, হানা ক্যাথারিন ম্যুলেন্সের পারিবারিক চিত্র**(ফুলমণি ও করুণার বিবরণ/১৮৫২)** প্যারীচাঁদের মিত্রের সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচিত **অঙ্গুরীয় বিনিময় (১৮৫৭)** ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য রচিত **দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ** (১৮৫৬) ইত্যাদি গ্রন্থের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।	২৩	**অভিজিৎ পাল**	
৩. খ	**বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের উপন্যাস ও ছোটগল্প।** বঙ্কিমচন্দ্রের **দুর্গেশনন্দিনী(১৮৬৫)** বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। তিনি সামাজিক ও ইতিহাসাশ্রিত দুধরনের উপন্যাসই রচনা করেন। তাঁর উপন্যাসের গঠনরীতিতে নাট্যধর্ম ও কাব্যরস দু'য়ের মিশ্রণ দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল উপন্যাসই লিখেছিলেন কিন্তু অন্য দুজন উপন্যাস ছাড়া ছোটগল্পও লিখেছিলেন।		**অভিজিৎ পাল**	

৩.গ	**বাংলা ছোটোগল্পের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট ও রবীন্দ্রনাথ** বাংলা ছোটোগল্প রূপসিদ্ধি রবীন্দ্রনাথের রচনায়। তিনি ১৮৯১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত ছোটোগল্প রচনা করেন । তাঁর ছোটগল্প **গল্পগুচ্ছ**-এর তিনটি খণ্ডে ও **তিনসঙ্গী**তে সঙ্কলিত হয়েছে। তাঁর ছোটোগল্পে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক এবং মানবমনের জটিলতা প্রকাশিত হয়েছে। এর পরবর্তি ছোটগল্পকারদের সম্পর্কেও অনুরূপ আলোচনা করা হলো।		**অভিজিৎ পাল**	

গ্রন্থতালিকা

১। বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩-৪ খন্ড)—সুকুমার সেন

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৬-৮)—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (৩-৮)—ভূদেব চৌধুরি

৪। বাংলা সাহিত্যে গদ্য—সুকুমার সেন

ফলশ্রুতি

১। আধুনিক যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ হল।

২। আধুনিক যুগের গদ্য প্রবন্ধ কাব্য কবিতা নাটক সম্পর্কে ধারণা লাভ।

৩। আধুনিক যুগের কথাসাহিত্যের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ।

৪। প্রসঙ্গত বিভিন্নধরণের সাহিত্যরূপ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভ।

।। পাঠপরিকল্পনা ।।

।। শ্রেণী—দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক (under CBCS)।।

।। সময়—জানুয়ারি থেকে জুন ।।

BNGG-CC/GE-2-TH-TU

বিয়য় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের উল্লেখ	পাঠর সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ
১	**ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞান** **উদ্দেশ্য—প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা হিসেবে বাংলাভাষার উদ্ভব ও বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ের সাহিত্যিক নিদর্শনের সহায়তায় পর্যায়গুলির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়া।**	২৩	মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	
১. ক	**বাংলা ভাষার উদ্ভবের গতিরেখা** ইন্দো-ইরাণীয় শাখা থেকে আদি ও মধ্য ভারতীয় পর্যায় অতিক্রম কর ও নব্য ভারতীয় পর্যায়ে এসে দশম শতক থেকে বাংলা এবং অন্যান্য আধুনিক উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় ভাষাগুলি জন্মলাভ করে।		মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	
১. খ	**আদি-মধ্য বাংলার ভাষা তাত্ত্বিক লক্ষণ** বড়ু চণ্ডিদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থটির খোঁজ পাওয়ার পর আদি ও মধ্যযুগের মধ্যবর্তী বাংলা ভাষার (ত্রয়োদশ-চতুর্দশ) সম্পর্কে জানা গেছে। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত বাংলাভাষাকে আদি-মধ্য যুগের বাংলা বলা হয়।		অমিতাভ রায়	
২.ক	ছন্দ বিষয় – ছন্দ, উদ্দেশ্য – সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের ছন্দ সম্পর্কে ধারণা থাকা খুবই প্রয়োজন। এই কোর্সের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের কাব্য কবিতার পাঠকে গভীরতর করা। কবিতা লিখতে উৎসাহী ছাত্রের কবিতা লেখায় ছন্দ বোধ তৈরি করা।	২৩	দোলা দেবনাথ	

২.খ	ছন্দ – এখানে ছন্দের বিভিন্ন দিক বিষয় হিসেবে রয়েছে । এই বিষয়গুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হবে। প্রথম ক্লাসে থাকবে ভূমিকা। • ভুমিকা • কবিতা ও ছন্দ ছন্দের পরিভাষা সমূহ • বাংলা ছন্দের ত্রিধারা • বাংলা ছন্দের কয়েকটি অন্যান্য রূপবন্ধ • ছন্দলিপি প্রণয়ন		দোলা দেবনাথ	
৩. ক	অলংকার উদ্দেশ্য – সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের অলংকার সম্পর্কে ধারণা থাকা খুবই প্রয়োজন। এই কোর্সের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের কাব্য কবিতার পাঠকে গভীরতর করা। কবিতা লিখতে উৎসাহী ছাত্রদের কবিতা লেখায় অলংকার জ্ঞান সঞ্চারিত করা।	২৩	শর্মিষ্ঠা সরকার	
৩ খ	শব্দ নির্ভর অলংকার এবং অর্থ নির্ভর অলংকার সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করা হলো। • পাঠ্যক্রমে থাকা শব্দালংকারগুলি এক এক করে আলোচনা করে উদাহরণসহ বুঝিয়ে দেওয়া হলো। • পাঠ্যক্রমে থাকা অর্থালংকারগুলি এক এক করে আলোচনা করে উদাহরণসহ বুঝিয়ে দেওয়া হলো। • কবিতার পংক্তি ধরে অলংকার নির্নয় শেখানো হলো।		শর্মিষ্ঠা সরকার	

গ্রন্থতালিকা

১। ভাষার ইতিবৃত্ত- সুকুমার সেন

২। সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা- রামেশ্বর শ

৩। বাংলা ছন্দ- জীবেন্দ্র সিংহ রায়

৪। বাংলা ছন্দ পরিচয়- নীলরতন সেন

৫। অলংকার চন্দ্রিকা-শ্যামাপদ চক্রবর্তী

৬। বাংলা অলংকার- জীবেন্দ্র সিংহ রায়

ফলশ্রুতি

ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ, অলংকার ইত্যাদি বিষয়ে একটা ধারণা তৈরি হলো। কবিতা পাঠের প্রাথমিক লক্ষণগুলির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় হলো। কবিতা রচনাতেও তারা উৎসাহিত হলো এবং ব্যাকারণগত ভাবে নির্ভুল কবিতা লেখার সম্ভাবনা তৈরি হলো।

।। পাঠপরিকল্পনা ।।

।। শ্রেণী—দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক (under CBCS)।।

।। সময়—জানুয়ারি থেকে জুন ।।

BNGG-CC/GE-2-TH-TU

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের উল্লেখ	পাঠর সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ
১	**ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞান** **উদ্দেশ্য—প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা হিসেবে বাংলাভাষার উদ্ভব ও বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ের সাহিত্যিক নিদর্শনের সহায়তায় পর্যায়গুলির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়া।**	২৩	সুমিতা কর্মকার	
১. ক	**বাংলা ভাষার উদ্ভবের গতিরেখা** ইন্দো-ইরাণীয় শাখা থেকে আদি ও মধ্য ভারতীয় পর্যায় অতিক্রম কর ও নব্য ভারতীয় পর্যায়ে এসে দশম শতক থেকে বাংলা এবং অন্যান্য আধুনিক উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় ভাষাগুলি জন্মলাভ করে।		সুমিতা কর্মকার হ	
১. খ	**আদি-মধ্য বাংলার ভাষা তাত্ত্বিক লক্ষণ** বড়ু চণ্ডিদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থটির খোঁজ পাওয়ার পর আদি ও মধ্যযুগের মধ্যবর্তী বাংলা ভাষার (ত্রয়োদশ-চতুর্দশ) সম্পর্কে জানা গেছে। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত বাংলাভাষাকে আদি-মধ্য যুগের বাংলা বলা হয়।		সুমিতা কর্মকার	
২.ক	ছন্দ বিষয় – ছন্দ, উদ্দেশ্য – সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের ছন্দ সম্পর্কে ধারণা থাকা খুবই প্রয়োজন। এই কোর্সের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের কাব্য কবিতার পাঠকে গভীরতর করা। কবিতা লিখতে উৎসাহী ছাত্রের কবিতা লেখায় ছন্দ বোধ তৈরি করা।	২৩	সুমিতা কর্মকার	

২.খ	ছন্দ – এখানে ছন্দের বিভিন্ন দিক বিষয় হিসেবে রয়েছে । এই বিষয়গুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হবে। প্রথম ক্লাসে থাকবে ভূমিকা। • ভুমিকা • কবিতা ও ছন্দ ছন্দের পরিভাষা সমূহ • বাংলা ছন্দের ত্রিধারা • বাংলা ছন্দের কয়েকটি অন্যান্য রূপবন্ধ • ছন্দলিপি প্রণয়ন		সুমিতা কর্মকার	
৩. ক	অলংকার উদ্দেশ্য – সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের অলংকার সম্পর্কে ধারণা থাকা খুবই প্রয়োজন। এই কোর্সের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের কাব্য কবিতার পাঠকে গভীরতর করা। কবিতা লিখতে উৎসাহী ছাত্রদের কবিতা লেখায় অলংকার জ্ঞান সঞ্চারিত করা।	২৩	অভিজিত পাল	
৩ খ	শব্দ নির্ভর অলংকার এবং অর্থ নির্ভর অলংকার সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করা হলো। • পাঠ্যক্রমে থাকা শব্দালংকারগুলি এক এক করে আলোচনা করে উদাহরণসহ বুঝিয়ে দেওয়া হলো। • পাঠ্যক্রমে থাকা অর্থালংকারগুলি এক এক করে আলোচনা করে উদাহরণসহ বুঝিয়ে দেওয়া হলো। • কবিতার পংক্তি ধরে অলংকার নির্নয় শেখানো হলো।		অভিজিত পাল	

গ্রন্থতালিকা

১। ভাষার ইতিবৃত্ত- সুকুমার সেন

২। সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা- রামেশ্বর শ

৩। বাংলা ছন্দ- জীবেন্দ্র সিংহ রায়

৪। বাংলা ছন্দ পরিচয়- নীলরতন সেন

৫। অলংকার চন্দ্রিকা-শ্যামাপদ চক্রবর্তী

৬। বাংলা অলংকার- জীবেন্দ্র সিংহ রায়

ফলশ্রুতি

ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ, অলংকার ইত্যাদি বিষয়ে একটা ধারণা তৈরি হলো। কবিতা পাঠের প্রাথমিক লক্ষণগুলির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় হলো। কবিতা রচনাতেও তারা উৎসাহিত হলো এবং ব্যাকারণগত ভাবে নির্ভুল কবিতা লেখার সম্ভাবনা তৈরি হলো।

।। পাঠপরিকল্পনা ।।

।। শ্রেণী—তৃতীয় ষাণ্মাসিক (under CBCS)

।। সময়—জুলাই থেকে ডিসেম্বর ।।

BNG-G-CC/GE -3-3-TH-TU

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিশদ উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ
	বিষয় – ১. বৈষ্ণব পদাবলী ২. ক . পুনশ্চ খ. একালের কবিতা সঞ্চয়ন ৩. রাজা ও রানী	২৩ + ২৩ + ২৩		
১ – ১	বৈষ্ণব পদাবলী – রাধা কৃষ্ণের প্রেম লীলা বিষয়ক চোদ্দটি পদ এখানে পাঠ্য । এগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে আলচনা করা হবে। প্রথম ক্লাসে থাকবে ভূমিকা।	১	ড. মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	ভালো করে পাঠ্য পুস্তক পড়তে হবে।
১ -১ ক	গৌরচন্দ্রিকা , গৌরাঙ্গ বিষয়ক ও বাল্যলীলার পদ । এখানে পাঠ্য তিনটি পদে কৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং চৈতন্যের ভাবজীবন লীলা বর্ণিত হয়েছে।	৫	ড. মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	
১ -১ খ	পূর্বরাগ ও অনুরাগ পর্যায়ের পদ । এখানে পাঠ্য চারটি পদে রাধা কৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণিত হয়েছে।	৬	ড. মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	
১ -১ গ	অভিসার পর্যায়ের পদ । এখানে দুটি পদে কৃষ্ণের প্রতি রাধার অভিসার যাত্রার বর্ণনা রয়েছে ।	৩	ড. মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	
১ -১ ঘ	প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ, নিবেদন ও মাথুর এই তিন পর্যায়ের তিনটি পদে প্রেমের বৈচিত্র্য, নিবেদনের গভীরতা ও বিরহের বেদনা বর্ণিত হয়েছে।	৬	ড. মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	
১ – ১ঙ	ভাব সম্মিলন ও প্রার্থনা এই দুই পর্যায়ের দুটি পদে মানসলোকে মিলন ও ঈশ্বরের চরণে আশ্রয়ের আকূতি বর্ণিত হয়েছে।	৪	ড. মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	

২ - ক	পুনশ্চ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুটি নতুন বিষয়- ১) আঙ্গিকে গদ্য ছন্দ আর ২) বিষয়বস্তুতে সাধারণ মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা গল্পের মতো করে বলা। • ছেলেটা – এক দুষ্টু ছেলের জীবন চিত্রের বর্ণনা ও কবির সহানুভূতি। • সাধারণ মেয়ে- এক সাধারণ মেয়ের প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রতিবাদে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন। • বাঁশি- এক গরীব কেরানির স্বপ্ন ভঙ্গের কাহিনি • প্রথম পূজা- রাজতন্ত্রের দাপট, অন্তজ সম্প্রদায়ের উপর নিপীড়ন, রাজার দেবতাকে ক্ষমতা দিয়ে অর্জনের চেষ্টা, অন্যদিকে কিরাত সম্প্রদায়ের ভক্তি দিয়ে অর্জনের চেষ্টা।	(১০) ২ ২ ২ ২ ২	ড. শর্মিষ্ঠা সরকার	ভালো করে পাঠ্য পুস্তক পড়তে হবে।
২. খ	এ কালের কবিতা সঞ্চয়ন চারজন আধুনিক কবির চারটে আলাদা কবিতা পাঠ্য। যার ফলে ছাত্ররা বিভিন্ন কবির কবিতার আঙ্গিক দর্শন সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। ভূমিকা • নষ্টনীড়- কবি সমর সেন দেশভাগের যন্ত্রণার ছবি এঁকেছেন। • আমার ভারতবর্ষ- কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বাধীনতা সমকালীন দেশপ্রেমের ছবি এঁকেছেন। • দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারে- কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এখানে শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার দিকে নির্দেশ করেছেন, • কেউ কথা রাখেনি- কবি সুনীল গঙ্গোপাধায়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি কবিতায় কবি কথা না রাখা মানুষদের ব্যবহারে বিক্ষত এক মানুষের ছবি এঁকেছেন।	(১৩) ১ ৩ ৩ ৩ ৩	ড. অমিতাভ রায়	ভালো করে পাঠ্য পুস্তক পড়তে হবে।
৩. ক.	রাজা ও রানী- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে লেখা একটি ট্রাজেডি নাটক। নাট্যকার এখানে অতিপ্রেম এবং অতি প্রেমহীনতার ভয়ংকরতা দেখিয়েছেন। রাজা কখনো	২৩	ড. দোলা দেবনাথ	ভালো করে পাঠ্য পুস্তক পড়তে হবে।

	অতি প্রেমে রাজ কর্তব্য ভুলেছন কখনো বা অতি ক্রুদ্ধ হয়ে যুক্তিহীন ভাবে আক্রমণাত্মক হয়েছেন। ছাত্রদের নাটক পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কাহিনির মধ্যেকার দর্শন পৌঁছে দেওয়া হবে। নাটক কিভাবে পড়তে হয় তাও শেখানো হবে।			

ফলশ্রুতি – ছাত্রছাত্রীদের এই সাহিত্য কর্মগুলি পাঠের মাধ্যমে কবিতা এবং নাটক সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হলো। প্রাগাধুনিক কবিতা এবং আধুনিক কবিতার তফাৎ সম্পর্কে ধারণা তৈরি হলো। কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে একটা দর্শন তৈরি হলো। নাটক পাঠের শিক্ষা লাভ হলো এবং নাতকটির মধ্যে দিয়ে এক গভীর দর্শন তৈরি হলো।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। মধ্যযুগের কবি অ কাব্য- শংকরীপ্রসাদ বসু

২। রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা- উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

৩। রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা- উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

৪। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়- দীপ্তি ত্রিপাঠী

।। পাঠপরিকল্পনা ।।

।। শ্রেণী—তৃতীয় ষাণ্মাসিক (under CBCS)

।। সময়—জুলাই থেকে ডিসেম্বর ।।

BNG-G-CC/GE -3-3-TH-TU

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিশদ উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ
	বিষয় – ১. বৈষ্ণব পদাবলী ২. ক . পুনশ্চ খ. একালের কবিতা সঞ্চয়ন ৩. রাজা ও রানী	২৩ + ২৩ + ২৩		
১ – ১	বৈষ্ণব পদাবলী – রাধা কৃষ্ণের প্রেম লীলা বিষয়ক চোদ্দটি পদ এখানে পাঠ্য । এগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে আলচনা করা হবে। প্রথম ক্লাসে থাকবে ভূমিকা।	১	সুমিতা কর্মকার	ভালো করে পাঠ্য পুস্তক পড়তে হবে।
১ -১ ক	গৌরচন্দ্রিকা , গৌরাঙ্গ বিষয়ক ও বাল্যলীলার পদ । এখানে পাঠ্য তিনটি পদে কৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং চৈতন্যের ভাবজীবন লীলা বর্ণিত হয়েছে।	৫	সুমিতা কর্মকার	
১ -১ খ	পূর্বরাগ ও অনুরাগ পর্যায়ের পদ । এখানে পাঠ্য চারটি পদে রাধা কৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণিত হয়েছে।	৬	সুমিতা কর্মকার	
১ -১ গ	অভিসার পর্যায়ের পদ । এখানে দুটি পদে কৃষ্ণের প্রতি রাধার অভিসার যাত্রার বর্ণনা রয়েছে ।	৩	সুমিতা কর্মকার	
১ -১ ঘ	প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ, নিবেদন ও মাথুর এই তিন পর্যায়ের তিনটি পদে প্রেমের বৈচিত্র্য, নিবেদনের গভীরতা ও বিরহের বেদনা বর্ণিত হয়েছে।	৬	সুমিতা কর্মকার	
১ – ১ঙ	ভাব সম্মিলন ও প্রার্থনা এই দুই পর্যায়ের দুটি পদে মানসলোকে মিলন ও ঈশ্বরের চরণে আশ্রয়ের আকূতি বর্ণিত হয়েছে।	৪	সুমিতা কর্মকার	
২ - ক	পুনশ্চ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	(১০) ২	সুমিতা কর্মকার	ভালো করে পাঠ্য পুস্তক পড়তে হবে।

	দুটি নতুন বিষয়- ১) আঙ্গিকে গদ্য ছন্দ আর ২) বিষয়বস্তুতে সাধারণ মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা গল্পের মতো করে বলা। • ছেলেটা – এক দুষ্টু ছেলের জীবন চিত্রের বর্ণনা ও কবির সহানুভূতি। • সাধারণ মেয়ে- এক সাধারণ মেয়ের প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রতিবাদে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন। • বাঁশি- এক গরীব কেরানির স্বপ্ন ভঙ্গের কাহিনি • প্রথম পূজা- রাজতন্ত্রের দাপট, অন্তজ সম্প্রদায়ের উপর নিপীড়ন, রাজার দেবতাকে ক্ষমতা দিয়ে অর্জনের চেষ্টা, অন্যদিকে কিরাত সম্প্রদায়ের ভক্তি দিয়ে অর্জনের চেষ্টা।	২ ২ ২ ২		
২. খ	এ কালের কবিতা সঞ্চয়ন চারজন আধুনিক কবির চারটে আলাদা কবিতা পাঠ্য। যার ফলে ছাত্ররা বিভিন্ন কবির কবিতার আঙ্গিক দর্শন সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। ভূমিকা • নষ্টনীড়- কবি সমর সেন দেশভাগের যন্ত্রণার ছবি এঁকেছেন। • আমার ভারতবর্ষ- কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বাধীনতা সমকালীন দেশপ্রেমের ছবি এঁকেছেন। • দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারে- কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এখানে শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার দিকে নির্দেশ করেছেন, • কেউ কথা রাখেনি- কবি সুনীল গঙ্গোপাধায়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি কবিতায় কবি কথা না রাখা মানুষদের ব্যবহারে বিক্ষত এক মানুষের ছবি এঁকেছেন।	(১৩) ১ ৩ ৩ ৩ ৩	ড.অভিজিত পাল	ভালো করে পাঠ্য পুস্তক পড়তে হবে।
৩. ক.	রাজা ও রানী- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে লেখা একটি ট্রাজেডি নাটক। নাট্যকার এখানে অতিপ্রেম এবং অতি প্রেমহীনতার ভয়ংকরতা দেখিয়েছেন। রাজা কখনো	২৩	ড.অভিজিত পাল	ভালো করে পাঠ্য পুস্তক পড়তে হবে।

	অতি প্রেমে রাজ কর্তব্য ভুলেছন কখনো বা অতি ক্রুদ্ধ হয়ে যুক্তিহীন ভাবে আক্রমণাত্মক হয়েছেন। ছাত্রদের নাটক পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কাহিনির মধ্যেকার দর্শন পৌঁছে দেওয়া হবে। নাটক কিভাবে পড়তে হয় তাও শেখানো হবে।			

ফলশ্রুতি – ছাত্রছাত্রীদের এই সাহিত্য কর্মগুলি পাঠের মাধ্যমে কবিতা এবং নাটক সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হলো। প্রাগাধুনিক কবিতা এবং আধুনিক কবিতার তফাৎ সম্পর্কে ধারণা তৈরি হলো। কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে একটা দর্শন তৈরি হলো। নাটক পাঠের শিক্ষা লাভ হলো এবং নাতকটির মধ্যে দিয়ে এক গভীর দর্শন তৈরি হলো।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। মধ্যযুগের কবি অ কাব্য- শংকরীপ্রসাদ বসু

২। রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা- উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

৩। রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা- উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

৪। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়- দীপ্তি ত্রিপাঠী

পাঠ পরিকল্পনা

শ্রেণি : তৃতীয় ষাণ্মাসিক (CBCS)

সময় : JULY-DECEMBER

পত্র : BNGA-SEC-A-3 & BNGG-SEC-A-3

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিশদ উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক
১. ১	বঙ্গদেশে মুদ্রণ শিল্পের সূচনা ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হবে। বাংলার প্রকাশনা জগৎ, তার ব্যাপ্তি ও তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হবে	১	অভিজিৎ পাল
১. ২	পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত বাংলা বইয়ের প্রাথমিক স্বরূপ পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপি নির্মাণের সঠিক কিছু পদ্ধতি রয়েছে যেগুলি সাধারণভাবে লেখকরা মেনে পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। মধ্যযুগের সময় পর্বে পাণ্ডুলিপির যে ধারণা ছিল তা আধুনিক সময় এসে অনেকখানি বদলেছে। উভয় প্রকার পাণ্ডুলিপি কীভাবে তৈরি হয় তা এখানে আলোচিত হবে।	১	অভিজিৎ পাল
১. ৩	বাংলা যুক্তাক্ষরের ধারণা বাংলা যুক্তাক্ষরের প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হবে। রাজা রামমোহন রায় তাঁর গৌড়ীয় ব্যাকরণে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর বর্ণপরিচয়ে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সহজ পাঠে বাংলা বানান ও যুক্তাক্ষরের সংস্কার করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি বাংলা বানানবিধি প্রণয়ন করে। বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমির বানানবিধিই মান্য ও প্রচলিত। তৎসম, তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশি, বিদেশি বানানের মান্য রূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।	১	অভিজিৎ পাল
১. ৪	সংগ্রহ-সম্পাদনা ও সংকলনের ধারণা বই নির্মাণের ক্ষেত্রে সংগ্রহ, সম্পাদনা ও সংকলনের গুরুত্ব ও তার প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হবে। সংগ্রহ, সম্পাদনা ও সংকলনের মধ্যে প্রাথমিক পার্থক্যগুলি চিহ্নিত করা হবে। কোন কোন দিক থেকে সামান্যতম ত্রুটি তৈরি হলে সম্পাদনা বা সংকলন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা আলোচিত হবে।	১	অভিজিৎ পাল

১. ৫	কভার ও টাইটেল পেজ বইয়ের কভার পেজ বা প্রচ্ছদ বইয়ের গুণগত মান, চাহিদা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। বাংলা বইয়ে প্রচ্ছদ শিল্পীরা বইয়ের বিষয়বস্তু অনুসারে প্রচ্ছদ নির্মাণ করেন। বইয়ের নামাঙ্কনেও থাকে চমৎকারিত্ব। টাইটেল পেজে মূলত গ্রন্থনাম লেখকের নাম ও প্রকাশনার নাম উল্লেখ করা হয়। আগেকার দিনে লেখকের নামের সঙ্গে তাঁর পদও টাইটেল পেজে দেখা যেত।	১	অভিজিৎ পাল
১. ৬	গ্রন্থ ও পত্রিকার পঞ্জিকরণ গ্রন্থ ও পত্রিকার আইনি পঞ্জীকরণ করানো হয়। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশনা জগৎকে এই সুযোগ করে দিয়েছে। গ্রন্থ আইএসবিএন দিয়ে ও পত্রিকা আইএসএসএন দিয়ে পঞ্জীকরণ করা হয়। এর ফলে তথ্য চুরির সম্ভাবনা কমে এবং লেখকের কপিরাইট বজায় থাকে।	১	অভিজিৎ পাল
২. ১	প্রকাশনায় ব্যবহৃত সফটওয়্যার আধুনিক গ্রন্থশিল্পের অন্যতম সহায়ক সফটওয়্যার। অল্প সময়ের মধ্যে একটি নির্ভুল বই তৈরির কাজে সহায়তা করে সফটওয়্যার। প্রতিটি সফটওয়্যারের কয়েকটি সুবিধা ও অসুবিধা আছে। কিন্তু সুবিধার সংখ্যাই বেশি।	১	অভিজিৎ পাল
২. ২	এম. এস. ওয়ার্ড এই সফটওয়্যারটি সহজলভ্য ও অপেক্ষাকৃত সুলভ। ব্যক্তিগত স্তরে পাণ্ডুলিপি নির্মাণ ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ খুব দ্রুত সম্পন্ন করা যায়। এই অংশে আলোচিত হবে বিভিন্ন টুলের ব্যবহার। আলোচিত হবে এই সফটওয়্যারের সুবিধা ও অসুবিধা।	৩	অভিজিৎ পাল
২. ৩	পেজ মেকার এই সফটওয়্যারটি বাংলা প্রকাশনা জগতে সহজলভ্য ও অপেক্ষাকৃত সুলভ। সবচেয়ে বেশি সময় ধরে এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করা হচ্ছে বাংলার প্রকাশনা জগতে। বাণিজ্যিক স্তরে প্রুফ নির্মাণ ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ খুব দ্রুত সম্পন্ন করা যায়। এই অংশে আলোচিত হবে এই সফটওয়্যারের বিভিন্ন টুলের ব্যবহার। আলোচিত হবে এই সফটওয়্যারের সুবিধা ও অসুবিধা।	২	অভিজিৎ পাল
২. ৪	কোরেল ড্র	২	অভিজিৎ পাল

	এই সফটওয়্যারটি বাংলা প্রকাশনা জগতে এখন সহজলভ্য ও অপেক্ষাকৃত কম সুলভ। অল্প কিছু সময় ধরে এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করা হচ্ছে বাংলার প্রকাশনা জগতে। এই সফটওয়্যারেও বাণিজ্যিক স্তরে প্রুফ নির্মাণ ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ খুব দ্রুত সম্পন্ন করা যায়। এই অংশে আলোচিত হবে এই সফটওয়্যারের বিভিন্ন টুলের ব্যবহার। আলোচিত হবে এই সফটওয়্যারের সুবিধা ও অসুবিধা।		
২. ৫	ইনডিজাইন এই সফটওয়্যারটি বাংলা প্রকাশনা জগতে এখন সুলভ ও বহুল ব্যবহৃত। অল্প কিছু সময় ধরে এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করা হচ্ছে বাংলার প্রকাশনা জগতে। কিন্তু যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এই সফটওয়্যারেও বাণিজ্যিক স্তরে প্রুফ নির্মাণ ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ খুব দ্রুত সম্পন্ন করা যায়। এই অংশে আলোচিত হবে এই সফটওয়্যারের বিভিন্ন টুলের ব্যবহার। আলোচিত হবে এই সফটওয়্যারের সুবিধা ও অসুবিধা।	৩	অভিজিৎ পাল
৩. ১	প্রুফ সংশোধন বইয়ের পাণ্ডুলিপি থেকে গ্রন্থরূপ পাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে প্রুফ সংশোধন করা হয়। প্রুফ সংশোধন যারা করেন তাদেরকে বলা হয় প্রুফ রিডার। সাধারণত তিন থেকে চারটি পর্যায়ে প্রুফ রিডিং করা হয়। প্রুফ রিডিংয়ের সময় প্রুফ রিডারকে অনেকগুলি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এছাড়াও প্রুফ রিডিং সংক্রান্ত সম্যক ধারণা দেওয়া হবে।	১	অভিজিৎ পাল
৩. ২	চিহ্নের ব্যবহার প্রকাশনা জগতে প্রুফ রিডিং করার সময় নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট চিহ্নের ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। এই অংশটি প্রুফ রিডিং এর একটি আবশ্যিক শর্ত। তাই প্রতিটি চিহ্নের ব্যবহার পৃথকভাবে শিখতে হয়।	৪	অভিজিৎ পাল
৩. ৩	ছাপার প্রযুক্তি ছাপার প্রযুক্তি সময়ের সময়ে বদলেছে। প্রথমে ধাতু বা কাঠে তৈরি ব্লকে ছাপার প্রযুক্তি সীমাবদ্ধ ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লাইনো প্রিন্টিং এসে ছাপার প্রযুক্তিকে অগ্রগতি দিয়েছে । তারপরে কম্পিউটারের হরফ এসে পড়লে ছাপার প্রযুক্তি	২	অভিজিৎ পাল

	আরও সহজ হয়েছে। শুধু অক্ষর ছাপাই নয়, ছবি ছাপার ক্ষেত্রেও এই বিবর্তন সমানভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে। ছাপার প্রযুক্তির প্রত্যেকটি পর্যায়েতে কিছু সুবিধে ও অসুবিধা রয়েছে, সেই বিষয়েও আলোচনা করা হবে।		
৩. ৪	স্টিচিং ও বাইন্ডিং বই ছাপার পর নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বই স্টিচিং ও বাইন্ডিং করা হয়। হাতে সেলাই, ফোড় সেলাই, পিন সেলাই, পেস্টিং সহ বিভিন্ন স্টিচিং পদ্ধতি বাংলা প্রকাশনা শিল্পে প্রচলিত রয়েছে। এই প্রত্যেকটি পদ্ধতির কিছু সুযোগ-সুবিতে ও অসুবিধে রয়েছে। বাংলা বই মূলত হার্ড বাইন্ডিং ও সফ্ট বাইন্ডিং এই দুই প্রকারের হয়ে থাকে। হার্ড বাইন্ডিং করা বই বেশি দিন ধরে সংরক্ষণ করা সহজ হয়।	২	অভিজিৎ পাল
৩. ৫	মার্কেটিং একটি বই প্রস্তুত হলে তার মার্কেটিং করা হয়। বই প্রকাশকদের কাছে একটি পণ্য। অফলাইন এবং অনলাইন উভয় ধরনের মার্কেটিং-এর বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করা হবে।	২	অভিজিৎ পাল

উদ্দেশ্য : বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংক্রান্ত সাধারণ ধারণা অর্জন করবে শিক্ষার্থীরা।

ফলশ্রুতি : বাংলা বই তৈরির প্রতিটি পর্যায় সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের ধারণা তৈরি হলো। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রযুক্তি কীভাবে ছাপাখানার কাজে সাহায্য করেছে তার সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারল। বাংলা বইয়ের প্রচার ও প্রসার এবং বইয়ের বাণিজ্যিকীকরণের ক্ষেত্রে প্রকাশনা জগতের কাজ সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরি হলো।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. যখন ছাপাখানা এলো — শ্রীপান্থ।
২. মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই — স্বপন চক্রবর্তী।
৩. দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন — চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪. গবেষণাপত্র : অনুসন্ধান ও রচনা — জগমোহন মুখোপাধ্যায়।
৫. Mastering Microsoft office — Bapi Ashraf
৬. Dynamic memory computer course — Devendra Singh Minhas

|| পাঠপরিকল্পনা ||

শ্রেণী- চতুর্থ ষাণ্মাসিক (under CBCS)

সময়- জানুয়ারী থেকে জুন

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিশদ উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ
	বিষয় - বাংলা কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধ BNG-G-CC/GE-4-4-TH-TU উদ্দেশ্য - বাংলা কথা সহিত্য এবং প্রবন্ধ সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরী করা।			একেবারে নিচে নির্দেশিত গ্রন্থগুলির প্রাসঙ্গিক অংশ পাঠ করতে হবে।
১	উপন্যাস পল্লীসমাজ - শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি সামাজিক উপন্যাস। এটি ১৯১৬ খ্রিঃ ১৫ই জানুয়ারী প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রগুলি হল - রমেশ, রমা ও জ্যাঠাইমার।	২৩	ডঃ অমিতাভ রায়	
২	ছোটগল্প	২৩	ডঃ মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা ও ডঃ দোলা দেবনাথ	
ক	পুঁইমাচা - লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মূখ্য চরিত্র হল ক্ষেন্তির।			
খ	না - লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। মূখ্য চরিত্রগুলি হল - অনন্ত, কালীনাথ, ব্রজরানীর।			
গ	হারানের নাত জামাই - লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য গল্পটি রচিত। ময়নার মা হল এই গল্পের মুখ্য চরিত্র।			
ঘ	অশ্বমেধের ঘোড়া - লেখক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্পের মুখ্য চরিত্র হল রেখা ও কা'নের।			

ঙ	মতিলাল পাদরী - এই গল্পের লেখক হলেন কমল কুমার মজুমদার। মতিলাল পাদরী হলেন গল্পের মুখ্য চরিত্র।			
চ	ছিন্নমস্তা - লেখক আশাপূর্ণা দেবী। জয়াবতী গল্পের মুখ্য চরিত্র।			
৩	প্রবন্ধ সংকলন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পাঠ্য প্রবন্ধ সমূহ ঃ	২৩	ডঃ শর্মিষ্ঠা সরকার	
ক	শিক্ষার মিলন - রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষা' গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।			
খ	পূর্ব ও পশ্চিম - ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে প্রবন্ধটি রচিত হয়। এটি রবীন্দ্রনাথের 'সমাজ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীকালে 'সংকলন' গ্রন্থে প্রবন্ধটি স্থান পায়।			
গ	মেঘদূত - ১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।			
ঘ	কেরাধ্বনি - ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে প্রবন্ধটি রচিত হয়। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ এটি।			

গ্রন্থতালিকা

১। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর - সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। বাংলা ছোটগল্প - প্রসঙ্গ ও প্রকরণ - বীরেন্দ্র দত্ত

৪। রবীন্দ্র প্রবন্ধ - ডঃ মন্দিরা রায় ও চায়না রায়

ফলশ্রুতি

ছাত্রদের বাংলা কথাসাহিত্য এবং প্রবন্ধ সাহিত্য (নির্বাচিত অংশ) সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হল।

|| পাঠপরিকল্পনা ||

শ্রেণী- চতুর্থ ষাণ্মাসিক (under CBCS)

সময়- জানুয়ারী থেকে জুন

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিশদ উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ
	বিষয় - বাংলা কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধ BNG-G-CC/GE-4-4-TH-TU উদ্দেশ্য - বাংলা কথা সহিত্য এবং প্রবন্ধ সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরী করা।			একেবারে নিচে নির্দেশিত গ্রন্থগুলির প্রাসঙ্গিক অংশ পাঠ করতে হবে।
১	উপন্যাস পল্লীসমাজ - শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি সামাজিক উপন্যাস। এটি ১৯১৬ খ্রিঃ ১৫ই জানুয়ারী প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রগুলি হল - রমেশ, রমা ও জ্যাঠাইমার।	২৩	ডঃ অভিজিৎ পাল	
২	ছোটগল্প	২৩	সুমিতা কর্মকার	
ক	পুঁইমাচা - লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মূখ্য চরিত্র হল ক্ষেন্তির।			
খ	না - লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। মূখ্য চরিত্রগুলি হল - অনন্ত, কালীনাথ, ব্রজরানীর।			
গ	হারানের নাত জামাই - লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য গল্পটি রচিত। ময়নার মা হল এই গল্পের মুখ্য চরিত্র।			
ঘ	অশ্বমেধের ঘোড়া - লেখক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্পের মুখ্য চরিত্র হল রেখা ও কা'নের।			

ঙ	মতিলাল পাদরী - এই গল্পের লেখক হলেন কমল কুমার মজুমদার। মতিলাল পাদরী হলেন গল্পের মুখ্য চরিত্র।			
চ	ছিন্নমস্তা - লেখক আশাপূর্ণা দেবী। জয়াবতী গল্পের মুখ্য চরিত্র।			
৩	প্রবন্ধ সংকলন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পাঠ্য প্রবন্ধ সমূহ ঃ	২৩	ডঃ অভিজিৎ পাল ও সুমিতা কর্মকার	
ক	শিক্ষার মিলন - রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষা' গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।			
খ	পূর্ব ও পশ্চিম - ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে প্রবন্ধটি রচিত হয়। এটি রবীন্দ্রনাথের 'সমাজ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীকালে 'সংকলন' গ্রন্থে প্রবন্ধটি স্থান পায়।			
গ	মেঘদূত - ১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।			
ঘ	কেরাধ্বনি - ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে প্রবন্ধটি রচিত হয়। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ এটি।			

গ্রন্থতালিকা

১। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর - সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। বাংলা ছোটগল্প - প্রসঙ্গ ও প্রকরণ - বীরেন্দ্র দত্ত

৪। রবীন্দ্র প্রবন্ধ - ডঃ মন্দিরা রায় ও চায়না রায়

ফলশ্রুতি

ছাত্রদের বাংলা কথাসাহিত্য এবং প্রবন্ধ সাহিত্য (নির্বাচিত অংশ) সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হল।

পাঠ পরিকল্পনা

শ্রেণি : চতুর্থ ষাণ্মাসিক (CBCS)

সময় : JANUARY-JUNE

পত্র : BNGA-SEC-B-4 & BNGG-SEC-B-4

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিশদ উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক
১. ১	গল্প রচনা গল্প রচনা একটি সৃজনশীল কাজ। বিভিন্ন ধরনের গল্প লেখার কৌশল এই পর্বে শেখানো হবে। গল্প লেখার ক্ষেত্রে কীভাবে গল্পের শেষ পর্যন্ত পাঠকের কৌতুহল ধরে রাখতে হয় সেই বোধ তৈরি করা হবে। কোন কোন বিষয় ব্যবহার করে একটি গল্পকে আরো চমৎকার করে উপস্থাপন করা যায় তা শেখানো হবে। সঠিক জায়গায় সঠিক ভাষা ও শব্দের প্রয়োগ কিভাবে গল্পকে চিত্তাকর্ষক করে তোলে তার বোধ তৈরি করা হবে।	৫	অভিজিৎ পাল
১. ২	প্রবন্ধ রচনা প্রবন্ধ রচনা একটি সৃজনশীল কাজ। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ লেখার কৌশল এই পর্বে শেখানো হবে। প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে কীভাবে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রবন্ধের শেষ পর্যন্ত পাঠকের কৌতুহল বা আগ্রহ ধরে রাখতে হয় সেই বোধ তৈরি করা হবে। কোন কোন বিষয় ব্যবহার করে একটি প্রবন্ধকে আরো চমৎকার করে উপস্থাপন করা যায় তা শেখানো হবে। সঠিক জায়গায় সঠিক ভাষা ও শব্দের প্রয়োগ কীভাবে প্রবন্ধকে চিত্তাকর্ষক করে তোলে তার বোধ তৈরি করা হবে।	৬	অভিজিৎ পাল
২. ১	বাংলা বানান সংক্রান্ত ধারণা যেকোনো ভাষাশিক্ষার অন্যতম প্রাথমিক শর্ত তার বানান সম্পর্কে বোধ তৈরি হওয়া। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে শব্দের	৫	অভিজিৎ পাল

	ব্যুৎপত্তিগত ধারণা তৈরি হওয়া জরুরী। তৎসম, অর্ধ-তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে বাংলা বানান ভুল হওয়া সম্ভাবনা কমে। একইভাবে দেশি ও বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে সঠিক ধারণা না থাকলে বানান সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় না। যে কোনো ভাষায় সঠিক বানান ভাষার প্রয়োগ বা লেখ্যরূপের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন ধরনের বাংলা বানানের রীতিনীতি, সূত্র ও কৌশল এই পর্বে শেখানো হবে।		
২. ২	পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি ভারতীয় বাংলা ভাষার বানানের জন্য নির্দিষ্ট একটি কাঠামো তৈরি করেছে। তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব ও দেশি, বিদেশি শব্দের বাংলা বানানের রূপটি কেমন হবে তা বাংলা আকাডেমি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এই সূত্র ও নীতিমালা অনুসারে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে বাংলা বানান সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরি হয় সেই প্রচেষ্টা করা হবে। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা পুরনো বানান-পদ্ধতি ত্যাগ করে নতুন বানান বিধি অনুসারে পাঠ নিতে ও লিখতে পারবে।	৬	অভিজিৎ পাল
৩. ১	আইপিএ আন্তর্জাতিক ফোনেটিক বর্ণমালা অনুসারে কোন বাংলা ধ্বনির উচ্চারণের সঠিক লেখ্যরূপ কোনটি তা শেখানো হবে। প্রতিটি ধ্বনির লিখ্য রূপ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক ধারণা তৈরি হলে ক্রমশ প্রথমে ফোনেটিক বর্ণমালা অনুসারে শব্দ গঠন ও পরে বাক্য নির্মাণ-বিন্যাস এবং ছোট-বড় অনুচ্ছেদের ফোনেটিক রূপান্তর শেখানো হবে।	৫	অভিজিৎ পাল
৩. ২	রোমীয় বর্ণমালা রোমান বর্ণমালা অনুসারে কোন বাংলা বর্ণের সঠিক লেখ্য রূপ কোনটি তা ছাত্র-ছাত্রীদের শেখানো হবে। প্রতিটি বর্ণের লেখ্য রূপ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক ধারণা তৈরি হলে প্রথমে রোমান বর্ণমালা অনুসারে শব্দ তৈরি পরে বাক্য-	৬	অভিজিৎ পাল

	বিন্যাস এবং আরও পরে ছোট-বড় অনুচ্ছেদের রোমান লিপিতে রূপান্তর করণ শেখানো হবে।		

উদ্দেশ্য : যে সব সাহিত্যরূপ পড়ুয়ারা পড়েছে তা কিভাবে তৈরি হয়ে ওঠে তার কলা কৌশলগুলি সম্পর্কে এখানে একটি ধারণা তৈরি করানো হবে। তার সঙ্গে বানান এবং আইপিএ ও রোমিও লিপি সংক্রান্ত ব্যবহারিক জ্ঞানও দেওয়া হবে।

ফলশ্রুতি : ছাত্রছাত্রীরা গল্প ও প্রবন্ধ লেখার দক্ষতা অর্জন করল। তাদের রোমান লিপি ও আন্তর্জাতিক বর্ণমালার জ্ঞান অর্জন হলো। বাংলা বানানের বিবর্তন ও বর্তমান সময়ে প্রচলিত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি বিষয়ে তাদের ধারণা তৈরি হলো।

সহায়ক গ্রন্থ

১. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা — রামেশ্বর শ

২. কি লিখি কেন লিখি — নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

৩. বাংলা বানানবিধি — পরেশচন্দ্র মজুমদার

৪. বাংলা বানান সংস্কার, সমস্যা ও সম্ভাবনা — পবিত্র সরকার

৫. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বানান অভিধান

৬. সংসদ বাংলা অভিধান

৭. প্রবন্ধ সঞ্চয়ন — সত্যবতী গিরি

পাঠ পরিকল্পনা

শ্রেণীঃ পঞ্চম সেমেষ্টার (under CBCS) সাধারণ বাংলা, DSE- A 2

সময় – জানুয়ারী থেকে জুন

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিশদ উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ
	বিষয় – বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য, কল্পবিজ্ঞান আশ্রয়ী রচনা এবং অলৌকিক কাহিনি উদ্দেশ্য – আকর্ষণীয় এইসব ধরনের কাহিনি পাঠের মধ্য দিয়ে কিশোর মনে সাহিত্য পাঠের আগ্রহ তৈরি হয়। এই আগ্রহকে পাঠ শৃঙ্খলায় অধ্যয়নে পরিণত করাই এই পত্রের উদ্দেশ্য			
মডিউল ১	শজারুর কাঁটা – শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়		ড. মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা	
	এই গোয়েন্দা কাহিনিতে খুনের রহস্যভেদের পাশাপাশি একটি মিষ্টি প্রেমের কাহিনিও রয়েছে।	২৩		
মডিউল২	শঙ্কু সমগ্র – সত্যজিৎ রায়		ড. দোলা দেবনাথ	
	সত্যজিৎ রায় সৃষ্ট বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কুর আটটি গল্প এখানে পাঠ্য।	২৩	সুমিতা কর্মকার	
মডিউল৩	সব ভুতুড়ে – লীলা মজুমদার		ড. অমিতাভ রায়	
	এখানে মজার মজার সব অলৌকিক কাহিনি রয়েছে যা কিশোর মনের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে, কিছুটা পরিমাণে নীতি শিক্ষাও দেয়	.২৩	ড. শর্মিষ্ঠা সরকার	

ফলশ্রুতি – এই গল্প উপন্যাসগুলি পাঠের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মনে আনন্দের পাঠ অধ্যয়নের পাঠ হয়ে উঠল।

।। পাঠপরিকল্পনা ।।

।। শ্রেণী—পঞ্চম ষাণ্মাসিক (under CBCS)

।। সময়—জুলাই থেকে ডিসেম্বর ।।

BNG-G-DSE A 2-TH-TU

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিশদ উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ
	বিষয় – বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য, কল্পবিজ্ঞান আশ্রয়ী রচনা এবং অলৌকিক কাহিনি উদ্দেশ্য – আকর্ষণীয় এইসব ধরনের কাহিনি পাঠের মধ্য দিয়ে কিশোর মনে সাহিত্য পাঠের আগ্রহ তৈরি হয়। এই আগ্রহকে পাঠ শৃঙ্খলায় অধ্যয়নে পরিণত করাই এই পত্রের উদ্দেশ্য			
মডিউল ১	শজারুর কাঁটা – শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়		ড. অভিজিৎ পাল	
	এই গোয়েন্দা কাহিনিতে খুনের রহস্যভেদের পাশাপাশি একটি মিষ্টি প্রেমের কাহিনিও রয়েছে।	২৩		
মডিউল২	শঙ্কু সমগ্র – সত্যজিৎ রায়		শ্রীমতী সুমিতা কর্মকার	
	সত্যজিৎ রায় সৃষ্ট বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কুর আটটি গল্প এখানে পাঠ্য।	২৩		
মডিউল৩	সব ভুতুড়ে – লীলা মজুমদার		শ্রীমতী সুমিতা কর্মকার	
	এখানে মজার মজার সব অলৌকিক কাহিনি রয়েছে যা কিশোর মনের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে, কিছুটা পরিমাণে নীতি শিক্ষাও দেয় ।	২৩		

ফলশ্রুতি – এই গল্প উপন্যাসগুলি পাঠের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মনে আনন্দের পাঠ অধ্যয়নের পাঠ হয়ে উঠল।

পাঠ পরিকল্পনা

শ্রেণি : ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক (CBCS)

সময় : JANUARY-JUNE

পত্র : BNGA-DSE-B-6 & BNGG-DSE-B-6

বিষয় ক্রম	বিষয় ও বিষয়ান্তর্গত বিভিন্ন অংশের বিশদ উল্লেখ	পাঠের সংখ্যা	শিক্ষক
১. ১	লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের সাধারণ পরিচয় প্রত্যেক সভ্যতার মূলধারার ঐতহ্যবাহী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রায় সমান্তরালে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হয়। আবার বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণ রাজা, স্থানীয় প্রশাসক বা ধর্মের প্রভাবে মূলধারার সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে গেছে। এই বিষয়টি বহুরৈখিক। ছাত্রছাত্রীদের এই পর্বে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের একটি প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হবে।	২	মৌসুমি ব্যানার্জি সাহা
১. ২	টাইপ মোটিফ ইনডেক্স যে কোনও দেশের জনগোষ্ঠীর লোককথার প্রাণভোমরা ও লোকসমাজের সামাজিক জীবন এবং সমাজভাবনার পরিচয় পাওয়া যাবে লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স পদ্ধতির বিশ্লেষণের মাধ্যমে। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর লোককথার মেজাজ ও চরিত্র বিচার করলে দেখা যাবে, এক-একটি লোককথা এক-একটি টাইপ বা বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। আর প্রতিটি লোককথার এক বা একাধিক 'মূল বিষয়' থাকে। এটিই হল মোটিফ। একটি লোককথার খণ্ড খণ্ড কাহিনি-অংশ সমগ্র কাহিনিকে অখণ্ড সূত্রে গড়ে তোলে। লোককথার কাঠামো পরিবর্তিত কিংবা বিবর্তিত হলেও টাইপ ও মোটিফের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। এখানেই এই দুই পদ্ধতির বিশ্বজনীনতা। টাইপ ও মোটিফ পদ্ধতির মাধ্যমেই বিশ্বের সমস্ত লোকসমাজের মধ্যে মানসিক ও মানবিক সেতুবন্ধনের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। এমন মানবিক পরম্পরা লোকসংস্কৃতির অন্য পদ্ধতিগুলির মধ্যে নেই।	৪	মৌসুমি ব্যানার্জি সাহা

১. ৩	বাংলার ব্রত ও পার্বণ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা বাংলার লোকায়ত ধর্ম ও সংস্কার থেকে অসংখ্য ব্রত ও পার্বণ জন্ম নিয়েছে। অঞ্চলভেদে তার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুইই তৈরি হয়েছে। ব্রত ও পার্বণ সাধারণত সমবেত অনুষ্ঠান। এই পর্বে বাংলার বিভিন্ন ব্রত ও পার্বণ উল্লেখ করে তার সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ও প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হবে।	২	মৌসুমি ব্যানার্জি সাহা
১. ৪	পুণ্যিপুকুর ব্রত পুণ্যিপুকুর ব্রত বাংলার হিন্দুসমাজের অশাস্ত্রীয় বা মেয়েলি ব্রতগুলির অন্তর্গত একটি কুমারীব্রত। গ্রামীণ বাংলার বাঙালি হিন্দুঘরের পাঁচ থেকে নয় বছর বয়সী কুমারী মেয়েরা চৈত্র মাসের সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ মাসের শেষদিন (সংক্রান্তি) পর্যন্ত একমাসব্যাপী এই ব্রত পালন করে।	১	মৌসুমি ব্যানার্জি সাহা
১. ৫	মাঘমন্ডল ব্রত মাঘমণ্ডল ব্রত বাংলার হিন্দুসমাজের অশাস্ত্রীয় বা মেয়েলি ব্রতগুলির অন্তর্গত একটি ব্রত। গ্রামীণ বাংলার বাঙালি হিন্দুঘরের কুমারী মেয়েরা মাঘ মাসের পয়লা থেকে সারা মাঘ মাস ধরে একমাসব্যাপী এই ব্রত পালন করে। ব্রতের উদ্দেশ্য হল উপযুক্ত স্বামী ও পুত্র লাভ।	১	মৌসুমি ব্যানার্জি সাহা
১. ৬	সেঁজুতি ব্রত গ্রামীণ বাংলার বাঙালি হিন্দুঘরের পাঁচ থেকে নয় বছর বয়সী কুমারী মেয়েরা কার্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ মাসের শেষদিন (সংক্রান্তি) পর্যন্ত একমাসব্যাপী প্রতি সন্ধ্যায় বাড়ির আঙিনায় আলপনা দিয়ে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে সেঁজুতি ব্রত পালন করে।	১	মৌসুমি ব্যানার্জি সাহা
২. ১	লোক ছড়া ছড়া মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত ঝংকারময় পদ্য। এটি সাধারণত স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এটি সাহিত্যের একটি প্রাচীন শাখা। যিনি ছড়া লেখেন তাকে ছড়াকার বলা হয়। ‘ছেলেভুলানো ছড়া’, ‘ঘুম পাড়ানি ছড়া’ ইত্যাদি ছড়া দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত। প্রাচীন যুগে ‘ছড়া’ সাহিত্যের মর্যাদা না পেলেও বর্তমানে সে তার প্রাপ্য সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও এখনও অনেকেই ছড়াসাহিত্যকে	২	অমিতাভ রায়

	শিশুসাহিত্যেরই একটি শাখা মনে করেন কিংবা সাহিত্যের মূলধারায় ছড়াকে স্বীকৃতি দিতে চান না। এই পর্বে ছাত্রছাত্রীদের বাংলার লোকছড়ার সঙ্গে সার্বিক পরিচয় হবে।		
২. ২	লোকনৃত্যের সাধারণ ধারণা লোকনৃত্য কোনো জনগোষ্ঠীর জীবনঘনিষ্ঠ নৃত্য। এ নৃত্য বিশেষ কোনো নরগোষ্ঠী, অঞ্চল বা উপজাতীয় সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে উদ্ভূত ও বিকশিত। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহ, সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় সংস্কারের একটা গভীর সম্পর্ক থাকে। বাংলাদেশে সুদূর অতীত থেকে নৌকা বাওয়া, মাছ ধরা, ফসল কাটা, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে লোকনৃত্যের উদ্ভব ও চর্চা হয়ে আসছে। এই পর্বে ছাত্রছাত্রীদের বাংলার লোকনৃত্যের প্রাথমিক ধারণা হবে।	২	দোলা দেবনাথ
২. ৩	ছৌ নাচ পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমায় প্রচলিত ছৌ নাচের ধারাটি পুরুলিয়া ছৌ নামে পরিচিত। এই ধারার স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। পুরুলিয়া ছৌ-এর সৌন্দর্য ও পারিপাট্য এটিকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছে। ১৯৯৫ সালে নতুন দিল্লিতে আয়োজিত প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ট্যাবলোর থিমই ছিল ছৌ নাচ। ছৌ মূলত উৎসব নৃত্য।	২	দোলা দেবনাথ
২. ৪	রায়বেশে রায়বেশে শুধুমাত্র পুরুষদের দ্বারা পরিবেশন করা ভারতীয় লোক যুদ্ধের নৃত্যের একটি ঘরানা। এই ধারার নৃত্যটি একসময় পশ্চিমবঙ্গে খুব জনপ্রিয় ছিল। বর্তমানে এটি বেশিরভাগ বীরভূম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলায় সঞ্চালিত হয়।গুরুসদয় দত্ত রায়বেঁশেকে পুনরায় সবার সামনে নিয়ে আসেন। গুরুসদয় দত্তের পর লোকায়ত শিল্পী সংসদ একে পুনরায় জীবিত করে।	২	দোলা দেবনাথ
২. ৫	গম্ভীরা গম্ভীরা বাংলার লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীতের অন্যতম একটি ধারা। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা ও বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাতে গম্ভীরার প্রচলন রয়েছে। গম্ভীরা	২	দোলা দেবনাথ

	দলবদ্ধভাবে গাওয়া হয়। এটি বর্ণনামূলক গান। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা অঞ্চলে গম্ভীরার মুখোশ পরে গম্ভীরা গানের তালে গম্ভীরা নৃত্য পরিবেশন করা হয়। বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা অঞ্চলের গম্ভীরার মুখ্য চরিত্রে নানা-নাতি খুব জনপ্রিয়।		
২. ৬	ধাঁধা ধাঁধা হলো একটি খেলা, সমস্যা বা খেলনা যা একজন ব্যক্তির চাতুর্য বা জ্ঞান পরীক্ষা করে। একটি ধাঁধার মধ্যে, ধাঁধাটির সঠিক বা মজাদার সমাধানে পৌঁছানোর জন্য সমাধানকারী যৌক্তিক উপায়ে টুকরোগুলিকে একত্রিত করবে (বা তাদের আলাদা করবে) বলে আশা করা হয়। ধাঁধা বিভিন্ন ধরনের রয়েছে, যেমন শব্দের ধাঁধা (শব্দজব্দ), শব্দ-অনুসন্ধান ধাঁধা, সংখ্যার ধাঁধা, সম্পর্কীয় ধাঁধা এবং যুক্তির ধাঁধা। ধাঁধার কেতাবি অধ্যয়নকে বলা হয় রহস্যবিদ্যা।	১	দোলা দেবনাথ
৩. ১	বাংলা প্রবাদ প্রবাদ প্রতিটি ভাষার অমূল্য সম্পদ। বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতি তথা সামগ্রিক জীবনাচরণে প্রবাদ প্রবচন সমৃদ্ধ একটি ধারা হিসেবে বিবেচিত। প্রবাদ প্রবচনের মাধ্যমে বাঙালির জীবন, ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার, বিশ্বাস ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবাদ ও প্রবচন প্রায় একই অর্থে এবং পাশাপাশি ব্যবহৃত হলেও এর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।	২	শর্মিষ্ঠা সরকার
৩. ২	বাংলা লোকসংগীত : সাধারণ পরিচয় বাংলার লোকসংগীতগুলি সাধারণত বাঙালির পেশা ও সাধনার ফসল। উচ্চ সংগীতের ব্যাকরণ ও রাগ-রাগিনীর বোধ না থাকার পরেও সাধারণ লোকজীবনের অন্তর্ভুক্ত মানুষ নিজেদের মনের আনন্দ, বেদনা, উৎসাহ ও আর্তি দিয়ে গড়ে তোলেন লোকসংগীত। এই অংশে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন লোকসংগীতের কথা ছাত্রছাত্রীদের বলা হবে। লোকসংগীত কীভাবে মূল ধারার সংগীতকেও প্রভাবিত করে তা শেখানো হবে।	১	শর্মিষ্ঠা সরকার
৩. ৩	বাউল বাউল একটি বিশেষ ধরনের গোষ্ঠী ও লোকাচার সঙ্গীত পরিবেশক, যারা গানের মধ্যে দিয়ে সহজসাধন, সুফিবাদ,	২	শর্মিষ্ঠা সরকার

	দেহতত্ত্ব প্রভৃতি মতাদর্শ প্রচার করে থাকে। বাউল সাধক বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে। মূলত বাউল সংগীত একধরনের বাংলা সহজিয়া সাধন সংগীত ছিল।		
৩. ৪	ভাটিয়ালি ভাটিয়ালি গান বাংলাদেশ এবং ভারতের ভাটি অঞ্চলের জনপ্রিয় গান। বাংলাদেশে বিশেষ করে নদ-নদী পূর্ণ ময়মনসিংহ অঞ্চলের ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর-পূর্ব দিকের অঞ্চলগুলোতে ভাটিয়ালী গানের মূল সৃষ্টি, চর্চাস্থল এবং সেখানেই এই লোকসঙ্গীতের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। বাউলদের মতে ভাটিয়ালী গান হলো তাদের প্রকৃতিতত্ত্ব ভাগের গান।	২	শর্মিষ্ঠা সরকার
৩. ৫	ভাওয়াইয়া ভাওয়াইয়া গান মূলত বাংলাদেশের রংপুর এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে ও আসামের গোয়ালপাড়ায় প্রচলিত এক প্রকার পল্লীগীতি। এসকল গানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ গানগুলোতে স্থানীয় সংস্কৃতি, জনপদের জীবনযাত্রা, তাদের কর্মক্ষেত্র, পারিবারিক ঘটনাবলী ইত্যাদির সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে।	২	শর্মিষ্ঠা সরকার
৩. ৬	লোককথা সাধারণভাবে বলা হয় লোক থা হলো এক ধরনের কাল্পনিক গল্পকথা যেগুলি অতীত বা ঐতিহাসিক ঘটনার অনুকরণে গড়ে ওঠে। লোককথায় ঐতিহ্যবাহী লৌকিক সাহিত্যের প্রতিফলন ঘটে যার দ্বারা প্রাকৃতিক বা আধ্যাত্মিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যা দান করা হয়। কোন কালে বা কোন মানবসমাজে এই উদ্ভব ঘটেছিল তা জানা যায়। অনুমান করা হয় সভ্যতার ইতিহাসে গোষ্ঠী জীবন শুরু হওয়ার পর থেকেই লোকসমাজে লোককথা সৃষ্টি হয়। বঙ্গেও বিভিন্ন জেলায় তাদের নিজস্ব লোককথা রয়েছে।	২	শর্মিষ্ঠা সরকার

উদ্দেশ্য : বাঙালি এবং তার সংস্কৃতিকে জানতে হলে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের পাঠ নেওয়া খুবই জরুরী। বাংলার সমৃদ্ধ লোক-ঐতিহ্য থেকে নির্বাচিত কয়েকটি বিষয়ে পড়ুয়াদের ধারণা তৈরি হবে।

ফলশ্রুতি : আন্তর্জাতিক লোকসংস্কৃতির ধারণা পেল ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়া বাংলার লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার মধ্যে কয়েকটি লৌকিক ব্রত, গান, ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, নৃত্য ও কাহিনি সম্পর্কে তারা বিস্তারিত জানতে পারল।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বাংলার ব্রত — অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২. বাংলার লোকসাহিত্য — আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৩. লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ – পল্লব সেনগুপ্ত।

৪. বাংলা প্রবাদ — সুশীল কুমার দে ।

৫. বাংলার ধাঁধার ভূমিকা — নির্মলেন্দু ভৌমিক।

৬. বাংলা ছড়ার ভূমিকা — নির্মলেন্দু ভৌমিক।

৭. লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা— তুষার চট্টোপাধ্যায়।

৮. বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ — বরুন চক্রবর্তী।

৯. বাংলার লোককথা : টাইপ মোটিফ ও ইনডেক্স — দিব্যজ্যোতি মজুমদার

১০. বাউল ফকির কথা — সুধীর চক্রবর্তী।

১১. লোকসাহিত্য — মানুষ মজুমদার।